

আৰ্যসমাজ নাটক ।

৩৫

The Miserable old man of the Nineteenth
Century.

আব্দুল সমাজান্তপাতি মহিয়াড়ী নিবাসী অধুনা
কাণপুর প্রবাসী

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল কর্তৃক
বিরচিত ।

কলিকাতা ।

২২৬। ২২৭ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত ।

সন ১২৯১ সাল ।

7-002
Acc 22 H2
20/2/2003

অর্পণ ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত উনবিংশ শতাব্দী মহোদয়

প্রাচীনাচার্য ভীষকেষু ।

নমস্কার বিবেদনঃ

যেহেতু আমার পুনঃ সংস্কার রূপ চিকিৎসার ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত
অতএব ভাল আর মন্দ যে কোন কারণে হউক রোগোৎপত্তির মূল বৃত্তান্ত
তোমার সমক্ষে যথাবৎ বর্ণন করা রোগীর কর্তব্য বিবেচনার আমি এই
“বুদ্ধের ছরবস্থা” নামক নাটক খানি তোমার কর-কমলে অর্পণ করিতেছি
তুমি কৃপাবলম্বনে এখানি গ্রহণ করিয়া রোগীর অবস্থা অবগত হইয়া
প্রসন্নচিত্তে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা কর । হে শতঃজীব! তুমি আমার নিমিত্ত
যে “খেচোড়ান্ন” ব্যবস্থা করিয়াছ তাহা আমার বর্তমান বিকৃত
ধাতুর উপযোগী আহারও বটে, ঔষধিও বটে । এই খেচরি ব্যবস্থার
যেমন আমি পরিতুষ্ট, ভরসা করি তুমিও তেমনি এই খেচরী নাট্যোপ-
হারে পরিতুষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে ক্ষণ লব পল মুহূর্ত দণ্ড প্রহর জাম অহো-
রাত্র সপ্তাহ পক্ষ ঋতু মাস অয়ন ও সম্বৎসর রূপ প্রাচীন কলেবরটি পরি-
পুষ্ট করিতে করিতে গমন করিবে । হে সর্বহর! তুমি আমার প্রাচীন
রোগ হরণের সঙ্গে সঙ্গে যোগ ভঙ্গ করিয়া ভোগ লাগসা বৃদ্ধি করিতেছ
সত্য, কিন্তু আমি কি ভোগ করিব ? তদর্থং এই জলম্বলীয় সম্পদ সংস্কার
কার্যটি আপন সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া যাইবে বলিয়া শুভাৰ্পণ মন্ত ।

আপনার বুদ্ধ আর্ধ্য-সমাজ

বঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মণ ।

কাণপুর ।

৩০শে বৈশাখঃ মন ১২৮৭ সাল ।

আর্য্য-সমাজ ।

৫১২

THE MISERABLE OLD MAN

OF THE NINETEENTH CENTURY.

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম প্রস্তাবনা ।

ভারত সমুদ্র । সেই হৃদয় বাণিজ্য-পোতখানি (যার কুন্তকর্ণাকার প্রধান মাস্তুলের গুল্ফবর্ণ ছোট পাল্টি দক্ষিণ বাতাসে প্রফুল্লিত ও কমঠ পৃষ্ঠের আকার অনুকরণে গর্জিত হইয়া আকাশকে উপহাস চলে দন্ত-বিকাশ করিতেছে, এবং কর্ণের উপর স্তম্ভ গীত হরিষর্গের পতাকাটি সন্দোলিত তরঙ্গ সঙ্গে করি কর্ণের মত ইতঃস্তত করিতে বিব্রত) ধীরগমনে “গুভক্ষণে” সঙ্গম প্রবিষ্ট হইল । পোতখানির গঠন প্রণালী অদৃষ্ট-পূর্ব, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন বিশ্বকর্মার নিজ হস্তের নমুনা । আহা ! “নবীন নীরদাঙ্গে গুল্ফ-বাদামী আকার রেখার মধ্যবর্তী বাতায়ণ শ্রেণী অবলোকনে ভাবুক মাত্রেই প্রেমাক্ষ মোচন করিতেছিলেন যেন স্বয়ং বিশ্বস্তর সাগর-শয্যা শয়ন করিয়া সহশ্রচক্ষে বিশ্ববিলোকণ করিতেছেন !!!

পোতমধ্যে অনেক গুলিন লোক । সকলেই গুল্ফকায় । কতকগুলিন খর্ব্বস্থল কঁতকগুলিন দীর্ঘ । শীতকাল, একারণ সকলেই লোমজবস্ত্রাবৃত ক্রক্কাশিরস্ত্রাণধারী ও পাদত্রাণযুক্ত । কয়েক জন ভদ্রগোচ উপরিতলে একত্রিত হইয়া একখানি লম্বাকৃতি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট, হস্তস্থিত দূরবীক্ষণে পূর্বদিক নিরীক্ষণ করিতে-ব পরস্পর সম্ভাষণে প্রবৃত্ত । যেমন দৃশ্য মনোহর সুন্দর-শরীর, তেমনি বীর ধীর ও গম্ভীর ; তবে কোন বহুদর্শীর সুতীক্ষ্ণচক্ষে নব্য সভ্য বলিয়া ঠেকেন না তা বলা যায় না ।

আখ্য সমাজ ।

সমগ্র বাদ্যধ্বনি থামিলো । পোত অন্ধ ও পূর্বদিক প্রকাশ হইল । পূর্বদিকে একটি সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ । তাহাতে সুগন্ধিপুষ্প ও সুস্বাদু ফলা-
কীর্ণ উপবন মধ্যে দীর্ঘ প্রস্তুে সাদৃদ্ধিহস্ত পরিমীত একখানি অপূর্ব চতুস্তল
রথোপরি গুহ্যশ্রদ্ধাকেশ যজ্ঞোপবীত কোপীন কাবায় ধারী প্রশান্তচিত্ত গুরুবর্ণ
একজন প্রাচীন ব্রহ্মচারী নিয়ত মুদ্রিত নয়নে কোন অনির্বচনীয় স্বর্গীয়
সুখাস্বাদনে নিমগ্নপ্রায় উপবিষ্ট থাকিয়া এক২ বার যেন স্বীয় নিম্নল দৃষ্টিযোগে
মর্ত্যলোককে পবিত্র করণার্থ নেত্রোন্মীলন করিতেছেন । রথের গঠন রথীর
স্বাভাবিক শুদ্ধ-উদ্দেশ্যটী বিলক্ষণ প্রকাশ করিতেছে । রথের নিম্ন বা প্রথম-
তল স্থলের উপর অর্দ্ধহস্ত উচ্চ, আর সাদৃদ্ধিহস্ত দীর্ঘ প্রস্তু, কেবল লৌহময় ;
চক্রদণ্ড কীলক কণ্টক সব লৌহ অস্ত্র ধাতু নাই । লৌহের উপর দ্বিতীয়-
তল একহস্ত উচ্চ আর ত্রিহস্ত দীর্ঘ প্রস্তু, কেবল রজতময় ; এইরূপ তৃতীয়তল
দ্বিহস্ত সমসর কাঞ্চনময় এবং চতুর্থতল একহস্ত পরিমাণে মণিময় বোধহচ্ছে ।
উপরিতলটী কেবল আসন-মাত্র ; তথায় বসিতে পারাযায় কিন্তু শয়ন ভোজ-
নের স্থানভাব । মূল্যবান বস্ত্র-স্বল্প ও সঙ্কীর্ণ হইবে আশ্চর্য্য নয় ! তথায়
যদিচ জনতা আছে তথাপি কোলাহল নাই, যেন জ্ঞান বৈরাগ্য দয়া ধৈর্য্যেয়
সহিত শান্তিকে আবদ্ধ রাখিতে নিয়ত ভক্তিশ্রুত রহিয়াছে । পাছে সে
শান্তি ভঙ্গ হয়, এ নিমিত্ত তন্নিম্নতলে অসিচন্দ্র কবচ কার্ষুক তুণধারী জনেক
রক্তবর্ণ বীর পুরুষ কতিপয় প্রহরীসঙ্গে সপ্রাঙ্গণ রথ রক্ষা করিতেছেন ।
প্রাচীণের মুখারবিন্দ বিনির্গত উপদেশ মকরন্দ পানানন্দ নিরন্তর এই পুরুষের
সাক্ষাৎসদৃশ সর্বত্রই সমপ্রভূত্ব । অহরহ শান্তিরক্ষায় ব্যাপৃত ব্যক্তি সময়া-
ভাবে স্বশরীর পোষণে অশ্রুত এ প্রযুক্ত অনাহার জন্ত দুর্বল ও দুঃখী হইতে
পারেন, একারণ তন্নিম্নে দ্বিতীয়তলে হল মুঘল খণ্ডিত খুরুশা পরশু তুল
তরাজু, এবং হস্তি অশ্ব গো মহিষ ছাগ মেষ প্রভৃতিতে পরিবৃত পীতবর্ণ
কয়েকজন তিলক পীতাম্বর ধারী স্নেহাবিত যুবা ব্যাপারী ভক্ষ্য ভোজ্য
পানীয় পরিচ্ছদের আয়োজনার্থ নিযুক্ত থাকিয়া ইত্যন্তঃ করিতেছেন । এতা-
বং কার্য্য বিনা সাহায্যে সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে, তজ্জন্ত তন্নিম্নে, ভূমির
উপর, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিস্তৃত ও কঠিন লৌহময় তলে, অনেকগুলি কৃষ্ণবর্ণ
পুরুষ, উদ্যান রক্ষক ভারবাহক ও আজ্ঞাকারী-সেবক স্বরূপে অবস্থিত
ইহাদের অভাবে অস্ত্র সকলের তুল্য কষ্ট, একারণ ইহারা সকলের প্রিয়।

স্নেহপাত্র ও অবশ্য প্রোষ্য। পীতাম্বর, যেমন ইহাদের সেবিত, তেমনই উপরিতলস্থ রক্তাম্বরের রক্ষিত হয়েন। রক্তাম্বর, যেমন পীতাম্বর সেবিত, তেমনই গুল্লাম্বর রক্ষিত। এবং প্রকারে, পরস্পর সাহায্য সম্বন্ধে ভক্তি স্নেহ বন্ধনে নিবদ্ধ। রথস্থ রথি সারথী ও বাহকগণ মহাস্থখে কালযাপন করিতেছেন। কেহ কারু দ্রোহ বা হিংসা বা ঘেঁষ বা অবমাননা করেন না, সকলেই মণিমণ্ডপস্থ সর্বত্যাগী-স্বতন্ত্রকৃষের শরণাপন্ন ও সেবাপরায়ণ। এমন কি উদ্যানের ফুল ফল ও নদ্যাতির নির্মূল জল, ক্ষেত্রের শস্য ও গাভীর গর্য, কোন পদার্থ (আম কি পক) যাহা উপস্থিত হয় প্রাচীন কে নিবেদন না করিয়া কেহ গ্রহণ করেন না। প্রাচীন যাহা করদ্বারা স্পর্শ ও মন্ত্রদ্বারা প্রসাদ করেন তাহাই তাঁহাদের সকলকার গ্রাহ্য হয়, প্রাচীন যাহা পরিত্যাগ করেন তাঁহাদের ও তাহা পরিত্যাজ্য। পৃষ্ঠপদার্থ রক্তাম্বর ও পীতাম্বরের গ্রাহ্য এবং প্রসাদী পদার্থ কৃষ্ণকায়ের গ্রাহ্য হয়, যে হেতু তাহারাই প্রসাদ-ভোজী। অরম্য প্রাঙ্গনে সুন্দর উপবনস্থ সুগন্ধি ফুল ও সুস্বাদু ফল জল উজ্জল রথস্থ সুদৃশ্য প্রাণীপুঞ্জের সেই নির্কিন্ন স্বাস্থ্যসন্তোষল বহুকাল অটল থাকাতে প্রফুল্ল কমলাকর্ণ সরোবরের স্রায় দিগদিগন্তের ষটপদাবলীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। গোলাপ ফুল যেমন স্থানে ফুটুক না কেন দর্শকের চক্ষে ঠেকেই, ঠেকে, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর যে জাতীয় জীবের হউক না কেন শ্রোতার কর্ণে লাগেই লাগে। যখন নির্ঝাঁজ দাড়িষ ও রসাল ডাঙ্গা নিষিক্ত দেশজাৎ হইয়াও সকলের স্পৃহার সামগ্রী, তখন লবণার্ণবতীরস্থ সেই নির্কিন্ন শান্তিসুখাকর ক্ষুদ্র “আর্য্য সমাজটা” কারু লক্ষ্যস্থল হইবে না কেন? স্বজাতীয়-সহায়ভূতীয় স্রায় স্বজাতীয় দীর্ঘা ও মনুষ্য কি জীবমাত্রের স্বভাব। মনুষ্য বত বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানবান হউন, যত উন্নত ও সুসভ্য হউন, ইন্দ্রিয়ার্থে লোভু প না হইয়া থাকিতে পারেন না। এ বিষয়ে তিনি বরঞ্চ পশুপক্ষীকেও পরাস্ত করেন!

বুদ্ধ সুখাসনে বহুদিন ধ্যানস্থ, অন্তরস্থ অরতিগণ পরাজয় মানিয়া বহিঃ দ্বারে উপস্থিত তাহা জানিতে না জানিতে “দূম” কোরে একটা শব্দ হইল। রথের নিম্নতল, বিশৃঙ্খল ভূতলগত এবং বুদ্ধ ভগ্নপদখঞ্জের মত

(সংগত)।

হায় একি, স্থখে দুঃখে স্নেহ ভক্তিসংযোগে শুভদিন প্রত্যাশায় প্রিয়-

জন প্রতিপালনে প্রাণধারণ করিতে ছিলার, এ আবার কি?—কণবধ! রথ চলেনা কেন। কি ভীমরতি, না! এই ত সব ইন্দ্রিয় বজায়। তবে চলেনা কেন; কি পক্ষাঘাত?—তাও নয়, স্পন্দন রহিত। মূচ্ছাবস্থা, না তাও নয়। তবে কি মৃত্যু?—মৃত্যুই বা কৈ, আমার কি মৃত্যু আছে? তাহলে এত দেখবে কে, ভুগবে কে! বোধ করি স্বপ্ন, কেমন কোরেই বা স্বপ্ন, স্বপ্ন কি সক্ষিতধনে বঞ্চিত করে? স্বপ্নের প্রিয়াবিচ্ছেদ দুঃখ নিদ্রাভঞ্জে দূর হয়; পার্শ্বে প্রিয়ার অঙ্গে করস্পর্শ হইলে, উভয়ে জাগ্রত হইলে সুখের সীমা থাকে না, কৈ আমার তা কৈ (বোলে পার্শ্বে করপ্রসারণ) (সবিস্ময়ে) এই যে প্রিয়ে সামঞ্জস্তে জ্ঞান বৈরাগ্য ক্ষমা দয়া ধৈর্য্য বিশ্বাস প্রজ্ঞা ভক্তি স্বাস্থ্য এবং সন্নেহ উদ্যম পরিশ্রম বীৰ্য্য পরাক্রমাদিকে লইয়া নিদ্রিতা! সবথেকেও কেউ নাই! হা কি দুর্ঘটনা! আমি না গৃহী না বনী, না ধনী না ভিখারী, না রাজা না প্রজা, না পণ্ডিত না মুখ, না ছলী বলী, তবু বিড়ম্বনা? প্রিয়ে নিদ্রিতা, তাঁর সঙ্গে সুখ স্বাধীনতা সাহস প্রভৃতি সব প্রিয়ভূতেরা ও নিদ্রিত, আশ্চর্য্য, এমন ত কখন হয় নাই! কারণ কি, এ অকালনিদ্রার কারণ কি! একি সত্যই কালনিদ্রা! এখন এ ভূমগ্ন ভগ্নরথ কে কে উদ্ধার করবে, কারে ডাকি, মনের বেদনা মুখে আনতেও অশক্ত, হল কি? দৈবজ্ঞ ডাকি, দেখি কি বলে।

প্রথমাভিনয় ।

প্রকাশ্যে।—দৈবজ্ঞ দৈবজ্ঞ (আহ্বান)

করে পঞ্জিকা দৈবজ্ঞের প্রবেশ ।

দৈবজ্ঞ। (বুদ্ধের প্রতি) কি আজ্ঞা মশয়!

বুদ্ধ। (কাতরে) আমারি এ হ্রবহ্রার কারণ কি বল দি? আঃ।

দৈবজ্ঞ। (কর গুণে) এক দুই, মশয় দুইটা গোলযোগ, যারে আপনারা ফাঁড়া বলেন, তার একটা কেটেছে, একটা আগত প্রায়।

বুদ্ধ। সত্য হে দৈবজ্ঞ, ঠিক বলেছ। আগতটা কতদূর বল দি?

দৈবজ্ঞ। (কিষ্টিং ভেবে) বড় দূর নয়, তবে তত নিকটে ও নয়, কিন্তু নজর পড়েছে। নজরেই এই সব আর্গম দেখাচ্ছে, পূর্ণ দৃষ্টিতে যে কি হবে বলা বাহুল্য, দেব মহুস্য কারুর অগোচর নাই!

বৃদ্ধ । সে কি হে, আমি বৃদ্ধ আমার উপর নজর, নজর ত নব্য ভবাদের উপর পড়াই সম্ভব !

দৈ । মশায় ! ও ছুঁইনজরের কথা আপনি বললেন না, সে মানুষ চিনে লাগে না, নজরে পলেই সারে । “ঐ দেখুন না সব ঢলা ঢলা গড়া গড়ী, কোথায় শক্তি কোথায় ভক্তি কোথায় ক্ষমা ! সব অচৈতন্য কেবল এক মমতা । “আমার আমার ” কোরে রোদন কচ্ছে ! সুবিচার নিরুদ্দেশ । আপনি যে বয়শশুণে নিরস্বী হচ্ছেন তা নয় এ কেবল নজর !

বৃ । তাই হুঃখের কথা বলব কি, রক্ষকেরাই ভক্ষক হয়ে বসচে । যে ধরা আজন্ম ধারণ করেছেন তিনিই এখন ভক্ষণে উদ্যত ! তিনিই রথ-ধরে গ্রাস কচ্ছেন, জীব কি না থাকবে ? ঐ দেখ দাসগণ এ আসনের আশে অগ্রসর হচ্ছে ! আমি আর তাদের চক্ষে ভাল লাগিনে । হা অদৃষ্ট, এতও লিখেছিলে !!

দৈ । মহাশয় ! ভারতযুদ্ধে যে গৃহভেদ ও ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ করিয়াছিল, সেই মহাবল সৈন্য এখন ও মর্ত্যলোকে আছে, সে যে নিশ্চিন্ত আছে তা কেমনে বলব । তার ছুঁই নজরে কি না হয়, কোন্ অনিষ্ট অবশিষ্ট থাকে । নল হরিশ্চন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র সকলেই এই নজরের মারা । মহাশয় ! যে অশ্বিকার কোপদৃষ্টিতে মহাবীর ধুম্রলোচন ভস্ম হয়; সেই অশ্বিকার একমাত্র অবলম্বন হৃদয় নন্দন লম্বোদরের উত্তমাদ কি না নজরলেগে উড়ে যায়, হায় হায় হায় ! সে নজরে কি নেই, পাঁচ-টা ভূত আর পাঁচ ভূতের কাষ সকলি আছে !

বৃ । তা, নজর বা কে লাগাবে, নিকটে তেমন জাতী শত্রু ত নাই যে ঐশ্বর্যের লোভে ছুঁইনজর মারবে ?

দৈ । (পঞ্জিকা দেখে) “বার তিথি কোরে অ্যাক, পেটের ছেলে গুণে দেক, একথা যদি মিথ্যে হয়, সে ছেলে তার বাপের নয় ” ।

বৃ । এ কি গর্ভ পরীক্ষা গোণ্ড নাকি হে দৈবজ্ঞ !

দৈ । মহাশয় যে প্রশ্ন করেচেন না, এর উত্তর দেওয়া আর পেটের ছেলে টেনে আনা সমান কঠিন ! (গর্বে) অচ্ছা, কৈ কেউ মুকুটে বলুক ত দেখি, —এ কার নজর ! হুঁ ভূতভবিষ্যত বলাটা এমনিই সহজ যে সকলেই দৈবজ্ঞ হবেন !

বু। ভাল, তুমিই ভাল কোরে দেখে বল ?

দৈঃ। মহাশয় ! জ্ঞাতি শত্রুই বটে ; অনেকদূরে থেকে নজর লাগাচ্ছে ।
এ কাঞ্চন খণ্ডে দেখুন না, কত রকম, রকম চেহারার আবছায়া
পড়েছে !

বু। আমার আবার জ্ঞাতি কে হে, কৈ আমি ত তা জ্ঞাত নই।

দৈঃ। মহাশয় ! জানা কথা সকলেই বোঝতে পারে, যে আজানা কথা
বলে সেই পাকা দৈবজ্ঞ। আপনার জ্ঞাতির খবর আপনি রাখেন
না কিন্তু আমি রাখি। আপনি রাখবেন কেন ; রাত দিনের খবর
নেই, কেবল চক্ষুবুজে বসে থাকেন, শুভেও যদি নজর না লাগে তবে
শ্রে চোকওয়ালার দোষ !

বু। তুমি এ কথা কোথা শুনে হে দৈবজ্ঞ ?

দৈঃ। কেন, আমার কথায় আপনার বিশ্বাস নাই, মহাশয় ! আমি শোন
কথা কইনে, এই পাঁজী দেখুন (বোলে পঞ্জিকা পাঠ)

অনার্য্য দেশ হইতে আর্য্যের এসেছে ।

সাক্ষী তার ক্যাশ্ পীয়ন্ কশ্যপ রয়েছে ॥

ইতি ঘোষ বয়ু মিত্র প্রণীত

আধুনিক নবপঞ্জিকাঃ ।

বু। আ সর্ব্বনাশ ! সত্য সত্যই মূল নিয়ে টানাটানি ! তবে নজর ;
টোনা ; জীহ ; তন্ত্র মন্ত্র সব ; নচেৎ এত ভুল, এত মতিভ্রম আমার !!
—(বোলে অধোমুখে স্বগত) হা রাম ! ভুতে পেয়েছে, বর্ত্তমানে ও
পাচ্ছে, না জানি ভাবীর মনে আরো কি আছে ।

ঘবনিকা পতন ।

দ্বিতীয়াভিনয় ।

বাণিজ্য-পোত । তিনজন উপবিষ্ট ।

প্রথম । (দূরবীক্ষণে দেখিতে দেখিতে ব্যস্ত ভাবে ইতঃস্তত করত) —

ডিস্‌প্যাচ দেম্‌ চ্যাপ, ডিস্‌প্যাচ দেম্‌ স্থন ;

ইট্‌স টাইম টু বি অন দিস্পট ?

দ্বিতীয় । দে হ্যাভ গণ সর, দে হ্যাভ গণ । রীচড্‌ দি শোর কায় দিস্‌ টাইম
আই বিলীভ !

প্রঃ পুঃ । এণ্ড দে হ্যাভ মাই ইন্‌ষ্ট্রক্‌সন্‌স ইন্‌ দেয়ার পকেট্‌ আই হোপ ।

দ্বিঃ পুঃ । ও ইএস, দে আর অল রাইট ফর দি বিজনেস্‌ ।

প্রঃ পুঃ । ও, দে আর মাই হ্যাণ্ডস্‌ ইউ নো ; রাইট এণ্ড লেক্ট ।

দ্বিঃ পুঃ । ইএস আই নো দি ফ্যাক্ট ভেরি ওএল, অ্যাজ দে গো হ্যাণ্ড
বায় হ্যাণ্ড, অ্যাজ কজ এণ্ড এফ্‌ফেক্ট, এজুকেশন এণ্ড এনলাইটেন-
মেন্ট, —সিভিলিজেসন্‌ এণ্ড ভাইস্‌ ।

প্রঃ পুঃ । (বিশেষ রূপে পূর্বদিক্‌ নিরীক্ষণ পূর্বক) ও ওয়াট্‌ অ্যান
অ্যামিউজিং স্পেকটেকুল চ্যাপ্‌ ?

দ্বিঃ পুঃ । এণ্ড অ্যান ইণ্টেরেস্টিং টু ।

প্রঃ পুঃ । ইএস, ইণ্টেরেস্টিং টু বোথ, ইউ এণ্ড মি অ্যাজ ওএল !

দ্বিঃ পুঃ । সরটেনলি সো । এ ফাইন্‌ ফীণ্ড ফর ওয়্যার লর্ডস্‌ ফকস, ট্‌
• গ্রেজ অন ইন এণ্ড অপন্‌ ।

প্রঃ পুঃ । হাঃ হাঃ হা ! ফর অল্‌দি প্রিপোজিসনস্‌ ইউ মীন ?—ও লুক
অ্যাট দি ফরটিলিটী অব দি ল্যাণ্ড এরৌণ্ড, দি ফ্লোরিং ফ্লোয়াশ্‌,
ফুটস্‌, অ্যাজ নেচর হ্যাজ ডিপজিটেড্‌ হু চাইসেট্‌ টেজর বট্‌ ‘হিয়র’ !!!

দ্বিঃ পুঃ । অনর্ভোটেডলি সো । • বট্‌ লেট্‌ অস্‌ • সি দি অদর সাইড্‌
অব দি পিকচর ? (বোলে উভয়ের গাত্রোথান) ।

তঃ পুঃ । ইএস, আই অ্যাম ওয়াচিং দেম্‌ হিয়র সর !

প্রঃ পুঃ। অল রাইট, এণ্ড ডোর্ট মিস হিম। নট দি ওয়ান, বট দি আদর।
দি ওয়ান মাইট হাইউ হিমসেল্ফ ইন দি মশ্টিচিউট, বট কিপ ইওর
ঈগলস আইঅন্দ্যদর! (গমন)।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা ।

বঙ্গোপসাগর। শতমুখী শৈলজার পশ্চিম তীরে এক খানি বাঙ্গীয়
তরি নঙ্গরের উপর ভাসচে। মাল্লারা আনন্দ কোলাহল কছে। নানা
রঙ্গের বাদ্য বাজাচ্ছে, গাচ্ছে, নাচ্ছে আর পূর্ব দিক দেখে হো হো করিয়া
হাসচে। কঠারা অদৃষ্ট। এক জন যুব। অত্যন্ত সমাদরে একটা যুবতীর
করধারণ পূর্বক একখানি ক্ষুদ্র তরি যোগে তীরে অবতরণ করিলেন এবং
চন্দ্র স্বর্ঘ্যের মত ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলেন।

বাদ্যধ্বনি থামলো।

যুবক ভদ্রপরিচ্ছদধারী বটে, কিন্তু শ্রমজীবির ত্রায় পিঙ্গলবর্ণ, পিঙ্গল চক্ষু
ও পিঙ্গল কেশ জন্ত পাশ্চাত্য বলিয়া প্রতীতি হইলেন।

যুবতী নাতিদীর্ঘা নাতিখরঁ, যুবার ত্রায় পিঙ্গলাক্ষি কেশা কিন্তু শুভ্রা,
সরস্বতীর ত্রায় স্বভাব সৌন্দর্য্যে সুন্দরী। বেশ বিভাশের পারিপাট্য ও
অলঙ্কারাদি আভরণাভাব, কেবল ভানুমতীর মত একটা “লাগলাগের ঝুলী”
উন্নত গ্রীবা দেশ হইতে বিলম্বিত হইয়া কটিতে পড়িয়াছে। লম্বমান
দেহাবরণ বদন ভিন্ন অগ্রাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়াছে, চরণদ্বয়ে চন্দ্রপাঙ্ক
সুশোভিত। কণ্ঠস্বর বংশীধ্বনিকে এবং গমন ভঙ্গি মাতঙ্গিনী দেবীকেও
পরাভব করিতেছে! চলিতে চলিতে দণ্ডায়মান ও চতুর্দিক অবলোকন।

তৃতীয়াভিনয় ।

যুবা । জড়বাদিনি ! আমরা প্রিয় ভাগ্যধরের প্রার্থনায় সর্ব্বহর প্রেরণায় স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া লবণসমুদ্রতীরে আসিয়াছি সত্য, কিন্তু দাদার প্রসাদে ও বধুভগ্নী শিল্প-রাগীর গুণে যেন দেশেই আছি বোধ হচ্ছে, কেমন ? (বোলে) ঐ বুঝি দাদার পাঠশালা ? (সম্মুখে দৃষ্টিপাত) ।

যুবতী । হ্যা নাথ ! এমন নব নিষ্প্রিত অট্টালিকা আর কার হবে ! মিথ্যে নয়, শিল্পরাগী দিদি যেখানে থাকে, যেখানে যায়, সেইখানেই যেন চাকচিক্যের চমৎকারী জ্বলজ্বল্যমান । আহা ! তার চক্ষে, স্বর্ণ বর্ষে ! পারিপাট্য যেন পায়ে ধুলীর মত, পদে পদে ঝরে অথচ সঙ্গে সঙ্গে পায় পায় গমন করে ! দিদির সকের প্রাণ ভাল জিনিসেই ঢালা । সুন্দর নিজে, এজন্তে তার সব সুন্দরী চাই, যেন না হলেই নয় । প্রতিদিন কিছু না কিছু নতুন করা তার স্বভাব ; আঁব গাছে জাম আর জাম গাছে বাদাম ফলান এক প্রকার নিত্য কৰ্ম্ম । (বোলে হাস্য) —হীঃ হীঃ হীঃ ।

যুবক । হ্যা হ্যা (সহধর্ম্মিণীর হাস্যের প্রভাবের দ্বারা) হ্যা প্রিয়ে । এই সব নানা বর্ণের এক হারা দোহারা তেহারা ফুলের কেয়ারী বড় বড় ফলভারে ভারাক্রান্ত ছোট ছোট গাছের সারি উর্দ্ধগামী বারিধারা, শীতোষ্ণ প্রচারক ও নিবারক খোদকারী পিচকারী ও কারুজ সকল তাঁরি কারিগরি । অভাবকে জবাব দিবার স্বভাবস্বভাবের কার ? দ্বিতীয় নাই রঙ্গেও বলতে পারি ! আহা ! এমন পরহিতকারিণী কামিনী কি আর হবে ? (বোলে উভয়ের পদচালন) ।

তৃতীয় প্রস্তাবনা ।

বসন্তকাল । ঋতুরাজ, ঠিক যেন পত্রপুষ্পমুকুলাকীর্ণ বৃক্ষ-লতামণ্ডিত বজ্রমণ্ডপে উপবিষ্ট কথাকর্তা বেশে, স্রব্ধিগন্ধ-মুদিতা প্রকৃষ্ণিতা পৃথিবীকে সর্শপ-কুসুমবাসা কৃতাদিবাসা কাঞ্চনবর্ণা কথ্য সাজাইয়া বরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তদৃষ্টে ভ্রমর পঞ্চস্বরাদি গায়কবৃন্দবেষ্টিত মলয়ানীল, অগ্র-গামী বাদক সম্প্রদায়ের স্রায়, সাগর-সলিলে কল কল শব্দ উৎপাদন পূর্ব্বক

যেন বৈবাহিক বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে “সেই পথেই বর” এমন সম্বাদ প্রচার করিতেছেন । সম্মুখে পাঠশালা,—

পাঠশালা একটা বৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা শব্দের তায় ধবল । তার চতুর্দিকে গোল গোল থামের উপর ছাত ও বারাগা, দ্বার গুলিতে ঝিলমিল্‌ বুলুচে । ভিতরে অনেক গৃহ, মধ্যে একটা বড় দালান তার চতুর্দিকে কাষ্ঠা-সন আর মধ্যস্থলে একটা গোল ত্রিপদকাষ্ঠ-বেদিকা চিত্রবস্ত্রে আবৃত, তদুপরি কতকগুলিন সুদৃশ্য পুস্তকলেখনী ও মস্তাধার রক্ষিত আছে । তথায় উচ্চ কাষ্ঠাসনে একটা “প্রায়-প্রাচীন” গৌর পুরুষ উপবিষ্ট । একে গৌরাদ তাতে বিদ্যার গরিমা তদুপরি আবার কামিনীকরকমলনিঃসৃত কারুকার্য্যধারণে গৌরবান্বিত, অভিমানের সীমা নাই;—গম্ভীরভাবে একখানি গ্রন্থ সমালোচনার ছলে মধ্য মধ্য এক একবার “এখানটা ভাল হয় নি,—ওটা এরূপ হইলে ভাল হইত” বোলে দ্রব্‌হাস্য আস্তে প্রেয়সীর মুখপদ্মের ভ্রমর স্বরূপে গৌরবে গুণ্‌ গুণ্‌ করিতেছেন ।।

তঁার প্রেয়সী বামে একখানি বিচিত্র আরামকুর্শীতে বসিয়া বস্ত্রপাছকায় শিরকারী করিতেছেন । তঁার কুঞ্চিতকান্তি প্রবীনার পরিচয় দিচ্ছে বটে, তথাপি কুজ্জিম-কৌশলপ্রভাব অভাব দূর করত নবীনার কোমলতা প্রকাশে পরাস্থ্য নহে !।

নানা জাতীয় নানা মূর্ত্তিধারী নানা দেশীয় নানা অবস্থার ছাত্রী ও ছাত্রগণে পাঠশালা পরিপূর্ণ; তাহাদের কণ্ঠধ্বনি বাহির হইতে শুনিয়া পথিকের L মনে করিতেছেন যেন নিবীড় অরণ্যে সন্ধ্যা, অথবা, কোন চিড়িয়াখানায় নিশি প্রভাৎ হইল !।

অট্টালিকার সম্মুখে পাকা পৈটে,—

যুবক যুবতী উপস্থিত ।

চতুর্থোভিনয় ।

যুবক । (উচ্চস্বরে) বিদ্যাভিমান দাদা পাঠশালায় ?— (পৈটের উপর উঠে উঁকিমেরে দেখে) এই যে ছুজনেই বোসে,— (স্বগত) নিশ্চিন্ত দেখছি, লক্ষণটা স্বপ্নের বোধ হচ্ছে । (প্রকাশে) সুপ্রভাত দাদা ! সুপ্রভাত বউভগ্নি !—

বিদ্যাভিমান । (স্বর শ্রবণে ব্যস্ত কিন্তু আসনে বসিয়াই দ্বার দেখে) কে

হে জ্ঞানাভিমান! এস এস ভাই এস,— বউ-ভগ্নি এস,— (বোলে দক্ষিণ দিকে আসন দেখাইয়া) বস ভাই, বস বউ-ভগ্নি,... সুপ্রভাত সুপ্রভাত ভাই ভগ্নি!!

জ্ঞানাভিমান। (সঙ্গীক উপবেসন ও পরস্পর প্রেমালাপন পূর্বক) তবে দাদা! সব মঙ্গল,—বিষয় কন্ঠের কুশল?

বিঃ অঃ। হাঁ ভাই সব মঙ্গল। (পত্নীর দিকে চেয়ে) এই সর্বমঙ্গলা সর্বত্রগা শিল্পরাগীর প্রসাদে সব মঙ্গলই হচ্ছে। একা আমাদের হতে কি হতে পারে?। (হাস্য) — (ছাত্রগণ দেখাইয়া) এই এত গুলিন সংগ্রহ হয়েছে। আর পথ ঘাটে পরিষ্কার পান-ভোজনের সুসার বেস হচ্ছে। (ভুরুটেনে) সে সব পুরাতন গোলযোগ আর নেই—বল্লেই হয়; গোপনে বল আর প্রকাশে বল, সব আমাদেরই আজ্ঞাকারী, আমরাদিগেই নিবেদন কচ্ছে আর প্রসাদ পাচ্ছে, বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাও কচ্ছে না!! ফলে বুড়োর বদমাশী সব প্রকাশ হয়েছে; বুড়োর চেয়ে বড় আরো কেউ আছে তা এখন সকলে টের পেয়েছে। সব পরিষ্কার; যা বাকি তা এখন তোমরা এসেছ সমাধা কর? আশীর্বাদ করি, তোমাদের দর্শন স্পর্শনেই যেন সকল প্রকার উপদ্রব আশু লেগে পুড়ে আর ছাই হয়ে উড়ে যায়!! (বোলে মুচুকে হাসি)

জ্ঞাঃ অঃ। উপদ্রব গুলি কিরূপ দাদা?

বিঃ অঃ। উপদ্রব মাটির গুণ, উর্বরতা, আর কি। মূল ভাই, সেই উপলক্ষে আলস্য; যারে বৈরাগ্য বল। পায়ের উপর পা দিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে আহ্বার করা; কোন প্রকার শ্রমের ধুর ধারা নয়!! সেবা নেওয়া,— অধ্বাণী ও অপ্রবালী থাকা,— আর কত বলব, সব জানুই ত,— সাধারণ সম্পত্তি একচেটে করা! এর চেয়ে উপদ্রব আর কি? সভ্যতার সঙ্গে ধর্মের সামঞ্জস্য? হুর্নাতি! এ কখনই থাকবে না, অবশ্য পৃথক কর্ত্তে হবে!!

জ্ঞাঃ অঃ। সে জন্তে ভয় নেই, সে জড়বাদিনী রাগীর পদার্পণ মাজেই সব একরকম সুপ্রতুল হবে। এখন যেখানে কোদালে কাজ হয় ক্রমে সেখানে শাতিবার লাঙ্গল দিলেও তা হওয়া দায় হবে; সুতরাং পায়ের উপর পা দিয়ে বসে অক্লেশে সেবা নেওয়াটা ফুল! সে

দফা আমি আগে রফা করব। ফলে তুমি দেখবে দাদা ! তোমার আশির্বাদে আর এই আমার আদরিণীর প্রসাদে আমি স্বরায় স্বকার্য্যে কৃতকার্য্য হব। কর্ত্তা বোলেছেন সময় ও সমীরণ হুইই অমুকুল মানিক্ষ্যাণ যোগ, বিলম্বে কার্য্য হানির ভয় ভিন্ন আমার আর কোন ভয় নেই !

বিঃ অঃ। আপাতত কি যুক্তি করবে বল দেখি ?

জ্ঞাঃ অঃ। আপাতত আমি সকল বাহবস্তুতেই জড়বাদিনীর লাগ্ লাগ্ ভেদী দ্বারা সেই হতভাগা বৈরাগ্য স্বর্ঘ্যে গ্রহণ লাগাইব, কারণ সেই বেটাই ভক্তিশক্তি দ্বারা বিষ বাষ্প আকর্ষণ পূর্ব্বক মানসচন্দ্র ঢেকেচে। তার পর বৈরাগ্যাভাবে আশক্তি অন্ধকার ধীরে ধীরে অভাব রাত্রী সহ যখন স্বীয় প্রভাব বিস্তার করত ভয় ও হাহাকারকে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিবে তখন আর বাছা (হাঃ হা হাত্ত) যাবেন্ কোথায় ? হুর্ভিক্ষ মহামারী জলপ্লাবন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি আর বাত্যা এ সব হাহাকারের হস্তগত। এরা প্রবল হলে কি দাদা ! আর রক্ষে আছে ;—বসে খাওয়া দূরের কথা, পৃথিবী পর্য্যটন কোরে আর অকথ্য কথন অকার্য্যকরণ অপাঠ্যপঠন প্রভৃতি কার্য্যিক বাচনিক ও মানসীক সর্ব্ব প্রকার হুঙ্কার্য্য করিতে করিতে মাথার ঘর্ঘ্য পায়ে ফেলিলেও এক সন্ধ্যা—এক সন্ধ্যা কি এক মুণ্ডী পাওয়া ভার হবে ! তখন কোথায় বা সামঞ্জস্য, কোথায় বা শান্তি। তখন লালপীলে কালা কারু কোন ভিরকুটী চলবেনা। কৌকড়া কাটে ঠেকেলে রথের বন্ধন আপনি ঢিলে হয়ে অবশিষ্টতল ছিন্ন ভিন্ন অবসন্ন হবেই হবে। পরে, সে অন্ধকারে, প্রকৃত আলোর অভাবে, কৃত্রিম আলো কার্য্যে কাষেই খুঁজবেন !! তা হলেই তোমার পোবারো কি না দাদা—

বিঃ অঃ। সব ঠিক ! “ধরি মাচ না ছুই পানি” অঁ্যা ! (বোলে) বেঁচেথাক ভাই বেঁচেথাক !

জ্ঞাঃ অঃ। দাদা যে থানে আমি সেখানে আর কি বেঠিক হতে পারে, আমার নামেরগুণে সব ঠিকই ঠিক হয়।

বিঃ অঃ। তা আমি জানি; স্বদেশেও তাই হয়েছে না ?

জ্ঞাঃ অঃ। (দাদার মন রেখে) হুঁঃ হুঁ সেখানেও তুমি অগ্রসর ছিলে দাদা !

এখানেও তুমি, (শিল্পরাণীর প্রতি) কেমন বউ—ভগ্নি ?

শিল্পরাণী । (প্রেমের ভাব বুকে মুহূর্তে মুহূর্তে দেখাইয়া) তা ভাই
আমাদের এ নিত্য সম্বন্ধ আছেই ত । আমাদের পাছু পাছু তোমরা
তোমাদের পাছু পাছু আমরা, কেমন ?

জ্ঞাঃ অঃ ! কামিনীর মান রাখতে) এক্ষণে আমরাই তোমার পাছু । কিন্তু
আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই । “ শুভশ্লীষঃ ” !

শিল্পরাণী । অবশ্য (বলিয়া ছাত্রগণের প্রতি) হে প্রিয়ত্তমগণ ! আজ
তোমাদের দীক্ষা ও শিক্ষার পরীক্ষা, উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আরো
উচ্চশ্রেণীতে উঠিতে পারিবে । তোমাদের মানসভূমি যেমন পরিস্কৃত
হইয়াছে এই দম্পতি সম্প্রতি তাহাতে তত্পর্যুক্ত আলোক দান
করিবেন ।

পঞ্চমাভিনয় ।

চারিজন ছাত্রের প্রবেশ ।

১। (শিল্পরাণীর প্রিয় প্রলোভনবাক্যে মুগ্ধপ্রায় সমস্ত) মা ! আমরা
তোমাদের প্রসাদে সেই ব্যাস্রবরাহবাণরসেব্য আর্ঘ্যবনে এক্ষণে
দেবতার শ্রায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছি, ইতিপূর্বে যেখানে গমন
করিতে বঞ্চিত ছিলাম আপনাদের কৃপায় এখন সেখানে সচ্ছন্দে শয়ন
করিতেও পারিতেছি ; কারু সাধ্য নাই মানা করে । আপনাদের
কার্যকলাপই তার প্রমাণ । আপনারা পরহিতকারী শিবসন্তাপহারী
একারণ আমরা আপনাদিগকেই জ্ঞানদাতা ও বিদ্যাদাতা গুরুমহাশয়
বলিয়া মানিলাম, আপনারা আমাদের পাখা পুচ্ছ সব কাটিয়া মাছুষ
কোরেছেন, অতএব আমরা সব আপনাদেরই হাতের গড়া, আপনা-
দিগকে ধন্যবাদ, আর কি দক্ষিণা দেব ?

(নেপথ্যে শব্দ) এত আমরা নয় যে যৎকিঞ্চিৎ রজতমূল্য দে পারবে,
এখানে আজন্ম দাসত্ব !!

২। (করুণাপূর্ণ কঁাদ কঁাদ স্বরে) হে মহাভাগে, হে বিশালাক্ষি ! আমরা
গুরুদত্ত বিদ্যাবলে জেনেছি যে কুটিল বেদগ্রহী ভেদকারী বুদ্ধদেবের
শ্রায় আমাদের প্রাচীন কুসংস্কার-গ্রহী ছেদনার্থ আপনারা অবতীর্ণ ।
আপনারা ঋষি তপস্বী সন্তানী সকলি, আপনাদের কথাই বেদ,

আমাদের আর বেদান্তর নাই ! আপনারা ঋষী তপস্বী না হইলে
এবনে কেন বনবাসী হইবেন ! আমাদের জন্তেই আপনারা এ কষ্ট
সন্ধান একারণ নমস্কার !

৩। (করবোড়ে) হে পূজনীয়ে ! হে পূজ্যগণ ! আমাদের পক্ষে আপ-
নারাই দেবতা । প্রাচীনেরা যে দেবতার উদ্দেশ উপলক্ষে সর্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেটা সম্পূর্ণ ছলনা ; আপনারা
প্রত্যক্ষ দেবতা । এদেশে একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে—কলির দেবতা
পুরুষোত্তম ; ইনি তাবত পৃথিবীকে “ একপাত্রভোজী ” ব্রহ্মজ্ঞানী
করিয়া অন্তর্ধান হইবেন । আমি বলি আপনারা সেই পুরুষোত্তম ।
মহাপ্রসাদ দানে পতিত পাবণ করিতে অকাতর ! আপনাদের
প্রসাদই ব্রহ্মজ্ঞান ।

৪। হে মহাত্মাগণ ! যদি আনাদের মনমার্গ পরিষ্কার হয়ে থাকে, তবে
জ্ঞানালোক প্রদান করণ । হে দয়ানিধে ! যে আলোকে প্রাচীন
“ পিতৃভক্তি ” অন্ধ ও নবীন “ ভ্রাতৃস্নেহ ” চক্ষুস্থাপন হয় আমাদিগকে
সেই আলোক প্রদান করণ ! হে করুণাসিন্ধো ! আমরা যে দিন
হইতে আপনাদের অলৌকিক অদ্ভুতচরিত্র শ্রবণ দর্শন করিতেছি, সেই,
সেই দিন হইতে পুরাতন প্রহ্লাদ-চরিত্রে ও ধ্রুব-চরিত্রে আর মন
পবিত্র করিতে পারি না ! আপনারা কর্ণধার, তারক মন্ত্র কর্ণে দিয়ে
পতিত পরিভ্রাণ করণ, আমরা বড় জ্বালাতন হয়েছি ।

জ্ঞানার্তিমান (মনে মনে আহ্লাদে আটখানা) স্বগত, এই রামটাকেই
রাবণের বোণ্য দেখচি, প্রকাশে, রে বালক বালিকাগণ ! “ স্বকৃতো
পুরুষোত্তম ” যে পুরুষ আপনি কিছু করিয়া জগৎকে না দেখায় সে
কাপুরুষ, জীয়েন্তেও মরা । যে আপনি আপনকর্ম্ম দ্বারা সুবিখ্যাত হয়
সেই ধনু, সেই স্বভাব দেবীর প্রিয়পাত্র হয় । যারা আপনাকে ভুলিয়া
পিতৃ পিতামহের নামে বিক্রীত, তারা যদি মাহুষ হয় তবে তোমরাও
মাহুষ ! কিন্তু তোমরা যেমন মাহুষ ছিলে তা ইতিহাসমুখে সব
শুনেছ !

(নেপথ্যে শব্দ) তাহিত বণমাহুষেও মাহুষ চেনে, গর্ভমন্ধ চস্মা কেনে !
জ্ঞানার্তিমান । (শুনেও না শুনে আপন মনে) রে বালকগণ ! তোমরা
প্রত্যক্ষ দেখ্চ শাখা হইতেও মূল বাহির হইয়া বৃক্ষাকারে ফুল ফল

প্রদান কচ্ছে, তবে আবার মূল ধরে থাকা কেন? ওরে! মূল যেমন মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত থাকে, সেইরূপ যারা কেবল প্রাচীন-বিশ্বাসমূলে আবদ্ধ তাদের নিজের গুণ জ্ঞান সব অপ্রকাশিতই থাকে, সূর্য্যমুখ দেখিতে পায় না। অতএব মিথ্যে মূল্যবোধে জীবন নষ্ট না করিয়া তোমরা এই জড়বাদিনী স্বভাবদেবীর শরণ লও, ভক্তির পক্ষাবলম্বনে অমূলক সংসার-বৈরাগ্যকে প্রশ্রয়দান দ্বারা পক্ষপাতী হইও না, অনর্থক অনর্থ করিও না। ইনি তোমাদের হৃৎথে কাতর, তাই আমি এই অমূল্য উপদেশমুক্তা ছড়াচ্ছি, দেখো যেন হৃদ্যবনে ছড়ান না হয়। রে প্রিয়তমগণ! ভক্তি বৈরাগ্যের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা একারণ সে পক্ষপাতিনী, কিন্তু স্বভাবদেবী সেরূপ নুন, ইনি সমভাবে সকলকে দেখেন, সকলকেই সমান আলোক প্রদান করেন, বাম্পালোক, বিদ্যালোক, জ্ঞানালোক বিজ্ঞানালোক সব! তোমরা এই মহাশয়! জড়বাদিনীদেবীর প্রসাদে সকলে অবিবাদে সমান আলোক পাও ইহাই আমার উপদেশ। কিন্তু সাবধান, হুঁচারণী দেশাচার, তাড়কা-রাফসীর শ্রায়, যেন তোমাদের মার্গরোধ করিতে না পারে! তারে সংহার করিলেই জনকের রূপায় জীবিকা-জানকী লাভ করিবে, অল্পাংশ অল্পাংশ আছেই। রে বালকগণ! জীর্ণ বিশ্বাসভঙ্গই ধনুঃভঙ্গ—ইহাই আমাদের পণ!!

বিদ্যাভিমান। (বালকদের মনাকর্ষণ উদ্দেশে পরিহাস ও পরিতাপছলে) হে ছাত্রগণ! একান্তবৃত্তি স্বর্গীয় পদার্থ, তোমাদের স্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়;—তোমরা পুরাতন পার্থিব পদার্থে অনুরক্ত এপ্রযুক্ত কোন অগূরু বস্তুর প্রতি নূতন ভাবনা করা কুসংস্কারটা তোমাদের স্বভাববিন্দু জাতিধর্ম; এজন্ত ভয় হয় পাছে এমত অমূল্য উপদেশ-রত্নকে ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া ফেল! কেন, না বহুজাতিত্ব প্রভীতি, বহুপত্নীতে আশঙ্কি ও বহুদেবতার প্রতি ভক্তিরূপ জলৌকা গুলিন যেন তোমাদের মর্ম্মাস্থি ভেদ করতঃ হৃদয়রুধির পান করিতেছে!।

ছাত্রগণ। (সলজ্জিত অধোবদনে) মহাশ্রীগণ! ধিক্ আমাদের, যে এমন নির্লজ্জ উলঙ্গবংশে, কদর্য্য দেশে, জন্মগ্রহণ করিয়াছি,—হায়! যথার্থ-সাহস, বিশুদ্ধ-মানস এদেশে নাই বল্লেই হয়! পোড়ে মারখাবে, একটা দোষ জন্তে সহস্র দোষ করবে, তবু উঠবে না, সাবধান হবে না,

শিখ্বে না ! তা যা হউক, আর যে মতে হউক, “আপনাদের পণ সাধনই আমাদের পণ হইল” । অদ্যাবধি এই মহামন্ত্র জপ হইল (বোলে) পরস্পর, কেমন ব্রাদার ! (প্রায় সকলেই) “তা বই কি ভাই, “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন” ! কোমর না বাধ্লে কাজ হয় না, তার সন্দেহ কি !—

(দ্বাদশবর্ষীয় একটা বালকছাত্র এক কোণে থেকে) পরিহাস ও হুঃখ প্রকাশিলে,—

তা বই কি, সর্ব্বনাশের সূত্রপাণ্ড আর করে কে ! হায় হায় হায়, জ্ঞানের কি এই গুণ, গুণে দোষারোপ কি জ্ঞানের কায ? জ্ঞান কি গৃহভেদ করে, গুরুদ্রোহ করে, “আপনি ধন্য” হতে চায় ?—জ্ঞান কি পরশ্রী কাতর ! কৈ এত দিন পাঠশালে ত এ রকম উপদেশ শুনিবে ? আহা ! যারা আপনার পিতৃ পিতামহের প্রতি বিরক্ত তারা আবার গুরু ভক্তির প্রতিজ্ঞা করিতেছে, আশ্চর্য্য, তবে ভাল না হউক মন্দটা আগে কোরবেন !

(ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্ কোরে চাটো বাজ্লে) ছাত্রগণ স্ব স্ব গৃহপানে দৌড়ুল । “ শুভদিন শুভদিন ” শব্দ ।

(নেপথ্যে “এ ছোকরা ত বড় জ্যাটা হে ? এরে নীছে নাবিয়ে দেও” শব্দ)

যবণিকা পতন ।

ইতি প্রণমাস্ক ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথমাভিনয় ।

পথমধ্যে । পথটী সুন্দর সুরকী কোটা, প্রশস্ত এবং দুই পার্শ্বে ছোট ছোট বট বকুল শিরীশ শিশু বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সুদৃশ্য, বর্ষাকাল । একে স্বর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মণ্ডল অন্তাচল গমনোন্মুখ সূর্য্যতেজে সুপ্রকাশিত হইয়া সুকোমল রালকগণের নিখিল মুখমণ্ডলকে রঞ্জীন করিয়াছিল, তদুপরে আবার রক্ত, পীত, হরিৎ, নীলবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আতপত্র মণ্ডলের নানা-রঙ্গের দ্বিগুণীকৃত ছায়া নিপতিত হইয়া যেন স্বচ্ছদর্পণ মধ্যগত প্রতিবিম্বের মত তাহাদের আন্তরিক নানাত্ব ভাব প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল !

রাম, রতন, কেশব, যাদব, মাধব ও মথুর যাচ্ছে ।

পূর্ব্বোক্ত চারিজন অগ্রে পশ্চাহুক্ত দুই জন পশ্চাতে ।

রাম । রাম লম্বা, দোহারা, উজ্জলবর্ণ, মস্ত মাথায় ছোট ছোট চুল ডাইনে ফেরান । বয়েস বিংশতী গোঁপের রেখা বেস কালো, দাড়ি রাখা তখন বড় একটা সভ্যতার মধ্যে ছিল না । গায়ে বেণিয়ান, এক খানি শান্তিপুরে উড়ুনী স্কন্ধের উপর দিয়া বক্ষের দুই পার্শ্বে পড়িয়াছে, হস্তে তিন ভাষার তিনখানি পুস্তক । বাহ্য নব্য সভ্য অন্তর জ্ঞানাভিমানের গাম্ভীৰ্য্য অনুকরণ তৎপর, কথাবাত্তায় প্রবীন রাজ মন্ত্রী চাতুর্য্য ভরা । নূতন বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ, পুরাতনের উপর নিদানপক্ষে নূতনবৎ কলি ফেরান অভ্যাস ! কেবল নরহত্যা ভয়ে প্রাচীনের প্রাণ টা তার হাতে বাঁচে মাত্র ! । (রতনকে) শুনলে রতন ! কেমন বাটালী কাটা কথা গুলি, সভ্যদের মুখি সবকষ না ? ।

রতন । রতন ত প্রকৃত রতন । বয়েস রামের সমান । একহারা মাজারী গোচ, গোঁবর্ণ বকীমনয়ন । চক্চকে চেহারা বিলাতী পোশাক । হাতে দুই ভাষার দুখানি পুস্তক, তার এক খানির সকল পাত এখন কাটা হয় নি, দ্বিতীয় খানি অত্যন্ত মলীন, যেন দিবারাত্র মধ্যে তার ব্যবহারের বিরাম নাই । বিদ্যাহুরাগটা সুন্দর অপেক্ষাও

অধিক, এত অধিক যে বজ্রতাদি শুভিতে ছয় মাসের পথ এক দিনে
 বাইতেও প্রস্তুত । সূক্ষ্মের হাতে শুকপক্ষী থাকত, রতনের শুকপক্ষী
 কর্ণগত, যা পড়েন তা কেবল আওড়ান অর্থবোধ করিতে পারেন না ।
 বিবাহ হয় নি ; করেন না, বলেন “দিশী কত্রে মনে ধরে না” ! ।
 (রামের প্রতি) তার সন্দেহ কি—এদের মুখের প্রত্যেক শব্দই
 খয়রাতী’ হাজার হউক তবু রামের বরপুত্র কেমন ?

সম । (হাস্ত, আমার নয়, আসল রামের !—উভয়ের হাস্ত ।

কেশবের কাহিনী সব ঠিক । কেশব রামের মত কপটতা রাখেনা, বেস
 সাহসী কিন্তু বাচাল । বাচালতার জন্তে পাঠশালায়ও বয়স্কগণ মধ্যে তার
 “বাত্যোবেশা” খেতাব । বয়েস যৌল, খাট কৃষ, উজ্জল-শ্রামবর্ণ । বেশ-
 বিজ্ঞানে বড় একটা বাড়াবাড়ি নেই তবে নব্য সভ্যের মত নীট ও ক্লীন ;
 নাকে চসমা দিতে ভারি অত্যাগ, বলে চসমায় “দৃষ্টি-সুক্ষ্ম” হয় । ভাবটা
 যেন একটা ভারি বড় জ্ঞানী, আর রামের উপর টেকা দিতে অত্যন্ত
 আগ্রহ । হাতে একখানি পুস্তক, মলীন বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট বাঁধা, সোনালী
 কাজকরা, এমন সুদৃশ্য যে, যে পড়িতে জানে না তারও দেখিতে ইচ্ছা হয় ;—
 ফলে সে খানিকে কেশবের বিদ্যা-বুদ্ধির আদর্শ ও জ্ঞানাভিমানের কোষ
 বলিতে দোষ নাই ! ।

যদিব কেশবের অহরূপ, কোন প্রভেদ নাই, কেবল একজন ব্রাহ্মণ
 একজন কায়স্থ ।

মাধব কিছু বয়স্ক, প্রায় পঁচাত্তর । দেশী গৃহস্থ গোচের মত বড় শাত পাঁচ
 বোধ নাই । পাঠশালে পূর্বে পড়িতেন এখন পড়েন না কেবল
 বিদ্যার চর্চা করেন । তাঁর কনেষ্ঠ মথুর পড়ে, কি রূপ পড়ে, কোন কুসঙ্গে
 বা খানায় ডোরায় না পড়ে তাই দেখিবার জন্তে মধ্যে মধ্যে পাঠশালায়
 যান । হিন্দু, তবে (তাঁর পিতার মত) তত গোঁড়া হিন্দু নন, “রীজনিং”
 মানেন । নব্য সভ্য দলের সঙ্গে গলায় গলায় না থাকুক ভাব আছে,
 রাখে বিবাদ নাই ; কার দোষ শুনে তত লক্ষ্য রাখেন না । মথুর বিদ্বান
 হয়, নশ টাকা আনে আর স্বদেশের ও স্বকুলের নাম রাখে এটাই মাধবের
 একান্ত বাসনা আর কিছু নয় ।

মথুর তার বুদ্ধ বাপের ধাত পেয়েছে । মাধবের মত ধৈর্য্যধোরা নয় ।
 রমেশ ছাদশে প্রবর্ত, বলীষ্ঠ চতুর ও চটপটে । অরগশক্তি অসামান্য, যা পড়ে,

শোনে দেখে' সব অবিকল মনে রাখে । যে যে ভাবে যে ভাবের কথা কয়
সব বুজতে পারে ; যা বুজতে পারেনা, প্রশংসা এই—তা ঠিক ঠিক মনে রাখে
আর সর্বদা তাই রইতে থাকে, ছাড়ে না ; বুঝে তবে ছাড়ে । পুণঃ পুণঃ
জিজ্ঞাসা দোষে মথুর “জ্যাঠা-ছেলে” বোলে নামজানা ; এই জন্তে পাঠ-
শালে প্রায় সকলের নীচে পোড়ে থাকে ! ।

মাধবের সঙ্গে পাঠশালার পরীক্ষার কথা বলতে বলতে যাচ্ছে ।—
মথুর । (“পণ সাধনি আমাদের পণ” আওড়াতে আওড়াতে) দাদা রামের
কথা শুনেছ ?— পণ সাধনি আমাদের পণ ।—

মাধব । (হাস্য করত) সে কি মথুর ! আজও আবার কি আওড়াচ্ছিস ?
কেন রাম আজ এ কথা বোলেছে নাকি ?—

মথুর । ই্যা দাদা ! “পণ সাধনি আমাদের পণ” ;— মুখে এক পেটে আর ।

মুখে এমন, যেন সত্য সত্যই শিক্ষককে গুরুর পদ প্রদানে অকাতর ! ।

মাধব । (সবিস্ময়ে, কিছু বুজতে না পেরে) কি রে মথুর আজও কি বক্চিস ?—

মথুর । বড় বক্চিনে দাদা ! হক্ কথা কচ্চি । রাম যে বলে “পণ সাধনি
আমাদের পণ”— সেটা মুখস্থ, মনস্থ নয় ।

মাধব । কেন ? মনের সহিত সাধন করলেই সব সিদ্ধি হয় ?—

মথুর । তা হয়, করে তবে ত ?—

মাধব । করবেনা তা তুই কেমনে জান্চি ?—

মথুর । হুঁঃ—দাদা আমার সেকেলের মত সাদা লোক, মার পাঁচি কিছু
বুজতে পারেন না, (বোলে) ও যে শিক্ষককে গুরু মহাশয় বোজ্জলি,
সেটা কি ওর মনের কথা ? কখনই নয় ; কারণ শিক্ষককে “গুরু-
মহাশয়” বলা এটা প্রাচীন রীতি । যে প্রাচীনের নামে নাক
শিটিকোর, সে কথা ব্যবহার কোরে সে অবজ্ঞাই কর্তে পারে সম্মান
কর্তে পারে না । অতএব মনের কথা আর কিছু !—

মাধব । (মথুরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা কোরে) তা বটে, যে যা ভাল বাসে না
সে অত্কেও তা দেয় না— কিন্তু এরে সংস্কার বলা যায়, এ মন্দ
স্বভাব নয় ?

মথুর । আমি ভাল মন্দ বিচার এখন কচ্চিনে, আমি বল্চি এটা প্রকৃত
কথা নয় । শিক্ষককে গুরু মহাশয় বোলে গুরুর পদটা কে এক
প্রকার নতন করিয়া লওয়াতে শিক্ষকের সম্মান কে সম্মান রহিল

অথচ পরে সময় বুঝে পণ সাধাও হইতে পারিবে এমন পথও রহিল ?

এটা কি চতুরতা নয় ?—

মাধব । রাম বড় বুদ্ধিমান কেমন, কেমন মথুর ?—

মথুর । হ্যা দাদা ! যদি অতিবুদ্ধি না হয় ? (বোলে হাস্য) ।

মাধব । অতিবুদ্ধি কেমন, মথুর ?

মথুর । (দ্রাস পরিহাস ভয় তিন ভাব প্রকাশ কোরে) রাম রাবণ হোয়ে

সামঞ্জস্য সীতা হরণ করবে তাই বিভীষণ হোয়েগৃহ ভেদ না করে !! ।

গুরু নামে শিষ্য সংগ্রহ কর্তে কর্তে স্বয়ং গুরু হোয়ে না বসে i ।

তাতে অবশেষে অনিষ্ট হলেও হতে পারে ! কারণ শিষ্য গণ দৌটানায় পোড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় শেষে ধোপার কুকুর (না ঘরের না ঘাটের) হয়ে না পড়ে ! ।

মাধব । সে আশঙ্কা মাত্র,—

মথুর । না দাদা, বড় আশঙ্কা নয়, প্রকৃত ভয়ের স্থান । “সেন্সকৃত পুরুষো-
ধস্তা” পাঠ পোড়ে তাই হতে চেষ্টাকরে । অনেক ছেলে তার মতে
মত দিয়ে দল বাদ্ধে, সুতরাং পাঠশাল খালি হলে গুরুমহাশয়
হাবা গঙ্গারাম হবেন, হবেন না কি ?

মাধব । না না ; রাম রাবণ হবে, রাবণ হোয়ে আবার বিভীষণ হবে
অসম্ভব ! । সকলেই রামের মতে মত দেবে তার মানে কি ?—

সকলের মন কি রামের এক চেষ্টে ? । আর, তার মতের মধ্যে নূতন

কিছু দেখছি নে,—কায়ে যা করুক, মুখে এখন সব বেস
মানে ?—মাকে ত মা বলে ?—

মথুর । তা মানে, কিন্তু “বোপ বুঝে কোপ মারবে” । “তাদের পণে
আপনার পণ” সাধিবে ? ।—রাম বলে,—দাদা ! রাম বলে আমি
এমন একটা সহজ পথ দেখাব, যে বুদ্ধ অবাক ও গুরু মহাশয়রা
তাক হোয়ে থাকবেন,—তাদের নামও আর কেউ করবে না । ।—

মাধব । সে কি রে মথুর—রামের কি স্বতন্ত্র পথ, কেন, সে ত ঐ আগে
আগে যাচে ?

মথুর । এপথ নয় দাদা ! মত চালাবার পথ !—

মাধব । তা সে পথ, আমাদের যা আছে, যা চিরকাল ছিল, তাই থাকবে,
তাতে আবার নূতন কি ?—

মথুর । হা অদৃষ্ট ! তুমি এখনো আসল কথা বোঝনি দাদা ?—রাম এ পুরাতন পথ উল্টে দিতেই ত গুরু মহাশয়ের সঙ্গে পণ করেছে । গুরু মহাশয়রা আমাদের যে দ্বিজ শূদ্রের ও স্ত্রী পুরুষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ ঘাট আছে তা উল্টাবার জন্তে একদল সুশিক্ষিত মাইনর * তয়ের কচেন । এখন রাম কি করেন তা দেখুন !—

মাধব । কেন ও কি পড়েনি—

“ Though wrong the mode, comply :
more sense is shown
In wearing others' follies
than your own.”

মথুর । পল্লই কি মন্স বোঝা যায় দাদা ?—কেশব ও ত চের পোড়েচে ! ।

মাধব । (সিউরে) তবে ছুট গরুর ভিন্ন গোষ্ঠ—মথুর ! তা এমন পথ কখনই সাধারণ গম্য হবার নয় । তেমন অনেক পথ পোড়ে আছে ।

মথুর । একটা ভেদ ও গৃহবিচ্ছেদ ত হবে, ঐক্যতা হবে না ত । এমনি অনেক সন্নিসীতে ক্রমে গাজন নষ্ট হবে । রামের সঙ্গে লক্ষ্মণ জুটবেন, কানাই আবার তাঁরে উল্টে বলাই কে খাড়া করবেন, একপে বিদ্যা ও জ্ঞান যত লাভ হবে তা কি এখনও তুমি বোঝনি দাদা ?

মাধব । ই্যা মথুর, আমি বুঝেছি যে রকমটা ভাল নয় । ছেলেদের মন এখন অশুদ্ধিকে ফেরবার জন্তে প্রস্তুত হোয়ে রয়েছে, এ সময় যে যদিকে চাহিবে কিছু লোভ দেখাইয়া সে সেই দিকেই গুহিতে পারিবে । কেমন মথুর !—

মথুর । ই্যাঃ দাদা এখন তুমি বুঝেছ । এখন আমরা জেলে ও মাছরাঙ্গা পক্ষী উভয়ের মধ্যবর্তী মীনের স্থায়ী আছি ! আমাদের পৈতৃক বিশ্বাস কে ছেদন করাইও দেয় পণ ! এখন ওরা যা কিছু করবে যা কিছু বলবে সব “চার” আর “টোপ” বুঝতে হবে !—

মাধবের মহাভয়, থর থর কম্প । ভাই, দাই—দা—চল ঘরে চল—

আ—আর তোরে রে একলা আস্তে দেব না—(বোলে দ্রুতগমন)—

মথুর । কেন দাদা এত ভয় কি ?—

মাধব । ভাই যে ছেলে ধরার কথা শুনালি, তা ভাই তুই আর এখন
ওমন একলা পাঠশালাে আসিস্নি ।—

উভয়ের প্রস্থান ।

যবনিকা পতন ।

দ্বিতীয়াভিনয় ।

উপবন ।

বুদ্ধদম্পতি কুশাসনে উপবিষ্ট । আহতের মত কাতর বিবর্ণ ও মুদিত
নেত্রে চিন্তাশীল । যেন কোন দৈব হর্ষিপাক ভয়ে ভীত এবং প্রিয় বিয়ো-
গাশঙ্কায় শঙ্কিত । বৃদ্ধা পুনঃ পুনঃ চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে
যেন আশ্রয়ক্ষার স্থানান্বেষণ করিতেছেন, আবার বুদ্ধের মুখাবলোকনে
সুস্থির হইতেছেন ।

হই জন পুরুষের প্রবেশ ।

একজন । রাম ! দেখো যেন লোক হাসায়ো না ।

দ্বিতীয় । পাগল হয়েছেন মশয় !—আমার কেবল দশটা মাথা নাই বটে,
অন্ত বিষয়ে বাইশ হাত, হুটা অধিকই রাখি । হু—এ বা কোন
কাজ । অবলা ভুলাতে কতক্ষণ লাগে, তাতে আবার সেই এলো
থেলো মাগী, দেখেচেন ত, চক্ষের সঙ্গে কর চরণের ঐক্য তা নাই ।—

প্রথম । (হেসে) হ্যা—তবে আমি অগ্রগামী হই ?

দ্বিতীয় । হ্যা ! প্রভুকে স্মরণ কোরে আর আমার পরামর্শ মনে রেখে
সোণার কুরঙ্গের মত রঙ্গ দেখান্ গে । আমিও সেই সুযোগে
মাগীকে দেশের বাহির কোরে আসি ! এফ্লা না হলে বুড়ো
কাবু হবে না । ভালো ভালো—(বলে উভয়ের প্রস্থান)

পূর্বদ্বারে নটের প্রবেশ ।

নট । (কাঁদে ঢোল লাগ্ লাগ্ লাগ্ বাজাতে বাজাতে)—

কিসের কৰ্ম্ম কিসের ফল, জ্বলের বিষ মিশায় জল ।

যত জাতি জীব অজীব সবে, জীবন অন্তে জীবনে রবে ।

মিলন বিচ্ছেদে কিসের ভেদ, মতে মতে কোথা মতের ছেদ ।

ছোট বড় ভেদ নাহিক যথা, সকল মুখেতে একই কথা ।

হাসিলে সকলে সকলে হাসে, সকলে সকল ভালই বাসে ।

মা বাপের স্ত্রুত সবাই সমান, সমান সমান মান অপমান ।

নাহিক পূজন কারু আবাহন, নাহিক আবার তার বিসর্জন ।

সোণার কুরঙ্গ নাচিছে যথা, মড়ার বদনে ফুটিছে কথা ।

চল এস আমি নে যাই তথা, অমৃত প্রবাহ বহিছে যথা !

মাথা নাই যথা মাথার ভার, নাই গ্রাম নাই সীমানা তার ।

বেদান্ত বিদিত অথও মওলে, নে জাব নে জাব ভুজের বলে !

লাগ্ লাগ্ গুণ আগুণে লাগ্, জাগন্ত যুমো যুমন্ত জাগ্ !

নীচেয় মাথাটী উপরে গা, নবীন ভেল্কা লাগিয়ে যা !

বৃদ্ধ । (মুদ্রিত নয়নে চিন্তিত ছিলেন,—তদবস্থায় ছদ্মবেশী নটের বৈদাস্তিক

সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণে যেন বাহু যন্ত্রণা বিস্থত প্রায় সমাধিস্থ হইলেন)—

বৃদ্ধা । স্বামীকে ভক্তির পক্ষপাতী অবগত হইয়া আপনার আসন চলায়মান

বোধ করিতে লাগিলেন । এই অবসরে পুনর্বার—

নট ।

ছাড়িয়ে ভক্তি ধররে স্নেহ,

পশ্চিম আকাশে যাহার গেহ ।

নিমেষে সে বাড়ী বাড়িছে ভান্ধি,

প্রসবি করি গো অশ্বের সারি ।

গিরি নদ নদী সুরায় ধরা,

কত রবি শশি করের ধরা ।

নব রস নব নবীন ভোগ,

নিয়ত সুষ্ঠোগে নাহিক রোগ ।

কেন রে এমন স্বেযোগ ছাড়ি,

ভিখারীর বেশে ফেরো এ বাড়ী ।

বৃদ্ধা । (নটের তৎকালিক উক্তি শ্রবণে তাহাকে স্বীয় সাপক্ষ বোধে

তাহার গুঢ়ার্থ নিশ্চয় করিতে করিতে)—এ নিতান্ত বিকার্য্যাবস্থা, নচেৎ এমন মতি কেন হইবে। নটের মুখে বেদান্ত বাদ শ্রবণে স্বামী মুগ্ধ হইলেন। আত্মভক্তিপর হইয়া আমাকে ভুলিলেন, স্নেহের সহিত সধক রাখিলেন না, উপস্থিত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুপস্থিতির কল্পনা করিলেন, তবে আর কিনে সংসার—সুখ থাকে, কখনই থাকিবার নয়, প্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ! শম দম উপরতি তিতিক্ষা সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন অধিকারী বেদান্ত সম্মত ব্রহ্মজ্ঞান ধারণের যোগ্য, তাহা কি নটের ব্যবসা? একথা একেবারে বিস্মৃত হলেন! আর তবে ভদ্রতা নাই, শীঘ্রই বিলাট উপস্থিত হইবে নিশ্চয়। এখন কর্তব্য কি! (বলিয়া চিন্তামগ্ন)—এমন সময়,—

পশ্চিমদ্বারে ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিক্ষু।

নট বেটা ঠকয়ে খায় ভিক্ষের মন্স বুঝবে কি,
বেদ বেদান্তের কথা কয়ে নাচয়ে বেড়ায় ঘরের ঝি!।
বেদের মুখে বেদের কথা কালের কথা বলব কি,
মানুষ নেইতা কই বা কারে আংলে নিত ভাঁড়ের ঘি।

আহা! ধার্মিক গৃহস্থ গৃহের ভিক্ষা যদি আবার পতিব্রতার করে লাভ হয়, তদপেক্ষা অমৃত আর কি আছে!। ত্রিভুবনের একাধিপত্য কি তত্ত্বল্য হতে পারে? বোলে—(মা ভিক্ষাদেও!—শব্দ)

পূর্ব্বদ্বারে নটের তামাসায় সকলে মুগ্ধ। (পশ্চিমদ্বারে

ভিক্ষু বৈমুখ হয় ভয়ে কি করেন, স্বরণ ভিক্ষা করে

ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া)

বৃদ্ধা। বাবাজি! ভিক্ষে নেও (বোলে হস্ত প্রসারণ)—

ভিক্ষু। (ঝুলি বিস্তার পূর্ব্বক) এস মা (বোলে একটানে একেবারে বৃদ্ধাকে স্বন্ধে ফেলে দ্রুত বেগে পলায়ন)—

বৃদ্ধা। বাবাজী কোথা নিয়ে যাও!

ভিক্ষু। ভয় নেই মা, তোমায় গঙ্গাদেব!।

বৃদ্ধা। আমায় কি বিসর্জন দিতে নে চলে?—

ভিক্ষু। এখানে এখন জ্ঞানের রাজ্য ভক্তির কর্তৃত্ব, তোমার থেকে প্রয়োজন?

বৃদ্ধা। (পূর্ব্বদৃষ্ট অমঙ্গলচিহ্ন স্মরণ করতঃ পতিবিচ্ছেদে অধীর হইয়া)

আমায় একলা নে যাবে?—

ভিক্ষুক। তা বৈকি, নচেৎ ভুগবে কে?—“চক্ষু থাকতে অন্ধের চক্ষুদান দিতে হবে কি না?—

বৃদ্ধা। তুমি কি চাও, বাবা?—আমায় কি জ্ঞাত গঙ্গাদিতে চাও?

ভিক্ষুক। আমি নৈহকে,—সংসার স্রুথকে চাই। আর কি? মলে গঙ্গা দেওয়া আবার কি। মরা গরুতে কি ঘাস খায়?—

বৃদ্ধা। ও বাবা, তখন কি মৌখিক বৈরাগ্য প্রকাশ কচ্ছিলে?—

ভিক্ষুক। স্বকারণ উদ্ধারের আর উপায় কি?—

বৃদ্ধা। তবে এ এক নতুন উপায়?—

ভিক্ষুক। এখন সকলি নতুন!।

বৃদ্ধা। তবে আমায় পরিত্যাগ কর (বোলে জাহি জাহি চীৎকার) —
উপবন তখন নটের নূতন ঢোলের শব্দে পরিপূর্ণ, কে সে কোকি-
লালাপ সদৃশ কামিনী কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।।—

ভিঃ। কণ্টকি! মনে করেছ বুড়োর সঙ্গে পুড়ে মরবে, আমি থাকতে তা
আর হবে না। এই যাও—(মুগ্ধ) শব্দঃ—

নটের ঢোল ধামলো, সব নিস্তর।

(গঙ্গায় জোয়ার,—বৃদ্ধা ভাসতে ভাসতে স্বগত)

ভালো ভিক্ষে দিতে গিয়েছিলেম, কলীর গায়ে মইল না!। তা এ
বুড়ো হাড়, কত জোয়ার ভাঁটা দেখেছে; গঙ্গাসাগরে ডোবেনি এত ভাগী-
রথি!। (দেখতে দেখতে) —

ত্রিবেণীর ঘাট।

বৃদ্ধা। (জনেক স্ত্রীলোকের কর ধারণ পূর্বক) তুমি কে মা—

উত্তর। মা আমার নাম স্মৃতি!।

বৃ। (হর্ষে) আহা স্মৃতি না হলে এ সময় আর সহায় কে হয়! (মুখ
দেখে) চক্ষু ছল্ ছল্ কেন মা?

স্মৃতি। আর মা; এ হতভাগিনীর হৃৎথের কথা শুনো না; দেখ্‌চি মস্তে
মস্তে বেঁচে চ!।

বৃ। ও মেয়ে! আমার ভাবনা ভাবিস নে, আমি তোর হৃৎথে যেন আরো
কাতর হচ্ছি!।

সু। মা আমি পতি সঙ্গেও বিধবা !। শুনচি তীর্থ স্থানে আছেন তাই তীর্থে তীর্থে ভ্রম করে বেড়াচ্ছি ।

বু। হা! সর্ব্বমেশ এক বজ্রাকসেছেতে দিলে গা, মা ঝোলেও উপরোধ কসে না !

সু। (দেখে) ও মা তাই ত, এই মে-ও আমি অর্ধেক দিচ্ছি পরো ? বোধে (বজ্র দান)

বু। (নীর হতে তীরে উঠে বজ্র পত্তে পড়ে তা দেশে কি নেই গা ?

সু। থাকলে আর এমন দশা মা !। দেখলেম অনেক সর্ব্বমেশে সমর পেয়ে নকল সেজে বসেচে, আসলের নামও শুনলেম না ।

বুঝা। আমি জানি, মা আমি তোমার প্রিয়তমেরে জানি । তেমন ছেলে কি আর হবে !। আহা বাছার মুখে যেন কুল ঝরত, সাগরোপদ্বীপে অনেক দিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন । হা (রোদন)— আমার কর্তা তারে প্রাণাপেক্ষ্য ভালো বাসতেন !—

সুমতি । (স্বগত) এঁরও কর্তা আছেন তবে । (প্রকাশ্যে) অশ্চর্য্য ঘটনা আজ, আজ পঞ্চাশ বৎসরে যার নাম গন্ধ পেলেম না, হটাৎ এক ছন্দ অপরিচিত আগন্তকের মুখে সে স্মরণবাণ পেলেম !। অহো ভাগ্য ! বিধাত ! তুমি সকলি কর্তে পার । অভাগিণীর কপালে তবে এখন সুখ-সৌভাগ্য বাকি আছে । মা ! তুমি কি তাঁরে জান ? তোমাদের সঙ্গে ছিলেন, তবে এখন কোথায় মা ? মা তুমি আমার ধর্ম্ম-মা, আমি তোমার হতভাগা মেয়ে, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস ছি আমার সব বল ?

বুঝা । বাহা সুমতি ! (অশ্রুপাত কর্তে কর্তে) সে সব বিরাটপর্কের কথা মনে কসে গদাপর্ক মনে পড়ে । ভূর্যোধানের মত হর্ষবিবাদে বন্ধ বিদীর্ঘহয় !। তবে এক ভরসা এই বিচ্ছেদ দশার কখন যদি অবশান হয়, আবার শাস্তাৎ হবে । ভগবানের প্রসাদে আমরা যেন অমরকুলের কুলান্দনা, আমাদের সকলেই চিরজীবী ! তাত জানিস ?

সুমতি । (পাকুল নিয়ে) মা সব তুমিই বল, আমি শুনে স্তব্ধ হই, আমি মর্ন্তবেদনায় যেন মতিচ্ছত্তের মত হয়েছি !।

বুঝা । ও মা এমন দশা কার না হয়েছে !। দীর্ঘজীবী হলেই সব ভ্রুণ্ডে

হয়। দেখ রাজা নলের হৃৎসময়ে পতিব্রতা। দময়ন্তী কি স্থখে ছিল ?
 শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে জানকীর হ্রবহা লয়েও শতকাণ্ড রামায়ণ
 হয়েছে। তার পর অমোহনিস্তব্ধা, অপরূপতনয়া, মহারাজরানী, তাঁর
 কি না বনবাস, অজ্ঞাত বাস, হরণ, কীচকের করে অপমান, ছদ্মবেশে
 সেবারুতি অবলম্বন প্রভৃতি নানান হ্রবহায় মহাভারত পরিপূর্ণ !
 তাঁদেরও আবার দিন ফিরেছিল আমাদেরও ফিরবে মা, কৈন না !
 আমাদের এই কাহিনীও আবার কালে মহাভারত রামায়ণ হবে।
 মা, পতির প্রতি মতি রেখে জানকীর মত, দ্রৌপদীর মত পরাধীনা-
 বস্থাতেও স্বধর্ম রক্ষা কর, ভয় কি ?।

স্মৃতি । (বৃদ্ধার মুখে পতিবার্তা শ্রবণ করিয়াও তৃপ্ত না হয়ে) মা !
 তুমি যাবলে, সব সত্যই হবে, কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ লোকবিড়ম্বনায়
 পোড়ে সন্ধিক্ষিত হয়েছি, বলি কি জানি তুমি যার কথা বলে সে
 যদি আর কেউ হয় ! তাই বলি মা ! আমার মনঃপুতের জন্মে আরো
 কিছু বল ?

বৃদ্ধা । স্মৃতি ! আমি মিথ্যে বলছি নি, স্মৃতির পতি সে না হোলে আর
 কে হবে ! ওগো তুই যেমন ধর্ম মা বলি, এমনি সেও বোলত।
 (রোদন) সেও মা মা কোরে গ্রাণ জুড়াত !।

স্মৃতি । (তথাপি তৃপ্ত না হয়ে, কোন্ বাহানার নাম জিজ্ঞেস করি ভাবতে
 ভাবতে) মা ! অনেক দিন সে নামটা শুনি নাই, যদি মা হ'স তবে
 একবার তাঁর সেই নামটা নিয়ে আমার জীবনদান কর !।

বৃদ্ধা । (স্মৃতির ভাব বুকে) কহে ! তবে আমিও তোরা পরীক্ষা লই, তুই
 যদি যথার্থ তাঁর পত্নী হ'স তবে ভাবে বুঝতে পারবি। তবে শোন ?

পানীর স্রুৎ-শত্রু ইহ পরলোকে

সতের সদাই মিজ রোগ মোহ শোকে।

সংসার দীর্ঘ রোগের যেই মহৌষধি,

পণ্ডিত-মণ্ডলী যার ভেদে নিরবধি।

শত্রু মিত্রে লমভাবে যে জন দেখিবে,

সেই সে স্মৃতি-পতি আর কে হইবে ?।

স্মৃতি । (বৃদ্ধার চরণে পতিত হয়ে) মা তুমি জান সেই বটে, তবু একবার

প্রকাশ কোরে বল আমি ভুগ্ন হই। মা, এ দেশে সে নাম আর কেউ মুখে নেন না।।

বৃদ্ধা। স্মৃতি! বাছা! সুবিচার আমার সর্বগুণধাম, সে পাণীর শত্রু ও मित्र হই। ইহকালে সুবিচারে পাণীর দণ্ড দেয় এ কারণ শত্রুত্ব বোধ হয় কিন্তু সে তার পরকালের मित्र। আর সতের, কি না সজ্জনের সঙ্গী मित्र, কেননা সজ্জন রোগ শোকে পুড়ে সেই সুবিচার প্রভাবেই ধৈর্য্যাবলম্বন করেন। রে স্মৃতি! এই জন্ম মরণরূপ সংসার রোগের “সুবিচার” ভিন্ন মহৌষধি আর নাই, জ্ঞায়াদি শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত-গণের আরাধ্যদেবতা সেই তোমার প্রিয়বর সুবিচার ব্যতীত আর কে আছে? অতএব হে কন্তে! শত্রু मित्र উভয়ের প্রিয়পাত্র যে “সুবিচার” সে ভিন্ন স্মৃতির পতি আর অস্তে কে হবে?

স্মৃতি। (বৃদ্ধার গলাধোরে অশ্রুপাত করিতে করিতে) মা, তুই বলি সাগরোপরীপে আর্য্যপুত্র তোদের কাছে ছিলেন, তাই ভালো করে আবার বল, যে আমি শাস্ত্র হই। তোরা কে, কেন সাগর মাঝে; আমার তিনিই বা কেমন কোরে নৌকা হতে পরিজ্ঞাপণেয়ে তোদের নিকট গেলেন, কি কর্জেন, এখনই বা কোথা? বৃদ্ধা। ও মা স্মৃতি! তুই যা জিজ্ঞেস করি তাত এক দিনে শেষ হবে না মা। সে যে অনেক কথা গো,—তা এখান থেকে যাত্রা কর, পথে সব বলব ও শুনব। তবে তোর মনজ্ঞীর মিমিত্ত কিছু বলি বুজে নে। (বোলে অঞ্চল দে স্মৃতির মুখ মুছিয়ে)

পুষ্পজের প্রেরণায় চর্ম্মজের পিতা, *
নির্ম্মাহীন যারে জন্ম-পাপদ তলার,
আদ্যরস-সিক্ত নীরে সদা সুবেষ্টিতা,
নবখণ্ড মধ্যে যেই উত্তমা বলায়।
ঈশ্বর-খণ্ডরালয় চুম্বিয়া যে খণ্ড,
সাগরারি শিষ্য পদে মিলিতা হইল,

* পুষ্পজ বৃদ্ধা। চর্ম্মজ মনুষ্য। তার পিতা, মনু।

তদ্ব্যপ্যে নৃপেন্দ্রবৃন্দ পূজিত প্রচণ্ড,
 মহিমায় সব খণ্ডে পরাস্ত করিল ।
 সেই তুল্য রহিত সুপুরুষ রতন,
 যার পুণ্য নাম শুনে তোমরা সকলে,
 পরিচিত ছিলে, সৎপুত্রের মতন,†
 অদ্যাপিও আছ সীর্ষাশ্রল, ভূমণ্ডলে ! ।
 আহা ! যাঁর সিংহদ্বারে বিজয়-কেশরী,
 ইক্ষাকু যজ্ঞাতি রঘু মাক্ষাতা নহব,
 শরীর-রক্ষক পুথু শ্রীকাম শ্রীহরি !
 বাহাদুরের নাম অজ্ঞে ভেদিত কলুব !
 বশিষ্ঠ বাম্পীক ব্যাস কবি কালিদাস,
 পুরকার্য্য বন্দিকার্য্যে যাঁহারা প্রধান,
 কুলকার্য্যে কুলীন “ন-কুলের উল্লাস”,
 পালনে “মানব-ধর্ম্ম” বিদিত বিধান ।
 সেই জ্যেষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ আর্ষ্যের সমাজ,
 কত সভাসদ সহ আশ্রয় পরিজন,
 যুগান্তেও শুদ্ধ-যশে পূর্ণ-দ্বিজরাজ,
 অগণ্য গগণতারা কে করে গণন ! ।
 সেই নরহরির এ প্রধানা মহিষী,
 যে, স্মৃতি ! অনাধিনী পথের ভিকারী,
 (অশ্রমোচন) গৃহদগ্ধা-গাভি এবে মৃত্যু অভিলাষী,
 “রাক্ষাসেশ সম” স্বীয় বৎসগণে হেরি ! ।
 সুবিচার ধর্ম্মপুত্র শান্তি নিকটতলে,
 প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রজাপালনে যেমন,
 হাসি পায় কান্না আসে কালের ঘটনে,
 পুত্র-বধু ! তুমি কত্না হইলে এখন ! ।

স্মৃতি । (চমৎকৃত)। মা তুমিই কি আমাদের গৈতুক জননী, আর কি কর্তার
 কত্রী ছিল না ক কেহ ?

বৃদ্ধা । (স্মৃতির অভিপ্রায় বুঝে) ছিল গো ধর্ম্মের মেয়ে বিচার-রমণী !

অনেক সপত্নী সঙ্গে ছিল এই দেহ ! ।———

স্মৃতি । তারা কে কে মা ?

বৃদ্ধা । মুখরা প্রথরা উগ্রা কলহকারিণী,
প্রচণ্ডা চামুণ্ডা চণ্ডী নিদ্রা-নিবারিণী ।
কেহ বা সুলীলা লীলাশাস্ত্রা প্রণয়িনী,
কেহ বা কপটী চূর্ণ-রচিত নবনী ।
বিনীতা-বনিতা কেহ অন্তঃশিলা খল,
কেহ স্থিরা ধীরা কেহ প্রবলা প্রবল ।
তাদের অপত্য নাতি প্রনাতি দৌহিত্র,
কন্যা-বধু ! বহু গোষ্ঠী পবিজ্ঞাপবিজ্ঞ ।
এ সকল লয়ে আমি করেছি মা ঘর,
নিজে বক্ষ্যা, কিন্তু মম নহে কেহ পর ! ।
চিরকেলে দাসী তাঁর সবার কনিষ্ঠা,
সকলে সমানভাব সকলে সন্তুষ্টা ।
তাই কর্তা বহুদিনে প্রসন্ন হইয়ে,
করিলেন বিয়ে সেধে আপনি আসিয়ে ।
রাখিয়ে হৃদয়ে পরে সরোজের মত,
সঁপিয়ে প্রধানাপদ জনমের মত ।
সামঞ্জস্য গুণে কর্তা স্বয়ং পদানত,
কায়েই সপত্নী দল ছিল হস্তগত ।
আমার নিয়মে সতে উঠিত বসিত,
আমার মুখেই বোল সবাই বলিত ।

আর সে কথার এবে নাই প্রয়োজন,

স্মৃতি গো “গুণবাত্রা,” কর আয়োজন ! ।

(বোলে দীর্ঘশ্বাস)

স্মৃতি । (তখন স্মরণ করত) হা অদৃষ্ট ! মা তুমি কি সেই সামঞ্জস্য দেবি,
মহারাজ আর্য্যেখরের প্রিয়তমা ? ও তোমার এ দ্রবস্থা ! (বোলে
রোদন) ।

বৃদ্ধা । (সাবধানে) ও গো চূপ কর চূপ কর, এ অজ্ঞাতবাস, পেচনে—
—স্বত-শত্রু, গন্ধ পেলে এখনি উদ্ভ্রান্ত হবে। তারা জানে মরেচি !—

স্বমতি । (সতর্ক হয়ে) এখন সব কোথা মা ? তোমার সেই সোণার
সংসার কারে দে এলে ?

বৃদ্ধা । মা, সংসার জোয়ারের জল, ভাঁটা পেলে চলে যায়, কোথায় যায়
কে জানে, যে জানে সে বলে সেই সাগরেই যায় !। এতে কার
দোষ দেব মা ! সব অদৃষ্টের দোষ !। কালে গাছের চেয়ে ফল ভারি
আবার ফলের চেয়ে বিচিবিড় হোয়েচে, আর আমার আদর কেকরে !।
ঘরের ছেলে পরমজ্ঞা-প্রয়োগ দ্বারা বৃদ্ধকে আমার প্রতি অনাশ্রু
কোরেছে, বৃদ্ধের মন আনমনা দেখে স্নেহ ভক্তি পক্ষীরে প্রবল
হয়ে আপন আপন দিকে টানতেছে, তাঁরে ফাঁদে ফেলে কাবু
কোরে বাবু সাজিয়ে এখন উভয়-সঙ্কটে রেখেছে, দেখছে কোন পক্ষে
পড়েন !। তিনি কখন স্নেহের প্রতি কখন ভক্তির প্রতি অহুরক্ত
হচ্চেন, না কোন পক্ষকে পরিত্যাগ করতে পারেন, না উভয় পক্ষকে
পুনর্বার একত্র কোরে সুখী হতে পাচ্ছেন ! কেবল টলছেন !।

স্বমতি । মা, তোমার অনাদরই এই অনর্থের মূল তা কি জান্তে পাচ্ছেন
না ?

বৃদ্ধা । তা জান্লে আর এমন হবে কেন ?। দৈবজ্ঞ বোলেচেন হুট নজর,
আমি বলি প্রয়োগ !। মা, আমার অনাদরে এই রকম বরাবর হয়ে
থাকে। শান্তিরক্ষক প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ সুবিচারের সহিত
পন্ন হস্তে পড়িয়াছেন, কেহ স্বভাবে আছেন, কেহ, ছাড়েন ছাড়েন
কেহ বা ছাড়িয়াছেন। যা জান্তেম বল্লম মা, এদিন আরো কত
কি হয়ে থাকবে। চুলোয় যাক, চল, আর এখানে বিলম্ব ভাল নয়।
এ যুক্তবেণী এখানে সংযোগের আশা ত্রাণ, এঁরে প্রণাম কোরে
এখন সেই যুক্তবেণীতে গিয়ে সংযুক্ত হই, সেখানে গুণকাম্য-
কূপ আছে, কোন উপায় হবেই। হ্যাঃ ভাল কথা মনে, তোর সেই
যমজ ছেলে হুট কোথা গা ?

স্বমতি । (কান্তে কান্তে) মা পিতৃ অভ্যাসনে অমুদ্রেশ, বেঁচে আছে কি না
তাও শুন্তে পাইনে !।

বুঝা । ও মা করিস কি, কাদিসনে, বাছাঘের অকলোন হবে, তারা বেঁচে আছে । সন্ন এক স্থানেই আছে । তবে সকলেই ছদ্মবেশে, কেহ কার চিন্তে পারে না । তোর বালক ছুটি যেন নকুল সহদেব । । আহা ! "নিয়ম পরিমাণ !" তোরা বেঁচে থাক, আশীর্বাদ করি, ঈশ্বর রূপার কৃতকার্য্য হয়ে ঘরে আয়, যে তোদের দৌলতে "শ্রম উদ্যম" হইতে আবার সেই "স্বাহ্য স্বচ্ছন্দতা" পোত্রমুখ দেখবে, ভেব না ! ।

স্মৃতি । মা, আশীর্বাদ কর তাই হয় ।

(দুর্গা দুর্গা বোলে উভয়ের প্রস্থান)

যবনিক । পতন

তৃতীয়াভিনয় ।

কাশীক্ষেত্র । প্রয়াগ ঘাট ।

নানাবর্ণের পতাকা উড়িতেছে, অনেক স্ত্রী পুরুষ, দণ্ডী সন্ন্যাসী প্রাতঃস্নান কর্চেন, শিব শিব নারায়ণ, কাশী-বিষেখর বিষেখর শঙ্ক গগণস্পর্শ করিয়া উচ্চতর ঘাটে ঘাটে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ।

যেমগিনীদ্বয়ের প্রবেশ ।

কেশচূড়া স্রশোভিত-শিরা, আরক্ত নয়না রক্তবস্ত্রাবৃত্তা বিভূতি রুদ্রাক্ষ-মণ্ডিতা, ললাটে সিন্দূর-বিন্দুতে অরুণাভা প্রকাশ । করে ত্রিশূল, মুখে হর-পার্কীতীরখর নাম স্বরণ করিতে করিতে—

এক অন্তকে । বেট ! কুছ পারী ? জয় হরপার্কীতীরখর কি ! ।

অন্ত । মেইয়া, কুছ খোড়ী ! মেরি সঙ্গত কি আউর কোই নহি, কেবল এক খোড়ী খোড়ী ! কুছ এসেই ! (হরপার্কীতীরখর) ।

মেইয়া । রে বেটা ! ইন্সে কুছ সৌগুণ * লিয়া কি নহি ?—

বেটা । তু বতা দে মেইয়া ? পার্বতীসৌগুণ, ম্যায় নহি সমঝি ? ।

মে । আউর কোই নহি, ন বিচার ন আচার ন নেম ন পরমাণ না আরোগ্য ন সুখ, কাশী মে কেবল এক “বিশ্বাস” হ্যায় । পরন্তু ও সাবুদ্ নেহি হ্যায় টুটে ফুটে হৈ, ইন্সে জান পড়তি হ্যায় কি (আঁশু ভরে) মেরি যোগীশ্বর কি তরফ সে দেশ কি বিশ্বাস টুট গয়ী ! ।

বেটা । এসী বাত ন কহো মেইয়া, মহাদেব সব ভলা করেঙ্গে ! । ম্যায় আউর ভি এক ধোকে মে পড় গয়ীথি । মঠোমে সে স্বামীকে নাই কোই কণ্ঠস্বর শুন পায়ী, ময় জানি কি ওহি হোয়েঙ্গে, পর ধ্যান করকে দেখাও নহি হ্যায়, উনকে বাণাসে † কই ভাঁড় নকল করতা থা । ও কহতাখা “জগছোড় বসো ভাই কাশী” ঘুটাকে শির বণো সন্ন্যাসী ।

ভিক্ষা কর কে ভরো ভাই উদর, মোতকা ফির নহি কুছ ডর ।

মেইয়া ! ক্যা ইন্সে এ মানে লেণা চাহিয়ে কি সব ছোটে বড়ে বাল বুদ্ধ কহা ইন্দ্রী, পুরুষ, সবজাত, শির ঘুঁটা ঘুঁটা আনকর এহি পাঁচ কোশমে ভরমরে ? । ম্যায়নে দেখী কি লোক এহি সমঝা হ্যায়, ইসি ভ্রমসে স্তবর্ণকাশীপুরী নরকাকার হো রহি হ্যায় ! । ময় জানতি কি জিসকো বিনা জ্ঞান ও যোগ নিয়মকে মুক্তি লেনা হোয় বুড়ে অবস্থানে সংসারশ্রম কো ছোড়কর, সন্ন্যাস লেকর, ভিক্ষা সে উদর ভর কর, বাবত না মরে কাশীকা মহাস্থান্নান মে রহে । পর অ্যা যো মুখ্য অর্থ হেয়, উসে ছোড় কর লোগ সব এহি পাঁচ কোশকো ময়লা দুর্গন্ধ গরম ও নানা পীড়াকা ঘরকর রাখা হ্যায় ! ইসিসে ময় জানি কি হিয়া পরভু সুবিচার মহারাজ নহি হ্যায়, কেবল ভাঁড়োকা তামাসা হ্যায় । ভাঁড়, ষাঁড়, শাঁড়ি, রাঁড় লেকে ত এ নগরী হ্যায়ী হ্যায় ! ।—মেইয়া ছনীয়া দারোনে কাশীকো মিট্টীকর দিয়া, নহি ত ফের সোনা কা হো যায় ।

মা । এ বেটা অব সব এসেহি দেখলাই দেঙ্গে । যো কভি শুভ দিন বহুড়ে তো ইন্সে ভি বড়ে বড়ে নটকে তামাসা হাম খোলেঙ্গে ! । মুরদঘটে মে মনই ভী মুরদা অ্যা মুরদাখার কুভা হো যাতা হ্যায় ! ।

* সৌগুণ, পূর্ব চিহ্ন, শপথ ।

† বাণা ভেথ, বেশ ।

বেটা । মেইয়া অব চলো বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মৈয়া'কি দরশন করেঁ (বোলে উভয়ের প্রস্থান) “হরপার্কীতীশ্বরকী জয়” শব্দ ।

চতুর্থ্যভিনয় ।

ভারত সমুদ্র ।

মেই জাহাজখানি ক্রমে ক্রমে পাল ভরে আস্ছে । উপরিতলে একজন পুরুষ উপবিষ্ট ছিলেন, আর দুই জন আসিয়া পূর্ববৎ বসিলেন । সকলেই দূরবীক্ষণ চক্ষে পূর্বদিক দেখিয়া—

প্রথম পুরুষ । (দ্বিতীয় পুরুষকে) ওএল ওয়াটস দি নিউন্ ! ম্যান ?

দ্বিঃপুঃ । ওঃ প্রেগ্রেন, নথিং বট প্রেগ্রেন । দি কিউরিয়স ওল্ডফুন্ ইজ বিজি ইন ডিগিং হিজ য়োণ গ্রেভ এলোন্ ইউ নো ! সী ইজগণ !!

ত্রিঃপুঃ । ও আইসী । বট হি ডিস্প্রেএস অ্যান অনকমন পরসীভিএরেন্‌স ইন্ পরফ'মিং দি পেরীলস টাস্ক, ইন্ স্পাইট অব দি অপোজিং ওয়েভ্‌স (নীচুস্বরে) ফু'ম অওয়ার সাইড !!

প্রঃপুঃ । হি ইজ রাদার ষ্ট্রগলিং আইসী ।

দ্বিঃপুঃ । ইএস, পরসিষ্ট্যান্টলি, টু প্রিজর্ভ এ ফার্ম ফুটিং অন বোথ দি ফুটীলাস ! ।

প্রঃপুঃ । বট ও ম্যান ইজ এ ম্যান, এও হি ইজ নো মোর দ্যান এ ম্যান !

দ্বিঃপুঃ । এও ইএট হি ইজ ট্রাইং ফর সম্‌থিং বিয়ণ্ড এ ম্যান ক্যান্ ! ।

প্রঃপুঃ । ও দি ব্রেভেষ্ট অবদি রেস !! ।

ত্রিঃপুঃ । বট ওরণ আউট অ্যাজ হি ইজ, মে ভেরি—ভেরি লাইকলি স্কুম টু ইট স্নন !!! —অ্যাজ দেয়ার ইজ ভেরি লীটল হেলপ লেফট, আই সী ।

প্রঃপুঃ । ও দ্যার'স দি ফন্, ডোঙ্কু সী— দি ওল্ড ম্যান ইজ ক্রাইং ফর হেল্প !—

দ্বিঃপুঃ। ওয়াট দ্যাট হেল্প ইজ ?—(অগ্র সাহায্য আছে ভাবিয়া)

প্রঃপুঃ। ওঃ—“সেভ মি ফ্রম মাই ফ্রেন্ডস” !!!—

দ্বিঃপুঃ। দ্যাটসএরিলীফ (সকলের হস্ত) হোঃ হো হো—ওমিলড !।—

হাঃ হা হা (দীর্ঘহস্ত)—

প্রঃপুঃ। (হরিশ বিষাদে) বট্ দি ফুটলাস আর ষ্টিল টুগেদর !

দ্বিঃপুঃ। ইএস, বায় দি মায়র কোর্শ অব দোজ ট্রেনিং লেগস ! (দ্বিতীয়হস্ত)

হাঃ হাঃ হাঃ,—

প্রঃপুঃ। (কিকিং হর্ষে) দেন ইটস ডন ;—

দ্বিঃপুঃ। (বেস কোরে দেখে)—ইটস হ্যাঙ্গিং ম্যান !—ইটস হ্যাঙ্গিং ইনটুস, অনটুসাইডস অব দি টু বোটস ডোণ টুদি ওয়াটার্শ !।—

ত্রিঃপুঃ। ইএস, অল রাইট নো। দি ওল্ড কার ইজ ব্রোকেন ইনটু পীসেস, নেভর টুরী—মিট টুগেদর ;—দি বোটস ডিসিন্চেণ্ড্, টু ছইচ দি ওয়েভ্‌স্ উড্ অ্যাড ফেদর !।—

প্রঃপুঃ। হোঃ হোঃ—অ্যাওফর ওয়র কীট, হিজ স্কীন দি লেদার !—

দ্বিঃপুঃ। বিহোও ! হোঁহিব্রীদ্‌স এ হাই ব্রেথ !

ত্রিঃপুঃ। অ্যাও দোএনীগর, ডাইজ এক্রীশন্ ডেথ !।—

হাঃহা—, (বোলে সকলের প্রস্থান)—

ইতি দ্বিতীয়াক্ষ।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক ।



প্রথমাভিনয় ।

সাগর তীর ।

শোকসূচক বাদ্যধ্বনি থামল ।

নিশিরশেষ । পথিকগণ হুঃখ প্রকাশ কর্তে কর্তে স্ব স্ব উদ্দেশ্য দেশাভিমুখে
যাচ্ছে । বলচে,—হা—এমন মানুষের ও এমন দশা গা ! । মাথার মুকুট পায়
পায় ক্ষয় হচ্ছে । একেই বলে গুণের অভাব নেই গুণীর অভাব—হায় হায় !
হায়—কুটিল কাল সকলি কর্তে পারে । কালেরি বা দোষ কি, ঘরের
ছেলে কাল হবে তা কেমনে জানবে ;—এমন সময় শোকার্জ করণ স্বরে এই
গীতটী যেন কেউগাচ্ছে ।

বেহাগ মধ্যমান ।

কেরে হুঃখের নীরে, ডুবায় আমার,
বলিতে বিষম কথা, বুক ফেটে যায় । ১
একে বুদ্ধতম্ জরা, গৃহভেদ-রোগ ভরা,
বিশ্বাস-আয়ু হারক, কুতর্ক-ভিষক তায় । ২

আশা বড় ছিল মনে,
এসময়ে প্রিয়-জনে,
স্নেহভক্তি পথ্য দানে ।
থাকিবে স্বহায় । ৩

হায় বিধি এক প্রাণে, দ্বিপক্ষে দুদিকে টানে,
কারে ছেড়ে কারে ধরি, মরি প্রাণ যায় । ৪

গঙ্গাসাগর সঙ্গম ।

ভক্তি ও স্নেহ নামক দুই খানি জীর্ণ নৌকা শৃঙ্খল ভ্রষ্ট হইয়া তত্র একত্র
ভাস্চে । এক খানি উর্দ্ধমুখে উর্দ্ধমুখ লইতে লইতে যেন আকাশস্থ কোন

অলক্ষ্য পুরুষকে স্বীয় আর্দ্রাশ জানাচ্ছে, আর অশ্রুখানি অধোমুখে অধঃ
শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে যেন মনের হুঃখ মনে রাখিয়া ধীরে ধীরে
চির সহচর অপরটাকে ছাড়িতে ছাড়িতে ছাড়িতে পাচ্ছে না, ছেড়ে ছেড়ে
ও আজন্ম সঙ্গ জনিত আশঙ্কি দ্বারা আকর্ষিত হইয়া পুনঃ সংযুক্ত হচ্ছে!!
হুই খানিতে হুই পা একটা প্রাচীন পুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁর দক্ষিণ পদে
ভক্তি নৌকা বামপদে স্নেহ নৌকা, দক্ষিণহস্তে কল বামহস্তে গঙ্গাজল পূর্ণ
কমুণ্ডল, মুদ্রিত নয়ন বিরস বদন মহানকষ্টের লক্ষণ প্রকাশ কচ্ছে।
অতান্ত কাতর স্বরে বোল চেন,—

দীনদয়াময়! এই কি তোমার মনে ছিল!। পুত্রের পিতা কোরে
অপুত্রক কল্লে। অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর কোরে আবার পথের ভিখারী
কোল্লে। নিরবচ্ছিন্ন স্নাত্ত সন্তোষী কোরে আবার অপার হুঃখার্ণবে ক্লেলে।
বার একুল ওকুল হুকুল অহুকুল তারে এখন অকুল পাথারে ভাসালে!।
হায়! বাদের আশাভরশায় আজন্ম কাল প্রাণান্ত কষ্টে অগণ্য ভাণ্ডার পূর্ণ
করিলাম,—সেই অমূল্য রত্নরাজীর প্রতি তারাই এখন হতশ্রদ্ধা কচ্ছে!।
পরের পরামর্শ লয়ে ঘরের ধন লুটোচ্ছে!। আমায় পিতৃ সোধোদন করা
দুরে থাক বন্ধ বোলেও ধর্তব্য কচ্ছে না!। হায়! একে এই বৃদ্ধাবস্থা
স্বভাবত অকর্মণ্য;—শরীরে বলাভাব তায় পরাধীনতা রোগে রুগ্ন, তার
উপর আবার এই গৃহভেদ রূপ বিষম বিকারের বিভীষিকা, প্রাণ রক্ষার
উপায় নাই;—কোথা পুত্রগণ পরস্পর লড়াই স্নেহে আবদ্ধ থাকিয়া পিতৃ-
ভক্তি করবে, অনময় সকলে সমবেত হয়ে আমার সেবা করবে, নাম
রাখবে,—তা না কোথা আমার নাম লোপের,—জীবন লোপের পণ
কোরে গণ্ড গোলে উন্নত হল!। কি করি—আমি এখন কি করি কারে
বলি, কারে ধরি!—(অশ্রুপাত) হা! এমন আকৃষ্টবাক্য ক্লেলে—বিধাত!—
আমি এখন কারে ছেড়ে কারে ধরি, ওহে আমার যে উভয় সমান—বৃদ্ধ
কনিষ্ঠাঙ্গুলীর শ্রায় ভক্তি স্নেহ পক্ষ উভয়ই সমান!। আমি যে ওদের
হৃজনকে না দেখলেই মরি!! —(বোলে নিস্তদ্ধ)—

বৃদ্ধের আরক্ত নয়ন-নিঃসৃত অশ্রুবিন্দু শুক্ল শাশ্রু বহিয়া বক্ষে পতিত
হচ্ছে, যেন, সেই জলেই অভিসিক্ত-হৃদয় শীতল হইয়া তাঁর
জীবন-নবনীত কে কঠিন কচ্ছে, গল্তে দিচ্ছে না, সেই বলেই

বলিষ্ট হইয়া যেন এক এক বার উঃ হঃ শব্দ করতঃ কখন বাম পদ কখন দক্ষিণ পদ দ্বারা এক বা অপর নৌকাখানিকে একত্র করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে টানছেন। বিব্রত, এতবিব্রত যে ক্ষুধায় কাতর তৃষ্ণায় বিকল তথাপি হাতের ফল জল হাতেই আছে, মুখে তুলিবার অবসর নাই ! । নৌকা দুখানি একত্রিত থাকিলেই যেন সকল স্রুথের সহিত জীবন পান, আর বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিলে সকল দুঃখের সহিত অন্তীমকাল দেখিতে থাকেন ! । আশ্চর্য্য সম্বন্ধ ! । (পুনর্বার একদিকে ঝুকিতে ঝুকিতে) কি বিপদ ! — উভয়সঙ্কট ! — এরূপেই বলে উভয় সঙ্কট ; — আমার সেই উভয়সঙ্কট উপস্থিত। কি অসহরোগ, কি দুশ্চিকিৎস আময় ! । হায় ! সুখ স্বাস্থ্য একবারে নাই, তবু প্রাণ রহিল। এইকষ্ট সৈতেই আছে ! । যে শরীরকে এতদিন রক্ষাকরিয়া মান সম্বন্ধের আশ্রয় কল্পে, সে শরীর কিনা আজ স্বীয় আত্মজগণ হতে সাগর তলে চলে ! । (রোদন) — হা শিক্ষা, হা সভ্যতা, হে বিদ্যা ! রে জ্ঞান ! তোদের কোন দোষ নাই, এ আমার অদৃষ্টেরই দোষ ! । — (ক্রন্দন) যাদের জন্মদিলেম, কোলে করে প্রতিপালন কল্পেম, তারাই আমার এমন দশা কলে ! । রথভঙ্গ পথরোধ, অঙ্গভঙ্গ হতবোধ হোয়েও ভাবলেম বালকদের অপরাধ লবনা, — তারা কুসন্তান হোক আমি কুপিতা হব না, — তারা শত অপরাধ কলেও আমি তাদের পরিত্যাগ করব না। হায় ! তার এই প্রতিকল ! । আমি সর্বস্বত্যাগী শ্মশানবাসী হয়ে কেবল এই তরি দুখানি লয়ে অপার ভব সাগর তরিবার নিমিত্ত যে প্রাচীন “পিতৃদম্পত্তি” বিশ্বাস শৃঙ্খলে তাদের আবদ্ধ করে রেখেছিলাম, তারা সেই শৃঙ্খল, — সেই মঙ্গলগ্রন্থি ছেদন কোরে আমার জরাসিকুর মত বধকর্ত্তে প্রবর্ত্ত হল ! । হা পরমপিত ! — আমি জন্ম দিয়েছি, — একারণ আমি তাদের কিছু বলতে পারব না, — তুমিই এর বিচার কর ! । কিন্তু, বেশ নাথ ! এ দীনহীন প্রাচীন চিরদাসের মুখচেয়ে তাদের শিক্ষা দিও, শাস্তি দিও ! প্রাণে মের না, ! আমার এ রোগার্গ্ত হৃদয়কে আবার শোকার্ত্ত কর না ! । দয়াময় ! তুমি আমাকে যে উদ্দেশে অজর অমর কোরেছিলে, তোমার সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। আমার পরীক্ষার শেষ কর, — আমি বেশ পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েছি ! । বিজাতীয় — জর্জানল এবং বিদেশীয় উন্মাজল একে একে আমার জ্বালায়েছে, ভাসিয়েছে, কিন্তু তোমার

একাক্ষরী মহামন্ত্র জপ প্রভাবে ভয় বা দ্রবকরিতে পারে নাই । তাই বলি নাথ ! আমার হৃদয় পাষণকরে ভালকরেছ, কিন্তু তুমি যেন পাষণ হোয়ে আমার অবোধ বালকদের প্রতি পাম্মাণবৎ—ব্যবহার করো না !।— (ক্ষণপরে)—রাম ! তোর মনে এইছিল তা পূর্বে জানিনে । হায় ! এ কক্ষের কর্মকার তুই আর কেউ নয় । রে চণ্ডাল ! তুই জাস্তিস এ কক্ষে আমার জীবন সংশয় হবে, তবু তাই কলি ! । রাজা দশরথ পুত্র-শুণ স্মরণে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, আমাকে পুত্র—দোষ স্মরণেই আজন্ম রোদন কর্তে হয় বা ! ।—রাম ! এ শৃঙ্খলভঙ্গ তুই কোরেছিস আর কেউ নয় । এ প্রিয়া বিচ্ছদের কারণ তুই । হা প্রিয়ে সামঞ্জস্তে ! (বোলে নিস্তব্ধ)—

দ্বিতীয়াভিনয় ।

স্নেহনৌকা বহুজনতায় ভারাক্রান্ত ।

বৃদ্ধপুরুষের বামপদ নিম্ন ও দক্ষপদ ভক্তি নৌকায় উচ্চ, বহুকষ্টে দেহ-ভার রক্ষা করিতে করিতে উঃ হুঃ শব্দ । উভয় নৌকা একত্র করতঃ গীতাদি গান,—

ললিত । আড়া ।

কে আছে সুপুত্র মম স্নেহভক্তি সমভাগী,

পিতৃভক্তি ভ্রাতৃস্নেহ সমতুল্য অমুরাগী ।

কে আছে :—হাঃ—

তালের সঙ্গেই রাম ও রতনের গাত্রোথান ।—

রাম । (রাগত ভাবে) রতন ! দেখ্ দেখ্, বৃদ্ধের রকম দেখ্ ?—

রতন । তাইত, যেন রথের সং ! ! লজ্জানেই ছি !—হাঁহর বুড়োষেটয় শুনে-

ছিলুম, তাই চক্ষে দেখ্চি ! ।—ত্রিকালে ঠেকেচে এখন ওসব

সেকেলেমী কি আমাদের কাছে আর শাজে ! ওরকম দেখলে উনিত উনি, আপনার বাপকেও বাপ বলতে লজ্জাকরে, আমি ভাই হক্কতা বলি, যিনি হন !।

রাম । কত বোঝাই, শুনবেন না তাকি কর্তে পারি । গায়ে মাটি ছাই ভস্ম মাক্‌বেন, হুষ্টপুষ্টিকর আহাৰ ছেড়ে কেবল ফলার করবেন, রাত্র প্রভাত হতে না হতে জলে গিয়ে পড়বেন, আর কথায় কথায় হাত পায়ে মাটি রগড়াবেন । আবার গোদের উপর বিস্ফোটক শুটীবাই, এরে ছুইয়ো না, ওর বাড়ী বেও না, তার সঙ্গে খেও না এই ভিরকুটি নে থাকবেন । এতে কি ভক্তি থাকে ভাই ?—

রতন । (পরিহাস ছলে) তার সন্দেহ কি !।—তা যেমন মতি তেমনি গতি, একগালে চুন একগালে কালি হয়েছে !। একটা মান্‌বের একটা—ছিদ্র ঢাকা যায়, এ সহস্র ছিদ্র কোনটা ঢাকবে !। “সর্কাস্‌সে যা ওষুধ দেবে কোথা” (বোলে হাস্ত)

রাম । দেখ্‌দিভাই ! আপনার দোষ মান্‌বেন না কেবল আমাদের দোষ ধরিতে সহস্রবাহ !। ভাল, তিলক ত্রিপুণ্ড ভস্ম বিভূতি, রক্তবিন্দু উর্দ্ধ পুণ্ড্র সিন্দুর বিন্দু ছাপ মোহর ; কোথাও শিখাস্ত্র কোথাও গোঁপদাড়ি কোথাও জটাধারী কোথাও মুণ্ডিত—দণ্ডধারী—কোথাও ত্রিভঙ্গ কোথাও উলঙ্গ হয়ে এ সংশাজা কেন ?—যদি একটা ছেড়ে একটা রাখতে না পার, সব ছাড় ।—এ রোগের আর কি ওষুধ হতেপারে ভাই ?—

রতন । তা দেখে শুনে না শেখেন ঠেকে শিখুন !—তুমি আপনার কাষ করে যাও, ওর বকুনিত আছেই । (নিম্নস্বরে) ঠেক্‌য়েত দিয়েছ, এখন ঝোঁড়া না হলেই রক্ষে !। (বোলে ঠোট্‌কামড়ান)—

রাম । হ্যাঁ ; তা একরকম জোগাড় হয়েছে, এখন আর একবার বোলে খালাস হই, (বোলে বৃদ্ধের দিকে)—বলি জেগে না ঘুমিয়ে ?—

বৃদ্ধ । (রামের কথা শুনে, পাছে রাম হাতধরে টান না দেয়, ভয়ে, বাম হাত উর্দ্ধ কোরে)—বাপ ! যে কাজ কোরেচ, ঘুম কি আর হবে । কিন্তু তুমি যেমন আমার বাবাবোলে লজ্জিত হও, আমিও তেমনি তোমায় পুত্র বোলে লজ্জিত হচ্ছি ।

রাম । ভাল, বা পি সহই ;—বলি হু নৌকয় পা রেখে কেন মায়া যান,—
আস্থন এই দিকে আস্থন ; নয় ঐ দিকেই—ভক্তির দিকেই যান ;—
আমাদের ছেড়েদিন ?—

বুদ্ধ । (কাণ্ডে)—রে পাষণ্ড ! তুই জ্যোতের শ্রেষ্ঠ পদপেয়ে নিকটের কাষ
কর্তে উদ্যত হচ্চিস্ !। এই অপরিপক্ক শিশুস্বভাবাপন্ন নির্বিরোধী
নিরপরাধী শান্তশিষ্ট পিতৃ আজ্ঞাকারী ভক্তিপক্ষীয় সন্তানগণকে
অকুল মাগরে পরিত্যাগ কর্তে বলচিস্ !। এই কি তোর ভ্রাতৃ-
স্নেহের পরিচয় ! কেন এরা তোর কি, কি ক্ষতি করেছে ?—

রাম । ওরা জ্ঞাতী শত্রু, অবিশ্বাসী, কেবল কপটতা ভরা !।—ওরা জ্যাস্ত
মানুষ পোড়ায় ;—ওরা আত্মন্তরী, আপনার সুখ হুঃখ বেশ বোঝে
অন্তের সুখ হুঃখের বেলা উদাসীন হয় । মোখীক ধর্ম আর মোখীক
কপট ভক্তির কথা কয়, কাষ কিছু করেনা । এজন্যে আমি ওদের
সঙ্গ ত্যাগকর্তে চাই ।

বুদ্ধ । রামা ! যেমন ওদের দোষ গুলিন দেখিস্ তেমনি আপনার দোষ
যদি দেখতে পাস তবে তোর আর এমন কুবুদ্ধি হয় না । তুই
কি মানুষ বাঁচিয়ে মোখীক স্নেহ দেখাস নি ?—ওরে তারা বেঁচে
থেকে এখন আমার সম্মুখেই যে কেবল নরকাগ্নিতে পুড়িবার
আয়োজন কচ্ছে রে,—তা কি তুই দেখ্চিস্ নি ? আর পরের সুখ
হুঃখে তুই বড় সুখ হুঃখ বোধ করিস্ তা আমি জানি । তুই পরের
ধনে ধোপার নাট কত্তে চাস, কেমন ?—এইসব ফলাহারী ব্রহ্ম-
চারী কুলে উচ্ছিষ্ট ভোজনের ব্যবস্থা প্রবর্ত কর্তে চাস !। দিক
তোরে, আর তোর উপদেষ্টারে !!—ওরে ওকাষ যে আমার রে !—
আমার অমতে তুই কি তা কর্তে পারবি, কখন পারবিনি ।
আমার ভক্তিপক্ষ তোর এই অপকৃষ্ট মতে মত দেয় না, তাই তারা
তোর শত্রু !! ছি ছি ছিঃ । তুই যাঃ—তোর ও পাপমুখ আর
আমায় দেখাসনে । তুই আমার মুখ চাইলিনে, আমায় পিতা
বলে ডাকলিনে, আমায় এই অকষ্টবন্ধে ফেল্গি !—যাঃ তুইও
এমনি দোটানায় চিরদিন থাকবি,—না স্বর্গ না মর্ত্ত, না হিন্দু
না যবন স্নেহ কিছুই হতে পারবিনে !।—

রাম । (স্বপক্ষ বলবান্ বোধে গৰ্বে) তুমি যা বল, কিন্তু এই দেখ (স্নেহ-
নৌকা দেখালে) এই ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণবৎ দিকপাল সব আমার
জন্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত । যা এরা করবে তাকি ওরা কৰ্ত্তে পারবে!।
দেশাচার—রোগে রোগা কুসংস্কার—যুনে যুনধরা, বিরাগ কুপথ্য
আদমরা জনকত ছোকরার জন্তে আমি এ চাঁদের হাঠ ছেড়ে দেব,
তা হবে না “এই আমার পণ” ! ।

বৃদ্ধ । রাম ! আমি বেস জ্বালাম আমার এ দুর্দশার মূল তুই !। এ সর্বনাশের
মূলে জনদিয়ে তুই কি অমর হবি ?—কখনই নয় । স্থলে ভুল করি
—রাম ! স্ববুদ্ধিতেই হউক আর পরবুদ্ধিতেই হউক তুই ভিন্ন
এমন অকাষ আর কেউ এবংশে করেনি । তুই ত এই এক কাঠা
অযোধ্যায় চাঙ্গিনের জন্তে রাজ্য কোরে কোন দিন কোথায় গুপ্ত
হবি, কিন্তু আমার তোর পাপের ফল চিরদিন ভুগতে হবে ! ।
ওরে ! কালে তোর সোনার অবধপূরে অবোধ—বানরের নৃত্য ও
বা আমার দেখতে হয় ! । আহা ! রামের সিংহাসনে কেশরীসুত
বসবে, এ ছুঃখ বলবকারে ?—

রাম । (রাগত) কিন্তু দেখো, এই নাম্ গুণেও লোক তরবে তুমি অভি-
সম্পাৎ কর ক্ষতিনাই, অনেক সতীসাবিত্রীর বরে আমি অমর না
হই অমরপূরে গমন করব ! ।

বৃদ্ধ । হ্যাঃ—জন্মভূমি—সতী তোমায় আবার কোলে করবেন, আমার ত
এমন বিশ্বাস হয় না ! !—

রামের বিমুখ উপবেশন ।—(ক্ষণেক পরে অভিমান ভরে) এই চলেম
(বোলে) রূপ শব্দে সাগরে পতন ।

তৃতীয়াভিনয় ।

গঙ্গার পূর্বকূল । দুইজন পুরুষ যেন অর্ণবযান হইতে এইমাত্র অবতরণ করিয়া
কোন স্বার্থসাধনে তৎপর । দূর-বীক্ষণে দেখে,—একজন অপর জনকে
কিছু বলচেন । নীচে একটা ঘাট, তথায় একজন তপস্বী স্নান সমাপন
পূর্বক তর্পণ কছেন, এমন সময় সামুদ্রিক পবন বাতাবহের শ্রায় তাঁর
কর্ণকূহরে এই কথা গুলিন কহিতে লাগিল । (তপস্বী শ্রায় তর্পন সমাপন

পূর্বক তাই শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্রহয়ে সেইদিকে কণ্ঠটাইয়া যেন
অনন্ত মনে শুনতেছেন ।—)

প্রথম । হি ইজ ওয়ার্স দ্যান হিম,—(পুনর্ব্বার দেশীয় ভাষায়) সোপাপিষ্ঠ
ষ্টেঠোডিক ! !—

দ্বিতীয় । নোঃ নো,—বেটর দ্যান হিম । টার চেয়ে ভালো আছে । সে ছিল
সেল্ ফিস্—এ ফিলেনথ্রফিক্ । সে ডগমেটিক্,—এ এনথুজিয়া-
ষ্টিক্ । তার ওয়েট আপনার সাইডে, এর সম্পূর্ণ ওয়েট আমাদের
সাইডে ! ! আছে না ?—

প্রথম । ইওর কম্প্যারিজন ইজ হ্যাপি ; বট আই ওয়ান্ট একজাম্পলন্
আ্যাট প্রোজেক্ট, আই হ্যাভ ইএট নো হোপ ফ্রম হিম ।—হি,
হি মাইট প্রভ হিমসেল্ফ এ জগলর ! ! আ্যাও, এ জগলর লাইক
এ প্যারট, উড সিং অর চাট অনলি অনটিল হি গেটস এ বিট,
অর, অ্যাটলীষ্ট সমথিং টু দ্জট ! !—

দ্বিতীয় । ইজ্ হি মেকিং হিজ টাইম দেন ?—

প্রথম । ও ইএস,—ওয়াচিং, ফ্লাইং হাই লাইক্ এ কাইট, টু বি ডোন অন
দি প্রে উইদাল হিজ মাইট ।

দ্বিতীয় । এও ওয়াট দ্যাট প্রে ইজ ?—

প্রথম । ও দি স্কাইটস্ অব হিজ প্রিডিশেসর ।—দ্যাটস দি কারক্যাস ! !—

দ্বিতীয় । ডু ইউ থিং হি উড্ টায়ের, দেম অফ—ইন্টুহিজ ওঁন অ্যাড্-
ভ্যান্টেজ ইন্সটেড্ অব ওয়ার্স ?—

প্রথম । ও ইএস, সিয়র এও সরটেন ইউ নো । এনথুজ্যাষ্টিক্স্ এও ফিলেন
থ্রফিক্স্ আর পলিটিক্ল ভলচরশ ! ! ! !

দ্বিতীয় । বট উজ্জ মষ্ট হ্যাভ দি লয়নস্ শ্যার জগ্লস্ অ্যাজ উই আর ! !

প্রথম । ইএস, বট ফর দি প্যারিয়ার্স ! ! হাঃ হাঃ—(হাস্ত)—

দ্বিতীয় । ওঃ দে আর পুওর বার্কশ্,—উড বি শ্যাটিনফায়েড উইদে কুষ্ট ! ! ওঃ

দে আর নথিং । ওয়র বুল্ন্স্ আর সফিসেস্ট ফর দেম । দ্যারিঞ্জ

সমথিং ফেভরএবিল্, ব্রিসাইড্ন্স্ দ্যাট ।—

প্রথম । ওয়াট্ন্স্ দ্যাট ?—

দ্বিতীয় । হি হ্যাজ দ্যাট বুক অব লা ইন্ হিজ হ্যাণ্ড, হইচ উইল ইকোএলা-
ইজ দি ডিফরেন্স আই হোপ !।—

প্রথম । ওঃ দি ব্যাক অব দি কোল-রিমেন্ন ঙ্গেভেন উইথ ইটস অ্যাশেস,
সো দি রষ্ট অব দি হার্টস্—ষ্টিল । হিজ হার্ট ইজ টু লেভেল্ নট
টু ইকোলাইজ ! । অ্যাণ্ড লেভেলর্শ, ইটস ওয়েল সেড—

“Only change and pervert the natural order: they load
“the edifice of society by setting up in the air what the
“solicity of the structure requires to be on the ground.

দ্বিতীয় । অ্যাণ্ড দ্যারফোর হি উড ব্লেক হিজ প্রমিসিস্ !—

প্রথম । অফ কোর্শ !—

দ্বিতীয় । বট উই হাভ নথিং টুডু উইথ্ হিজ হইমস, সোলং আজ হি ইজ
ফেথ্ ফুল টু অস । (গম্ভীর ভাবে) অ্যাণ্ড আই বিলীভ্ হিমটু
বি সো !।

প্রথম । (এখন ও অবিখ্যাস প্রকাশ কোরে) দ্যাটস হোয়াই ইউ প্রেজ্ হিম
;—বিকাজ হি হ্যাজ ফেথ ইন অওর বুক ? বট, লিসন ; অর্থলি—
ফেথ, দি ফক্স অফ দি ইউনিভার্সেল ফরেষ্ট ইজদি ফাষ্টটু ফ্লাই,
হোএন “টেম্‌টেসন্” দি লায়ন রোশ্ !।

দ্বিতীয় । ওঃ ওয়াট এক্রুএল ডিস্যাপাইন্ট মেন্ট,—ক্রুএল ইণ্ডীড !! বট্ লেট-
অস্ সি—(বোলে উভয়ে গুহান) ;—

তপস্বী । (উপরে উঠে মঠে যেতে (যেতে) স্বগত;—এরা কারা !—সেই
তারাই বটে ঠিক ২ । ” যে গোলযোগ উপলক্ষে আমি গৃহত্যাগী
এরা সেই গোলযোগের মূল কথাই কচ্ছিল । “ওয়ার্শ দ্যান হিম”
আর “ক্রুএল ডিস্যাপাইন্টমেন্ট ” পর্য্যন্ত সমুদায় কথাই সেই
বিষয়ের প্রসঙ্গ । তারা এদের শিক্ষিত কিন্তু অকৃতজ্ঞ । (সাবধান
হোরে) হ্রর কর মরুগ্গে আমার আর সে কথায় প্রয়োজন কি ?—
আমিতো এখন আর পদেনাই । হা—স্মৃতে!—মনুষ্যলোক একে-
বারে ত্যাগ কল্পে । (বোলে মঠঃ প্রবেশ)—হর হর, শঙ্কর
পর নিস্তক ।—

চতুৰ্থাভিনয় ।

নৌকাদ্বয় ।

বৃদ্ধ পূৰ্ব্বমত বাম পদ নীচু ও দক্ষিণপদ উচ্চ দণ্ডায়মান । এবাৰ স্নেহ-নৌকায় আৰ লোক ধৰে না, এত ভীড় যেভাৱে ডোব ডোব ; বৃদ্ধেৰ বামপদ এমন লম্বমান যেন সেই দিকেই নাবিবাৰ নিমিত্ত উদ্যত বোধ হুচেন । একপদে দণ্ডায়মান ।

স্নেহনৌকায় ৰাম নাই, তখন সেখানি বাত্বে প্ৰমুখ ।

কেশব । (ৰামকে স্বৰূপ পূৰ্বক যেন শোক প্ৰকাশ কৰত) হাৰাম, আমিহি
কি তোমাৰ শ্রাদ্ধ কৰব (বোলে)—সোনা বাঁদান পুস্তক দেখিতে
দেখিতে;—বৃদ্ধেৰ প্ৰতি,

বৃদ্ধ ! ৰাম তোমাৰ ভাগ্যস্বৰ্গেৰে যে নূতন মাৰ্গটী আৱন্ত কৰিয়াছিলেন আমি
তা সমাপ্ত কৰিয়াছি, তুমি ও পুৰাতন ৰথ ছেড়ে সেই পথে এস । দেখ
এ কেমন প্ৰশস্ত ও পৰিষ্কাৰ পথ;—কানা অন্ধ খঞ্জ কুজ সকলেই অক্ৰেশে
গমন কৰ্ত্তে পাৰে ! । এপথে স্ত্ৰীপুৰুষ, চিৰমৌভাগ্য সমভাবে ভোগ
কৰবেন ।

ষাদব । (কেশবেৰ পোষকতায়) পথ ! বলেন কি মশয় ! দ্বিতীয় কাশী—
বাৰানসী;—অবিমুক্ত ক্ষেত্ৰ । কাশীতে যেমন যে জীব হউক মলেই
মুক্ত, এ পথে তেমনি যে জাতি হউক এলেই জ্ঞানী, "নাস্তি কাল
বিচাৰণঃ ।"—

কেশব । কি ! কাশীৰ সঙ্গে এ পথেৰ সাদৃশ্যতা,—অযোগ্য;—সেই, সেই
ভূৰ্গন্ধপূৰ্ণ জবন্ত প্ৰাচীন পুৰীৰ সঙ্গে এ বিশুদ্ধবায়ু সেবিত নবাৰিষ্কৃত
পহাৰ কিসেৰ তুলনা ! । কাশীতে মলে মুক্তি কুথাৰ কথা;—এপথেৰ
ধূলি কণাও জ্ঞানেৰ কথা কয়,—এ পথেৰ পথিক প্ৰত্যক্ষ মুক্ত ।
কোন লৌকিক নিয়ম বন্ধনে আৱদ্ধ নয়, সব বিষয়ে মুক্ত । গৃহ
সন্তানসী আৰ কাৰা ! । যদি বল আমৰা খেটে খাই কিন্তু সেটা
কি ভিক্ষাৰ চেয়ে ভালনয় ? ।—

ষাদব । বৃদ্ধ ! কাশীতে ভৈৰৱ দণ্ডেৰ ভয় আছে, এপথে দণ্ড ভয় নেই বিনা
দণ্ডে "দণ্ডী" হইতে পাৰিবে, কাশীৰ ষণ্ড সবপণ্ড এ পথেৰ ষণ্ড সব
মন্ত্ৰব্য, কৃতবিদ্যা, সপণ্ড ! ।—

কেশব । বৃদ্ধ ! আমার নামান্ত্র বালক বোলে হতশ্রদ্ধা করিওনা ।

রামের অসাধ্য কার্য্য আমিই সাধিব ।—

উপাড়ি সমুণ্ডে জাতিভেদ-লঙ্কাপুরী,

সাগর সলিল-সাই আমিই করিব ।

বজ্র-তা বালুকা সেতু ভোদাভেদ জলে

বান্ধিয়া, সসৈন্তে হিন্দু-সিদ্ধু হয়েপার,

কশ্মকাণ্ড রাবণেরে সবংশে বধিব

আচার প্রাচীর ভেদি বাহিকের-বলে ।—

বেদ-মধুবন ভাঙ্গি কুতর্ক-মারুতী

বৈদিক-বিচার তার অক্ষয় কুমারে

কণ্ঠা টিপে করে করে করিবে সংহার,

শাস্ত্রীয় পরীখাখাত পুরাবে স্বমলে ।

একাকার ইহলে একতা লোভানলে—

পুনশ্চ বসাব লঙ্কা নকল দেখিয়া,—

চিনিতে নারিবে জাতি, বিজাতি আসিয়া ।

স্বৈচ্ছাচার বিভীষণে দিব সিংহাসন,

ভক্তি মন্দোদরী তার যোগাইবে মন;—

এসবে কেশব নামে ফিরিবে দোহাই,

কান্দিবে আর্য্যেরনরে, বানর হাসিবে ।

কোথায় বৈরাগ্য তব এ নব বাজারে,

কে কিনিবে তাঁরে বিনা মূল্যেতে বিকায় !—

আমার প্রভাবে দেখ হাজারে হাজারে

রসনার-রসে ব্রহ্মজ্ঞান ভেসে যায় ! ।

স্বর্গের সোপান, যাহা পারেনি রাবণ,

বৈধেচি ধরিয়ে আমি অরূপ অমর,

নিত্য আসি যাঁরা কর্ণে কথা বার্তা কন,

তোমার নিস্তার হেতু, দেন দিব্য বর ! ।—

কি ছার নরককুণ্ড প্রাবার কথা,

(নৌকা পূর্ণ দেখে) এত মাথা যথা, মোর প্রাণের দোসর ! ।

লিখিত নিয়মাবলী স্বার্থ সহযোগে
 পরিবর্তনীয়, স্বর্ণ সোহাগে যেমন,—
 সংসার স্ত্রের তরে তেমনি এমুখে,

প্রবালী-কুঁচের শোভা কালিমা বরণ !!।—

অতএব হে বৃদ্ধ ! এস, আর হঠ কোরে হত হইও না ।

বৃদ্ধ । (উঃহুঁ কোরে দক্ষিণের লঘুভারা ভক্তিনৌকাকে বহুকষ্টে একত্র করত)

তা বাপু ! তুমি কি করবে তা আগে বল, আরো ছিঁড়বে কি যোড়া

দেবে ? যদি যোড়া দিতে শিখে থাক এস, নচেৎ—

বিষাদ বাদ্যধ্বনি ।

যবনিকা পতন ।

ইতি তৃতীয়ান্ধ ।

চতুর্থ অঙ্ক ।



প্রথম প্রস্তাবনা ।

প্রাতিঃকাল । বুদ্ধ বিপ্রগণ স্নানার্থ দ্রুততমমে দ্বিজকুল স্বকুল প্রসিদ্ধ কল-
কূড়নে এবং পথিকপুঞ্জ স্বং মন্তব্য গন্তব্য অবলম্বনে ব্যস্তসমস্ত । অরুণাভায়
আরক্ত উদীচী মণ্ডল যেন নিবীড় তরুণতা মণ্ডলে লুকায়িত নৈশিক
অন্ধকারকে সমূলে সংহার মানসে অনিমীষ নেত্রে উষ্মাপ্রকাশ ছলে
একে একে তাবত পার্থিব পদার্থ ও প্রকাশ করিতেছে । নব নব রূপ-
রঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নব নব পরিচ্ছদে নব নব চং পরিবর্তিত হইতেছে ! ।
পথিকগণ চলিতে চলিতে (এক অপরকে)—এস আজ চৌপাড়ীর খব-
রটা লওয়া যাকত ! ॥ (বোলে দ্রুতগমনে প্রস্থান) ।—

প্রথম অভিনয় ।

চতুস্পাটী—।

জনৈক ছাত্র পড়িতেছে ।

“পাপীর সহিত একাসনে বসিলে একসব্যায় শরন করিলে, একবানে
গমন করিলে একত্রে কথা কহিলে আর এক পুঙ্ক্তিতে ভোজন করিলে
জলে তৈল বিন্দুর মত পাপ সংক্রমণ করে । চাক্ষায়ণাদি অনুগমনান্ত
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে পাপ ক্ষয় হয়” ।

হুইজন পুরুষের প্রবেশ ।

একজন গৌরবর্ণ আরক্ত নয়ণ, গস্তীর, বয়েশ চল্লিশ, অগ্রজন পিঙ্গলবর্ণ
পিঙ্গলচক্ষু, সূচভর, বয়েশ ত্রিশ । জ্যেষ্ঠ আগে কেনেষ্ট পশ্চাতে, চতুস্পাটীর
সম্মুখে পথে দণ্ডায়মাণ । অধ্যাপকের দিকে দেখে,*!—

জ্যেষ্ঠ । পণ্ডিত মহাশয় । আপনি ছাত্র পড়াইয়া থাকেন !—

অধ্যাপক । (আগন্তুকদ্বয়কে উনবিংশতী শতাব্দির সভ্যগোছ দেখে সস-
ন্ত্রমে ।—আস্তে আজ্ঞাহয়, (আসন দেখারে) —বসুন ।

(উভয়ের উপবেশন) ।

হ্যাঁ, অধ্যাপনাটা আমাদের স্বজাতি বৃত্তি বটে, কিন্তু আমি পণ্ডিত নই, পণ্ডিত আজকাল আপনাই!। অসাধ্য সাধন চেষ্টাতেই এখন পাণ্ডিত্য!। আজ কাল বুদ্ধেরা আর পণ্ডিত বলিয়া গণ্য নয়, কারণ কলি যিনি কালের রাজা এ তাঁর বাল্যাবস্থা!।

কনিষ্ঠ। কেন মহাসয়! পণ্ডিত পদ কি অসম্মানসূচক যে, অস্বীকার করিতে-
ছেন!—

অধ্যাঃ। কেবল ছেলে পড়ালেই আধ্যাত্মমাজে পণ্ডিতপদ পাওয়া যায় না।

পণ্ডিত শব্দের অনেক অর্থ। বিশেষতঃ আপনাদের মত এমন সব সোনার চাঁদ থাকতে আমরা কি পণ্ডিত হতে পারি!।

জ্যেষ্ঠ। আমরা অধ্যাপক ও শিক্ষক কে পণ্ডিত বলি। তা আপনি নয় বুদ্ধ পণ্ডিত ই হলেন হান্ কি!—

অধ্যাঃ। আপনারা কি পণ্ডিত?

উভয়ে। আজ্ঞা আমরা উভয়েই পণ্ডিত “বিদ্যাধ্যাপক” ও “জ্ঞানধ্যাপক”।

—আমরা আপন ব্যবসা বলিতে লজ্জা করিনা।

অধ্যাঃ। (স্বগত) এষে দন্ত আর অভিমান সাক্ষাৎ বৃত্তিমান দেখছি। (প্রকাশ্যে)
ওঃ আপনারা “ব্যবসায়ী পণ্ডিত”!।—বহু নমস্কার।

জ্যেষ্ঠ। হ্যাঁ, আমরা “প্রোফেসর”। নমস্কার!।

অধ্যাঃ। প্রোফেসর!—(চিন্তাকরে)—প্রোফেসর অর্থে মথুর ত “ব্যব-
সাদার” পড়ে শুনেছি,—(স্পষ্টকরে)—হ্যাঁ, তবে সেই ব্যবসাই—
আমরা যারে জাতীয় বৃত্তি বলি?—

কনিষ্ঠ। (হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ ঊনবিংশতী শতাব্দীতে আবার জাতীয় বৃত্তির
বিচার!—অধ্যাপনকার্য উপযুক্ত বিদ্বান, ব্যক্তির সম্পত্তি তাহাতে
জাতিবিচার! অসঙ্গত, আমরা দেখুন একজন চর্যাকার, একজন জোলা।

অধ্যাঃ। (মনে মনে) সর্বনাশ!—এদের আসন দিয়ে সম্ভাষণ করে
কল্লেম কি!—প্রকাশ্যে—(সাবধান হয়ে)—আমি পূর্বেই নিবেদন
করেছি যে অধ্যাপনাটা আমাদের (ব্রাহ্মণের) জাতীয় বৃত্তি, তা
বলে যে আমি পণ্ডিত এমন অভিমান কর্তে পারি না, কারণ
পণ্ডিতা ভিমান আধ্যাত্মতাব নয়, অভিমান, দন্ত আর অহঙ্কার
এগুলো=মূর্খের বা শূদ্রের সম্পত্তি।

জ্যোষ্ঠ । আপনি কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ?

অধ্যাঃ । ই্যা ব্রাহ্মণ বটে, পণ্ডিত নই । পণ্ডিত আপনারা হবেন ! !

(মুখ ব্যাজার কোরে)—

জ্যোষ্ঠ । (হাস্য) হাঃ হাঃ, তবে ত স্বজাতি !—

অধ্যাঃ । (সবিস্ময়ে) স্বজাতি ! আপনিও কি ব্রাহ্মণ ?

জ্যোষ্ঠ । আদি চন্দ্রকারই এখনকার ব্রাহ্মণ !

অধ্যাঃ । জাতি তত্ত্বে ত আপনার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি দেখছি !

জ্যোষ্ঠ । আপনি কি আপনাদের আদি বৃত্তান্ত জানেন না ?

অধ্যাঃ । আমরা এ সব উদ্ভুটে তত্ত্ব জানিনে বটে !

জ্যোষ্ঠ । তবে শুনুন ।

বেদ বাদ লয়ে যবে হয়েছিল গোল,

ব্রাহ্মণেরা সেই কালে বাজাইত ঢোল ।

মদথেরে চুরচুরে জোরে চাটি দিতে,

পড়িল কাঁদের ঢোল ছিঁড়িয়া ভূমিতে ।

পেলেনা ক ঢোল গোল-মালেই রহিল,

গল-রজ্জু বাজন্দরে “ব্রাহ্মণ” হইল ।

অধ্যাঃ । (অবাক হয়ে) আপনারা কোন্ দেশী লোক ? মাদক ব্যাভার করে থাকেন না কি ?

কনিষ্ঠ । কেন মশয়, এ গুলিন কি মাতালের কথা !—“ওরিজিন” ধল্লেই মাতাল !—হক কথা আপনাদের সহ্য হয় না ?—”

অধ্যাঃ । (মনেং) “ওরিজিন !” অরিজিন ত মথুর মূল ও আকরকে বলে,—(প্রকাশ্যে) আপনি জ্ঞানাধ্যাপক, আপনার জ্ঞান তবে আকরে ?

কনিষ্ঠ । আমরা কেবল আকরে কেন, জলস্থল অনলে চরাচরের সর্বত্র জ্ঞান অব্বেষণ করি, কেবল পুস্তকে জ্ঞান, এ কথা আপনাদের মত পণ্ডিতেরাই বলে থাকেন ! ।—

অধ্যাঃ । (রাগতঃ) পণ্ডিত হতে চান আপনারা হন আমার আর ও কথা বলবেন না, আমরা জ্ঞান বিদ্যার অভিমান রাখি না !

কনিষ্ঠ । (ভঙ্গিক্রমে) জ্ঞান বিদ্যা “থাক্লেই” অভিমান থাকে !

অধ্যাঃ। মুখের বিদ্যালাভ আর অজ্ঞানীর জ্ঞান লাভ অধনের ধনলাভের
 গ্রায় অভিমান ও গর্বের কারণ হয় বটে, —কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির
 তাহা স্বাভাবিক বৃত্তি এজন্ত অভিমানের কারণ হইতে পারে না !
 তাঁরা “আমি বিদ্বান আমি জ্ঞানী” ইত্যাদি মুখে বলিয়া বেড়াতে
 লজ্জা বোধ করেন !! — “বিদ্যাব্যবসায়ী” আর “পণ্ডিত” এ দুই
 শব্দে অনেক ইতর বিশেষ আছে।

কনিষ্ঠ ! (ছল ধরে) আমরা ইতর ?

অধ্যাঃ ! (স্বগত) সে আপনাই প্রকাশ করেছে ; (প্রকাশে হাস্ত-
 আশ্র) না না, আপনারা ইতর ন্ত্য আপনারদের মুখের উপর বলে
 কারসাধ্য ; ফলে আমি, পণ্ডিত আর অধ্যাপক শব্দের অর্থের ইতর
 বিশেষ অর্থাৎ তারতম্য আছে তাই বলেছি।

জ্যেষ্ঠ ! ভাল প্রভেদটা ব্যক্ত করুন।

অধ্যাঃ। দেখুন,—

পণ্ড—ইত দুটা শব্দ সমাসে=পণ্ডিত।

পণ্ড মানে নষ্ট, ইত এখানে, নিশ্চিত।

পণ্ডশ্রম ইহ লোকে করে যেই নর,

তারেই আমরা বলি “পণ্ডিত-বর্জর” !!!

জ্যেষ্ঠ ! আমরা কি আপনারদের মত পণ্ডশ্রম করি ?

অধ্যাঃ। (মনেং) — “আপনারদের মতন” বোলে আবার ধূর্ততা প্রকাশ
 করা হল,—(প্রকাশে) —কি ফল পান ; —এই দেশ বিদেশ ঘুরে,
 বকাবকি করে ; —পরজ্যো নজর মেরে, কারু স্রুধ কারু স্বাধীনতা
 হরে কি ফল পান ?

উভয়ে ! বেতন পাই আর গালভরা বাহ-বা পাই !—

অধ্যাঃ। তবে প্রকৃত অধ্যাপক ও নয়, “বিদ্যা জ্ঞান বিক্রেতার চাকর।”
 (হাস্ত) —হাঃ হাঃ হাঃ। —

উভয়ে। (গর্বের) চাকর ! কি সামান্য কানায় বলায়ে চাকর,—
 প্রোফেসর !

অধ্যাঃ ! বুঝেছি। — “পণ্ডশ্রমীচাকর” !!!—

কনিষ্ঠ। তবু তাই বলবেন ?

অধ্যাঃ । কেন, বৃথা কার্য্যে জীবন নষ্ট করেন না? পার্থিব ধনের লোভে জঘন্য নীচ বৃত্তিকে গুরুস্বার্থ মনে করেন না?। অনিত্য কায়িক সূখ সম্ভোগের নিমিত্ত প্রাণের ভয় মানের ভয় ও ধর্ম্মভয় তুচ্ছ করেন না?। অবোধ বালককে প্রলোভন দেখান না? ভানুমতীর ভেল্কী দেখাইয়া লোকমুগ্ধ করেন না? দুর্ব্বলকে ভয় দেখাইয়া ধনে প্রাণে সারেন না?। স্বমতে আনিয়া আবার ঘৃণা কি করেন না? আমাদের—বিদ্যাব্যবসায়ীদের অপদস্থ করে ছই হাত তুলে নৃত্য করেন না? না “সর্ব্বের বর্ণা দ্বিজোত্তমা” বলিতে প্রকারান্তরে উৎসাহ দেন না?। কি না করেন,—অর্থের লোভে সেই “বেতন আর বাহবার লোভে” আপনাদের কোন কার্য্য অপকার্য্য বলুন?। অতএব আপনারা অধ্যাপক ও নন ব্যবসায়ী ও নন, কেবল পণ্ডিত শব্দের দ্বিতীয়ার্থের দৃষ্টান্তরূপ পণ্ডশ্রমী ভূতা!”। বিদ্যা আর জ্ঞান কি কেবল চাকরীর জন্তে।

কনিষ্ঠ । অসাধ্য সাধন চেষ্টা কি অপকার্য্য? পণ্ডশ্রম?

অধ্যাঃ । এক গাছের ডাল অন্য গাছে জোড়া, বৃদ্ধকে বালক করা, বালককে (ইচ্ছাপাকা) বৃদ্ধ করা, রাতারাতি বিদ্বান ও জ্ঞানী করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা নিষ্ফল চেষ্টা আর কি আছে, ইহা কি পণ্ডশ্রম নয়?

জ্যেষ্ঠ । এ সব কায কি আমরা বৃথা করি,—এ যে পরোপকার অঙ্গ দেশ হিতের নিমিত্ত!—

অধ্যাঃ । (ব্যঙ্গ) আহা! সব পরহিতের নিমিত্ত,—স্বার্থের সম্বন্ধ গন্ধও নাই, কেমন?—

কনিষ্ঠ । (জ্যেষ্ঠের মুখ দেখে কিঞ্চিৎ বিবর্ণ হয়ে) তবে কি আমরা বৃথা বেতন নি, কায কিছু করি নি?—

অধ্যাঃ । তা করেছ, বেতনের কায করেছ। ছোঁড়া গুলকে খানছাড়া মানছাড়া, দেশছাড়া, বেশছাড়া সমাজ ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়ার মত সৃষ্টিছাড়া করেও এখন নাড়াচাড়া দিচ্ছ, আশার দাশত্ব ছাড়তে দিচ্ছ না!।—

জ্যেষ্ঠ । (মনেং) আহা, বেশ ত বিলক্ষণ ভব্য, উলঙ্গ বল্লৈই হয়,—

(প্রকাশ্যে) তা একটাও কি দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাল দেশহিতৈষী পরোপকারী নেই?—সকলেই চাকর?—সকলেই কি পেটুক পণ্ডিত?—

অধ্যাঃ । দৃষ্টান্ত যোগ্য কয় জন,—যা ছাড়া জ্ঞান আছে বলছেন সে তাদের আপনার গুণে, পূর্ব জন্মের গুণ্য বলে ; অধ্যাপকের গুণে নয় !! অধ্যাপকের গুণে কেবল চাকরের দলই হুটপুট হচ্ছে । তা হবে না কেন, গুরু যখন পেটের দায়ে বেতন নিয়ে জ্ঞান বিদ্যা বিক্রয় কচ্চেন, তখন ছাত্রেরা আর কি করিতে পারে !—আহা উন-বিংশ ! তুমি ধন্ত,—তোমার প্রভাপে, যথার্থ চাকরেরা আর চাকরি পাবে না । সকল চাকুরীই বিদ্বান ও জ্ঞানীর “একচেটে” করে দিলে !!—

উভয়ে । (সাবধানে) মহাশয় ! ও সব পরের কথা এখন ত্যাগ করুন, ও সব ক্রমে ক্রমে টের পাওয়া যাবে, এখন পণ্ডিত শব্দের প্রথমার্থটা কি বলুন দি?—

অধ্যাঃ । (শাস্ত হয়ে) মহাশয়গণ ! আমি কি প্রথম কি দ্বিতীয়, কোন অর্থেরই পণ্ডিত নই,—কিন্তু অর্থ শ্রবণ করে মনে মনে বুঝবেন আপনারা কোন অর্থের পণ্ডিত ।— যদি বুঝতে পারেন, তবে অপরাধ মার্জনা করবেন ।

উভয়ে । (হেসে) ভাল, আপনি বলুন, বিদ্যার চর্চায় আমরা বিরক্ত হই না ।

অধ্যাঃ । (স্বগত) গুণের মধ্যে ঐ টুকু ।—(প্রকাশ্যে) ত্রা আপনাদের সঙ্গে বিচারে জয়ী হওয়া আমাদের ব্যবসাদারদের কাঙ্ক্ষন নয়, কারণ আমরা শক্তি সামর্থ্য বিহীন অধীন, বৈ আর, কিছু নয় ।— আমাদের দুর্বলের সম্বলের মধ্যে যে শাস্ত্র আর ধর্ম তায় আপনাদের কিছুই উৎপাটন কর্তে পারে না । তবে অভ্যুত্থান ক্রমে পণ্ডিত শব্দের প্রকৃতার্থ বলি শ্রবণ করুন ;—পরন্তু দেখবেন তে উপদেশ মেনে শেষে যেন “কপিবয়ঃ” সম্বন্ধী রহন্ত না হয়ে পড়ে ।—কে দক্ষিণ হস্তের তর্জনি উঠাইয়া,—

ই

পরের রমণী দ্বৈধে জননী সমান,

পরধন কাষ্ঠলোভী সমান যাহার,—

সর্ব্বজীবে আশ্রয়ভাব, আশ্রয়তৃপ্তি মাত্র লাভ,
 পণ্ডিত বিদ্বান জ্ঞানী আখ্যান তাহার । ১
 অপ্রাপ্য বাসনা গত শূচনা রহিত,
 বিপদে অচল বুদ্ধি থাকে যে জনার,—
 দেশ কাল পাত্র হেরে জ্ঞান বিদ্যা দান করে,
 পণ্ডিত বিদ্বান জ্ঞানী আখ্যান তাহার । ২

উভয়ে । (হাস্য করতঃ) এ পণ্ডিতের নয়, পক্ষপাতীর লক্ষণ । আমরা একরূপ
 পণ্ডিত নই বটে,— আমরা মেঘের মত সর্ব্বত্রই বিদ্যা বৃষ্টি করি,
 পাত্রাপাত্র বিবেচনা করি না ।

অধ্যাপক । (স্বগত) পরে টের পাবে, এখন স্বার্থহানির ভয়ে বুঝেও বুঝে
 না, (প্রকাশ্যে) তা বেস করেন, কিন্তু পরিণাম বিবেচনা না
 করাই মূর্থতা, মূর্থ আর গাছের ফল নয় ।!

উভয়ে । (স্বার্থসাধনের স্বেচ্ছা না দেখে ব্যস্তভাবে) তবে এখন বেলা
 হল, আপনি পড়ান, আমরা বিদায় হই, আবার দর্শন পাব
 (বোলে) গাত্রোথান ।

অধ্যাপক । যে আজ্ঞে,— কিছু মনে করিবেন না, অর্কাচীন অনেক
 অত্যাচার করেছে!— স্বজাতি-স্বভাব ছাড়তে পারে না ।!

উভয়ে । না না, আমাদের এতে মান অপমান নাই, আপনি বসুন,—
 স্প্রত্নাত নমস্কার নমস্কার । (বোলে) ছাত্রকে দেখতে দেখতে—
 উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয়াভিনয় ।

অধ্যাপক । (ছাত্রের প্রতি) আঃ ঘান দে অরত্যাগ । এঁরা কে, চেন হ্যা
 ক অঘোর?—

অঘোর । না মশয়, কখন দেখিনি ;— কিন্তু অহুমান হয় নবীন পাঠশালা
 সংক্রান্ত কোন অধ্যাপক হবে,

বিপিনের প্রবেশ ।

বিপিন । (নব্য সভ্য) আজ্ঞা হ্যা আমি ওঁদের চিনি ওঁরা ছুজনেই মস্ত
 লোক, সহরে পরিচিত, একজন ত সাক্ষাৎ সরস্বতী, আর এক

জন কে বিশ্বকর্মার বাবা না হন বেটা রল্লো অত্যাঙ্কি হয় না!!—

অঘোর । (প্রকৃত টোলের ছাত্র কেবল সংস্কৃত জানে সুতরাং গুরুর প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান, গুরুর মতেই মত, অতএব গুরুর পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক বিপীনের প্রতি, বাঙ্গ কোরে) বিপীন ! তুমি বেস মানুষ চিন্তে পার, হাজার হ'ক সহরে বুদ্ধি কি না !। সেই পর্য্যন্ত কেবল বিতণ্ডার কাণ ঝালাপালা কচ্ছিল, ওঁর কাছে মন্তলোক হয়ে গেল !—

বিপীন । (ইংরাজী পড়া সহরে ছেলে, বুদ্ধিটা বেস উনবিংশতি শতাব্দীর যোগ্য, অধ্যাপকের মতে মত দেওয়া কে নিতান্ত নিকোঁধের কাষ বিবেচনা করে ; সংস্কৃত শাস্ত্রে সাপ ব্যাং কি আছে তাই ধর্মে টোলে এসেছে, প্রকৃত সাপুড়ের মত অধ্যাপকের বিষদন্ত ভাংতে ব্যগ্র, অঘোরের বাক্য দণ্ডাঘাতে অত্যন্ত আহত প্রায়) অঘোর ! রতনেই রতন চেনে, তুমি পল্লিগ্রামের পোড় সহরের ধার কি ধার, না ভেনে শুনে ওমন তর ভদ্রলোকের প্রতি বিদ্রূপ করিও না, তোমার মানা কচ্ছি ।

অধ্যাপক । (বিপীনকে ইংরাজী পড়া ছাত্র জানিয়া মান রেখে) বিপীন যেতে দেও ।

বিপীন । (সাম্য হয়ে) যে আজ্ঞা (বোলে বচন আওড়ান) “পাপাণি” হাঁঃ, মশয় ! আপনি পাপীর সহিত কথা কয়েছেন, এক্ষণে কি ব্যবস্থা করবেন ?

অধ্যাঃ । কে, পাপী কে হে ?

বিপীন । কেন, ঐ যারা উঠে গেল ।

অধ্যাঃ । (স্মরণ) হাঁ হাঁ, ওরা নীচ জাতি বলুছিল, একজন “চামার” একজন “জোলা” বিদ্যা বলে ভদ্র লোক হয়েছে, তা “পাপী” নয় । তার আবার ব্যবস্থা কি, স্নানে শুদ্ধ!!—

বিপীন । হোঃ হো (হেসে) ওরা যদি পাপী নয় তবে আবার জগতে পাপী কে ? আপনাদের শাস্ত্র কাকে কাকে পাপী বলে কাকে কাকে বলে না বুঝতে পারি নে ! বোঝা ভার । আপনারাই বুঝতে পারেন না আমরা কি !।

অধ্যাঃ । কেন ওরা জ্ঞানবিদ্যা পেয়েও পাপ করে, আশ্চর্য্য!—বোধ করি তেমন গর্হিত পাপ না হবে, তা হলে কি ভদ্রসমাজে মাত্ৰ পণ্য হতে পার্ভ!—

বিপীন । আর এখন আপনার বেলা যাবলুন, ওরা কিছুই ছাড়ে না । যদি গো মাংস হৃকরমাংস ভক্ষণ মদ্যপান, চাণ্ডালান ভোজন, মল-মূত্র ত্যাগ করে জলশৌচ না করণ পাপের মধ্যে না হয় তবে আর ভাব না 'কি, আমরা ত তাই চাই! । নেড়া ভাত খাবি না আঁচাব কোথা! ।—

অধ্যাপক । বলিস কি বিপীন! এরা কি তারাই, যাদের ছাওয়া মাদান নিষিদ্ধ?

বিপীন । আজ্ঞে হাঁ, তারাই, দেখুন জ্ঞানবিদ্যার বলে কতদূর পৌঁচেছে । আপনি ও আস্তে আজ্ঞা হয় বলে নমস্কার করেছেন! ।—

অধ্যাঃ । সর্বনাশ! এখন কর্তব্য?

বিপীন । প্রায়শ্চিত্ত, মাথা মৃড়ন গোময় খাওয়া গঙ্গা স্নান গায়ত্রী জপ, যা আমাদের পড়াচ্ছেন!! (মুছাস্ত)

অধ্যাঃ । তা আমি কেবল আলাপ করেছি আর ত কিছু নয়, আমার প্রতি কেবল স্নানচমন যথেষ্ট । '(বোলে) বিষ্ণু স্মরণ "নারায়ণ নারায়ণ" ।—

বিপীন । আপনি যেন হরিমটকেই সারলেন, অস্ত্রের হ'লে?

কধ্যাঃ । অস্ত্রের হ'লে দোষ বিবেচনায় ব্যবস্থা ।

বিপীন । ভাল, যারা সর্বদা ওদের সঙ্গে একাসনে, যান বাহনে সস্তাষণে আর পংক্তি ভোজনে থাকে তাদের?

অধ্যাঃ । তাদের সেইরূপ ব্যবস্থা । চান্দ্রায়ন হতে অনুগমন পর্য্যন্ত ।

বিপীন । তবে ত দেশশুদ্ধ নিত্য প্রায়শ্চিত্ত কর্তে হয়!

অধ্যাঃ । (সতর্কভাবে) এটা বিশেষ ব্যবস্থার বচন হে, আর নিত্য সামান্য সংসর্গজ পাপ নিত্য সন্ধ্যায় ক্ষয় হয়, সে জন্তে নিত্য সন্ধ্যা করিবার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র আছে ।

বিপীন । (জনাস্তিকে) তা সব কর্ম্ম ফেলে সন্ধ্যা ত আমরা আগে করে

ধাকি, (প্রকাশ্যে) যদি সন্ধ্যার এ সব পাপ কাটে তবে আবার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কেন ? এ সাপের মস্ত পড়ে কল ?

অধ্যাঃ । জ্ঞানকৃত পাপের জন্তে ।

বিঃ । (রাগত-স্বগত) একে ত সন্ধ্যাই করিনে, করিনে কি মানিনে, তায় আবার যা করি সব সজ্ঞানেই করি, (প্রকাশ্যে) মশয় ! ত্রিসন্ধ্যা না করে ও ত্রিসন্ধ্যার আজকাল আমরা যে সব সঙ্গজ পাপ করি, সে গুলিন কি সব অজ্ঞানকৃত ? সদাসর্বক্ষণই কি আমরা জ্ঞানশূন্য, এত পড়ে শুনেও অজ্ঞান ?

অধ্যাঃ । (পরিণাম ভেবে) বাপুহে ! অ্যুজকাল দর্শন স্পর্শন সম্ভাষণে পাপ হয় না তার প্রমাণ ও আছে আর এক প্রকার চলেওছে ;—দশ-জনে একটা দোষকে দোষবলে স্বীকার নাকোলে সেটা দোষ বলে ধর্তব্য হয় না, কারণ ঠক বাচুতে গাঁ উজাড় হয় । তবে কেবল সহভোজনটাই নিষিদ্ধ বলে “অনুগমনং” প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা কচ্চেন । “অনুগমনং কিনা তজ্জাতি প্রাপ্তিকরণং”—

বিঃ । (মনে মনে) ‘তবে পথ আছে, তজ্জাতি প্রাপ্তিও একটা প্রাচিস্তির’ । (প্রকাশ্যে) মশয় জানেন সহভোজনটা এখনও বাকি আছে ? (নিম্নস্বরে) হুঁঃ সহভোজন, এখন উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্তেও সুপারিস চলচে,—সহভোজনটা পাপ ! । মশয় ! ওসব পুরাতন ব্যবস্থা আর একালে খাটবে না নূতন কিছু থাকে তা বলুন ।

অধ্যাঃ । (নরম হোয়ে) তা ত কেউ জানেনা বাপু ? শুণ্ড পাপের দণ্ড ধর্ম্মইদেন ! তাতে রাজার হাত নেই সমাজের ও হাত নেই ।

বিঃ । সমাজ ত অনেক কাল থেকে হাত পা ভাঙ্গা খোঁড়া হামাগুড়ি দিচ্ছে, আর রাজা আশ্রয় সেবা কচ্চেন তাতেই বা তাঁর দোষ কি !

অধ্যাঃ । নাহে বাপু, হাতি মলেও তবু লাথ টাকা । আর্য্যসমাজ এখনও তেমন পঙ্গু হয়নি, এখন আমরা বেঁচে আছি !

বিঃ । কেন, কেউকি জানে না যে এখন পান ভোজনের বাধা নাই । সমুদ্রে কি হয়, রেল কি হয়, হোটেল কি হয় !! আপনারা যদি বেঁচে থাকেন তবে আপনাদের ছেলে পিলেরাও বেঁচে আছে !

• অধ্যাঃ । টেক আমাদের পাড়ায় ত এখনও তেমন কিছু দেখতে শুনেতে পাইনে ।

বিঃ। (হাস্ত) গাঁ বড় তার মাজের পাড়া । মানুষের মধ্যে মাধব আর অঘোর তারা ত “জুজু” বলেই হয় ! । সহরে চলুন, ষ্টেশনে চলুন, দেখতে পাবেন একটা জলপাত্র আর একটা ডাবা বৈ আর ছটা নাই ।

অধ্যাঃ। সত্য কি হা বিপীন ?

বিঃ। সত্য না ত কি মশয় । ও অঘোর কোন্ খবরটাই বা রাখে ; বা জিজ্ঞাসা করবেন তাই বলে জানিনি, অমন শাস্ত্র পড়ার ফল ? ওর চেয়ে ত মুখ থাকাই ভাল ! । দশজন লোকদেপ্তে না, দশটা কথা কইলে না, দশটা খবর রাখলে না যে সে কি আবার মানুষ !—বদি “দশমুখেই ধর্মব্যবস্থা গ্রাহ্য হয়; তবে এ মাথা মুণ্ড পড়ে আর ফল কি? এ পুণি দূর করে টেনে ফেলে দি (বোলে পুস্তক উঠান)—

অধ্যাঃ। হাঁঃ হাঁঃ বিপীন কর কি, শাস্ত্র হও পুথির কি দোষ স্থির হও ; তুমি নয় অস্ত্র তত্ত্ব পড় তায় হান্ নাই ।

বিঃ। (শাস্ত্র হয়ে) যা কাষে লাগবে তাই রাখা উচিত । এব্যবস্থা দশজন মধ্যে প্রচলিত নয় তবে রেখে ফল ?—

অধ্যাঃ। প্রচলিত কি বাপু ?

বিঃ। অল্পগমনের স্থানে অনুতাপ আর ধেমুহ্মা বরাটকা স্থানে উদ্যান ভোজন (গার্ডেন ফীট)—!

অধ্যাঃ। (বালকের ব্যাখ্যা বিমুগ্ধ প্রায়) অনুতাপটা মুণ্ডনের এবং উদ্যান ভোজনটা অর্থদণ্ডের অনুকল্প, মন্দ নয় । কিন্তু, (নম্র নিয়ে) কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কি ? (বোলে হাস্ত) ।—বাপু সেটাত বল ।।

বিঃ। (সহর্ষে) চিন্তা করবেন না মশয় ! তার বন্দবস্ত হচ্ছে !

অধ্যাঃ। আশ্বাস পেয়ে আশ্বাসে বিপীনের পীঠ ঠুকে) সে কিরূপ বাপু ভাল করে বল ত ?

বিঃ। সিউরে নাকসিটকে) অ্যাঃ—মশয় কল্লেন কি আমার ছুঁয়ে ফেল্লেন, আবার চান কন্তে হবে ! ! মশয় সেই চামার আর জোলা ছুঁয়ে এখন বিনা স্থানে আছেন ।—

অধ্যাঃ। নে তোঁর ওসব সহরে মস্করা এখন রেখে দে—বল আসল কথা বল—(মিথ্যা কোপ প্রকাশ)—বেটা শিক্ষকের সঙ্গে রহস্য ? এই রিদ্যা হয়েছে ?—

বিঃ । (ভাববুদ্ধে মনে মনে হাস্তকরত) আসল কথা এই যে খ্রীষ্টকীর্তন
বেরয়েছে তাতে ভরতি হতে পাল্লো বিলক্ষণ চুল্বে ।

অধ্যাঃ । ছুর অর্কীচীন ! সকার বকার, বক্টিম্—তাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের
কি সম্পর্ক ?

বিঃ । মশয় ! বিপীন সবচীন, বড় অর্কীচীন নয়,—এই কীর্তনকাণ্ডটি
কেবল পণ্ডিত ধরবার ফাঁদ । পণ্ডিতেরা একটি কোন প্রকার পুরাতন
“ধর্ম্মচং” না দেখলে ত ধরা দেন না, তাই । সংকীর্তন উপলক্ষে
মচ্ছবও হবে ! । পেটভরা চীড়ে আর দধি ! বিষ্ণু ;—পাউরুটি
আর পনীৰ ! !—

অধ্যাঃ । বিপীন তুমিও ঐদলস্থ না কি ?

বিঃ । “ক্ষুধান্তরাগাং ন চ স্বাদগন্ধঃ—

অধ্যাঃ । তবে জ্ঞানীতে আর কুকুরেতে কি প্রভেদ রইল ?

বিঃ । (পুনর্বার উদ্ভাষপ্রকাশপূর্বক) আহার ব্যবহারে ধর্ম্মের কথা,—
ধান ভানতেই শিবের গীত ! ওসব আমাদের ভাল লাগে না ।
আহার স্বভাবের মতই ভাল, ধর্ম্মের সঙ্গে তার কিসের সম্বন্ধ ?
তা থাকলে আমাদের ধর্ম্মহানি হত বটে । (উদর দেখান) এই
দেখুন কেমন গঙ্গাজলে ধোয়া ধপধপ কচ্ছে,—অথাদ্য খেলে কি
ছাপা থাকে । ইঁট পাটকেল পেটে হড়মুড় কর্তে থাকে ! ।

অধ্যাঃ । (গম্ভীর ভাবে) আর বাকি কি । অকাল মৃত্যু, চিররোগ, বহু-
রোগ “ম্যালেরিয়া,” এপিডেমিক এসব আর কিসের দোষ,—
কেবল ভোজন পানের দোষে অনাচার কদাচার বথেচ্ছাচারের ফল
ফল্গে,—নিয়ম ব্যবস্থা ও ধর্ম্মভর থাকলে এমন কখনই হয় না ।
বাপু ! তোমরা বাহ্য শৌচে বত যত্ন কর অন্তঃশৌচে তার একাংশও
কর না এইট বড় দোষ ! ।

বিপীন । অন্তঃশৌচটা বোধ করি আপনাদের অপেক্ষা আমরা ভাল বুঝি,
আমরা ছুট ভাষা জানি তাতে আমাদের হৃদিগেই চক্ষু ! । অগ্র
পশ্চাৎ হৃদিক রাখতে বেস পারি, আবার “নাও” বলি ! ।—আপ-
নারা এখন “স্মৃতি” ছেড়ে যদি কিছু “ল*” দেখেন ত ভাল হয় ! ।

অধোর । (অনেকক্ষণ শুনে২ আর থাকতে না পেরে) স্মৃতি ফেলতে
বলচ,—“স্মৃতিভ্রংশাধু দ্বি নাশো” স্মৃতিভ্রষ্ট হলেই বুদ্ধিনাশ হবে”
এ কথা একেবারে লেখা,—তুমি এও জান না ? ডুবে মর গে !
বিপীন । (আপনার মনে) “হাতি চলা জাতা হায় কুত্তা ভোঁকাই” করতা
হায়” !—বা, এখন স্নান কর্গে যা নৈলে ঘরে নেবে না,—
(বোলে) প্রশ্নান ।

পথমধ্যে ।

বিদ্যাভিমান ও জ্ঞানাভিমান ।

জ্ঞানাভিমান । (পথে যেতে২) দাদা ! কৈ এখন ত অনেক বাকি
দেখচি । গল্লিগ্রামে এখনও কিছুই করতে পার নি ! ।
বিদ্যাভিমান । (গর্বে) তুমি ভাই এই সবে এসেছ, এখনও ভিতরের
কথা ত কিছু দেখতে শুনতে পাও নি, তাই ঐ গোটাকতক
বুদ্ধ মুখপাং দেখে অলীক আশঙ্কায় পড়তেছ ! ।

জ্ঞাঃ অঃ । (ভরসা পেয়ে) ভিতরটা কি ভাল গোচ ?

বিঃ অঃ । তার সন্দেহ কি । আমার এদিনের পরিশ্রম কি সত্য সত্যই
ভস্মে হবন হবে ? ।

জ্ঞাঃ অঃ । একবার আমিও সেটা দেখতে চাই ।

বিঃ অঃ । সে জন্যে আর অন্তঃপুরে যেতে হবে না !

জ্ঞাঃ অঃ । তবে কোথা ?

বিঃ অঃ । ঐ যে সানের ঘাটে !

জ্ঞাঃ অঃ । বল কি দাদা ?

বিঃ অঃ । আর কি ; তোমার বৌ ভগ্নী শিল্প রাণী কি নিশ্চিন্ত আছে !
বোল্ ফিরেছে, বাতাস বদলেছে ।—

জ্ঞাঃ অঃ । (পর প্রসংশায় কাতর হয়ে) তিনি আর কি করেছেন ?

বিঃ অঃ । (ক্রভঞ্জে) ছুঁড়ী গুলকেও ছোঁড়াদের মর্তন বুড়ীদের কাণকাটতে
শিখিয়েছে ! । এখন আর সহজে কোন কথা শোনে না,—
সমস্যা করে,—গ্রায় অন্তায় বিচার করে,—আপনাদের অধি-
কারের তত্ত্ব এবং সম্বন্ধের সমাচার না বুঝে কিছুই করে না ।
অধিক কি, এখন কোনো বৌ আর নেই বলেই হয় !

জ্ঞাঃ অঃ । (মুহূহাস্তে) কি “রীজনিং” শিখেছে বলছ দাদা ?—

বিঃ অঃ । হ্যা ভাই তাই বটে ।

জ্ঞাঃ অঃ । (গর্বে) হঁ হঁ ;—সেটা কার গুণে দাদা ?

বিঃ অঃ । সেটা তোমার বউ ভগ্নীর গুণে ভাই, আর কার !

জ্ঞাঃ অঃ । (উপহাস করে) হেঁ হেঁঃ—আমার বৌ ভগ্নীর কি তোমার বৌ-ভগ্নীর গুণে দাদা ?—রীজনিং টা-ত প্রিয়ে জড়বাদিনীরই গুণ !—

বিদ্যাঃ অঃ । (অপমান বোধে) হোক, তবু আমার শিল্পরাণীই মূল্যধার ; কেন না কারীগরীর ছলে পেটে কালীর অক্ষর তিনিই প্রবেশ করেছেন ; আর কালীর অক্ষর অখাদ্য হোলে ত রীজনিং চলে না ?

জ্ঞাঃ অঃ । বল কি দাদা !—তা হলে আর আমার মহিমা কি ?

বিঃ অঃ । তা তুমি কি বিদ্যাহীনকে বিচারক কর্তে পার ।

জ্ঞাঃ অঃ । প্রিয়ে জড়বাদিনীর এত মান আর কিসে দাদা ! ঐ দেখ কত অক্ষরহীন অর্কাটীন দল প্রিয়ের কৌশলে রীজনিং ধরে বড় সাফরের বাক্ রোধ কচ্ছে ! অভাব কি ?—সে বাহউক,—এখন সানের ঘাট টা কি রূপ চলদি দেখি !

বিঃ অঃ । (গর্বে) ভাই হে ! হাজার হও তবু তুমি এখনও তত ভিতরে প্রবেশ কর্তে পাও নি, তাই বলি যে কিছু দিন আমাদের সঙ্গে থেকে গাঁর বাত্ৰা নেও ! ।

জ্ঞাঃ অঃ । কোথা ?

বিঃ অঃ । ঐ সানের ঘাটে ।

জ্ঞাঃ অঃ । গাঁর বাত্ৰা ঘাটে ?

বিঃ অঃ । (হাস্য) হেঁ ভাই, এখানে গৃহস্থের গুপ্তকথা প্রথম ঘাটেই পাওয়া যায় । আমাদের হাটে ক্যামন ?

জ্ঞাঃ অঃ । হ্যা, তবে চলো দাদা !

[উভয়ের প্রস্থান ।

সানের ঘাট ।

দুইটি স্ত্রীলোক সানাস্তে কেশমার্জন কচ্ছে । উভয়ের মুখশ্রী ও মৌসাদৃশ্য দেখে জন্যা ও কত্ৰা বলিয়াই নিশ্চয় হয় কেবল বয়ঃক্রমের ব্যতি-

ক্রমমাত্র । একটি চল্লিশ পার করেছেন অতএব স্বভাবতঃ হিরা ও গম্ভীরা, আর অশ্রুটি ষোড়শী যুবতীর চাকল্য চপলাকে স্বকীয় শীলতা-স্বলভ স্মৃতির সভাবাসরে গোপন তৎপর্য্য বোধ হচ্চে । টকটকে রং ও সর্কাস্ক সুন্দর গঠন হইলে যেমন সুদৃশ্য হতে হয়, যুবতীর যৌবনে তাহা একত্র সংঘটিত হইয়াছে । তাহার আজ্ঞাভুলম্বিত মুক্ত কেশদাম অঙ্গমার্জনী তাড়নে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাতঃ সমীরণ হিল্লোলে এক২ বার মুখ মণ্ডল আবৃত করতঃ যেন শারদীয় শোভা বিকাশ করিতেছে । সীমন্তে সিন্দূর রেখা উন্নত নাসাগ্রে নথ, করদ্বয়ে স্তবর্ণবলয় এবং পদদ্বয়ে রৌপ্য মল আইওজের পরিচয় দিচ্ছে । ছোট নিম্বল কপাল হইতে নিঃসৃত লাবণ্য জলে চঞ্চল নয়নসফরীয়ুগ সহচরী মৃণালী ক্রয়ুগ সঙ্গে যেমন বিহারে ব্যস্ত, তেমনি প্রবালী ওষ্ঠাধর মধ্যবর্তী উজ্জ্বল দন্তপংক্তিতে মুক্তাপংক্তি ভ্রমে রাজহংস-গ্রীবা উন্নত হইয়া রহিয়াছে । আহা ! তাহার বিস্তৃত ষফলক্ষিত পূর্ণযৌবন রসপূর্ণ যুগল পয়োধর ভারে অবনত ক্ষীণ কটিতটস্থ ত্রিবলী রেখা যেন ত্রিধারা-সিক্ত পীন নিতম্ব লগ্ন জাহ্নজ্জেষ নিমগ্ন হইয়া অন্তঃ-শীলা “মুক্তবেণী” রূপে চরণ বিধারায় সচন্দ্র চম্পক কলিকা ভাসাইতেছে ! ।

বিনোদ ও বিনোদের মার প্রবেশ ।

মা । (কেশ মার্জন করিতে২) বিহু ! ওবিহু ! বলি কাল রাত্রিরে কি বকাবকি কচ্ছিলি মা ?

বিনোদ । (নীলাশ্বর পোরে অশ্রুজল ফেলে) মা, কি করি দান করেছ তাই ধর্ম্মে বাঁধা, নচেৎ—(বোলে) ওয়াক থুং—ওক তোলা ।

মা । (মনে২ খুসি হয়ে) দেখি* তোর পেট দেখি । সায়েরের বাপা তাই করণ ।

বিনো । (মায়ের ভাব বুঝে হরিষবিষাদে) মা তোর কথায় হাসি পাচ্ছে, কিন্তু প্রাণ হাসতে চাচ্ছে না ।

মা । (আদরে) বালাই অমন কথা বলিস নে মা, ভগবান দেন ত ভাগ্যি ।

বিনো । (বিরক্তভাবে) কি জানি তুই কি বকচিস্ !

মা । (তবু আদরে) ক্যান মা ! তাকি হতে*নেই, এইত বয়েস আর কি বুড়ো বয়েসে হবে ! । ওক তুলচিস তাই বলি,—বলি যদি কিছু হয়ে থাকে !

বিনো । (অধোমুখে)—অশ্রুমোচন—

মা । কৈ দেখি তোর পেট দেখি (বোলে দেখে) না ;—তা নয়,—তবে
আবার ও কি? কাঁদচিস কেন ?

বিনো । (কাস্তে) মা ! ভালো কুল দেখে দিয়েছ, তা আমার অদৃষ্ট
মন্দ তোমাদের দোষ কি !

মা । কি হয়েছে ভেঙ্গে চুরেই বল না ছাই ? । এই কতকোরে যদি এ
মুখো হয়েছে, এখন কি কৌদল কর্তে আছে মা, যাতে ভাল থাকে
ভাল বানে তাই কর্তে হয় ! তা ওক তুলছিস কেন ?—

বিনো । মা বড় দুর্গন্ধ !

মা । (আশ্চর্য্য) দুর্গন্ধ ! কোথায় লো ?

বিনো । মুখে মা ! মুখে । কি জানি রাত্রে কোথেকে কি ছাই পাঁস খেয়ে
আসেন, মুখের গন্ধে ভূত প্রেত পালায় !

মা । ওমা ! অমন সোনার চাঁদ জামাই মূর্খনয় গোঁয়ার নয় ও তোর কোন
দেশীকথা গা ?

বিনো । মা মিথ্যে বলচিনে, মনে হলে মার ছদ্ম উঠতে আসে (বোলে)
ওয়ারক ২ । ওক তোলা ।

মা । (অবাক) কেন, কোন ব্যাম হয়েছে নাকি ?

বিনো । ব্যাম নয় মা, রোগে ধরেছে !

মা । বালাই শত্ভুরকে রোগে পড়ক ।—

বিনো । বিশ্বাস না করিস ত একদিন——

মা । (মেয়ের মনের তাব বুঝে) (রাগত) একদিন কি, স্নেহে দেখতে
বলচিস ?

বিনো । (মৃদু হাস্তে) হ্যাঁ, অমন কথা নাকি বল্চি !

মা । তবে কিলো ?

বিনো । (মায়ের কানে কানে)——

মা । ছর সর্কনাশী, আমি নাকি জামায়ের মুখ ঝুঁকতে যাব,—জামাই মনে
করবেন কি লা ?

বিনো । মনে ধল্লত মনে করবেন ? আমরা মনেই ধরিনে তা মনে করবেন
কি । না আমিই মনে ধরি না তোমার রান্নাই মনে ধরে !

মা । কেন লো ?

বিনো । আমার পাছু গেরে দোষ, আর তোমার রান্নার দোষ । গরম মসলা পড়ে না কিছু না !

মা । ও বাছা আমার ! তা নয় কলকেতা থেকে আনাব, জিজ্ঞেস করিস দি ?

বিনো । (কানে কানে)

মা । ও মা বলিস কি—সে যে অখাদি লো ! । ছিঃ ছিঃ কুলীন বামনের ছেলে, কুলীনের জামাই ক্রীষ্টানের খাদি খায় ? ওমা কোথা যাব !—

বিনো । আমি তা বলেছিলেম মা,—তা সে বলে “ঐ জন্তেত রান্তিরে ঘরে খাইনে”—একথার উত্তর কি ?

মা । (দীর্ঘনিশ্বাস) তা দেখ যদি ছাড়াতে পারিস !

বিনো । (কান্তে কান্তে) একটা রোগত নয় মা ! আঠারো টা । তাই কাঁদি বলি এরোগের ওষুদ নেই ।

ঘন ঘন নিশ্বাস আগুন গা,

যাচ্ছে তাই বকা অঠিক পা ।

রাঙ্গা চক্ষু টল টল অঙ্গ

জড় সড় রসনা বিশেষ উলঙ্গ ।

সকলের সঙ্গে সম-সম্বন্ধ

সোনায় সোহাগা মুখে হৃগন্ধ ! ।

বলব কি মা রান্তিরে যেন সে মাহুষ নয়, তুই দেখলে মনে করিস বুঝি “দানো পেয়েছে” ! ।

মা । (অবাক হোয়ে) বুঝিচি মা, কর্তা যে রোগকে ভয় করেন তাই ঘটেছে । (স্বগত) আমি বলেছিলুম যে “বত তর্ক তত নরক”—তেমনি হোয়েছে ।—(প্রকাশে)—তা চুপকর মা কেউ শুনতে পাবে ।

বিনো । (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) এর চেয়ে আইবড় থাকতুম ত ভাল ছিল মা !

মা । চল, বিদ্যালঙ্কার কে বোলে তোরে একখান নুসিংহী কবচ ধারণ করাব এখন (বোলে গমনোদ্যত)—

গৌরীর প্রবেশ ।

গৌরী । (বাল্য বিধবা, বিনোদের মাকে)—বিনোর মা চলে নাকি গো ?

মা । হ্যা মা যাই, সকাল সকাল রানতে হবে, জামাই ঘরে ।

গৌ । তা এত তাড়াতাড়ী কি, তারা এই চৌপাড়ীদে ঘরে গেল ।

মা । এই এত সকালে ?

গৌ । হ্যাঁ, মথুর বলছিল যে বাবার সঙ্গে স্মৃতি নিয়ে এতক্ষণ কি বকাবকী কচ্ছিল ! ।

মা । (স্মৃতির নামে ত্রস্ত হয়ে) তা এখন ঘরে গেছেন ত ?

গৌ । এতক্ষণ গেছেন বৈ কি । (বিনোদকে দেখে) আজ তোর অমন কাঁদ কাঁদ মুখ কেন বিহু ?

বিনো । (অধোমুখে) আর দিদি, যেমন অদৃষ্ট, কত পাপ কোরে পাড়ার্গেয়ে বামনের ঘরে জন্মেচি আজন্ম কাস্তে হবে, এই সবে স্মৃক বৈ ত নয় !

গৌ । (হুঃখ প্রকাশ কোরে) কেন লো, এখন ত সব ছেড়েছে শুনতে পাই?

বিনো । (অশ্রুমোচন) তা না ছাড়লে এ মুখো হতো না, তা নয় গো, গৌদিদি, এ আর কথা, বলতে নেই !

কাদম্বিনীর প্রবেশ ।

কাদম্বিনী । (বিনোদের বয়েসী, একছেলের মা, সীমস্তে সিন্দুর নাই,)
গৌরীর প্রতি—

গৌদিদি যে,—ও কে বিহু ?

গৌ । হ্যা বিহু !

কাদ । ক্যান আজ অমন বিমর্ষ কেন,—কোথা মুখে হাসী ধরবে না, তা নয় কাঁদ কাঁদ ?

মা । কদম আমার বড় লক্ষ্মীমেয়ে, এই কতবার জামাই এলেন গেলেন কখন কোন কথাটা শুনতে পাইনে !

কাদ । কেন গা মামী ! তোমার জামাই কটা স্কলেইত মানুষ ?

মা । তোরা সেয়না মেয়ে মা, মানুষ না হলেও মানুষ করে নিস,—বিহু আমার ক্যামন হাবী, তা পারেনা কেবল কাঁদে !

কাদ । আজ কাল মামী নিতান্ত গড়ির কাষ নয়, একটু সত্ব নত্ব বুঝদে হয় তবে শান থাকে !

মা । (কদমের সঙ্গে বিনোর মনটা নরম হতে পারে ভেবে) তোরা তবে কথা বাত্ৰা, ক মা, আমি এগুই (বোলে) প্রস্থান ।

কাদ । মামীর সঙ্গে ভাতারের কথা কচ্ছিলি বুঝি বিহু ?

বিনো । (অশ্রুলোচনে) মনের দুঃখ বলছিলুম ভাই, কথা আর কি ।

কাদ । এমন হাবী আর ছুটি নেই । আমাদের কথা পবনঠাকুরও টের পান না । ' একটু বুদ্ধি খাটালেই যদি হৃদিক পাই ত তা কেন না করি ! । তুই তা পারিস নে । আর তোরে একটা ফুস মস্তুর বোলে দি (বোলে) কানে কানে—। লুকয়ে কে কি না করে লো, কি করবি কেউ টের না পায় ত হান কি ?

বিনো । এমনি করেই মর্কনাশ হয় আর কি (বোলে) অধোবদনে প্রস্থান ।

তৃতীয়াভিনয় ।

শ্যামার প্রবেশ ;

শ্যামা । (নামের বিপরীত রং স্বভাবটী নামের মতন “যথা নামা তথা গুণা” —,লেখা পড়া জানে,—সমাজ সংস্করণে অত্যন্ত অল্পবয়স, গ্রামে ও সহরে “ওএল রীফরমড লেডী” বলিয়া প্রসিদ্ধা) গোঁরীর প্রতি ।
কেও গৌদিদি যে, ভাল আছ ত ? সুপ্রভাত দিদি !

গোঁরী । (শ্যামাকে একদৃষ্টিতে দেখে) এই যে ওপাড়ার শ্যামাসুন্দরী, সুপ্রভাত কিলো ; এই তোঁর রাত পোয়াল বুঝি ? (হাস্ত)

শ্যামা । বুড়ী, আজন্ম খুবড়ী হোয়ে রৈলী তবু আমন সুযোগে জন্ম সার্থক কলিনে । আজকাল প্রাতঃকালের নমস্কার কে “সুপ্রভাত” বলে তাওকি শেখনি ?

গোঁ । তুই ভাই বাহাদুর, এদের চেয়ে ও ভাল । আমার ত কথাই নেই, বায়ুন পণ্ডিতের মেয়ে, চিরকাল সেই এক চেলেই চলতে হবে, পৃথিবীর এক পা আগে বাড়াবার ঘো নেই, তাই সকলের অধম ! । পৃথিবীর কিছুই দেখ্লেম না কিছুই শুন্লেম না !—

শ্যামা । (গোঁরীর চাতুর্য্য বুঝে) তা এতে আর বাহাদুরী কি,—সকাল-ভ্রমণ তা মানবের নিত্যকর্ম, শরীর ভাল থাকে, মমে কুর্ভী হয়, এতে আবার বাহাদুরী কি, হোটোলে খাওয়াও নয় বিলেত যাওয়াও নয় !—(বোলে কদমের দিকে দেখে)—তা গৌদিদি তোঁরে আমাদের চাল চলন ভাল লাগে না, না ?—

গো! (শ্রামার লক্ষণটা লক্ষ্যকরে মনে মনে) এর মতে হোটেল খাওয়াতে বিশেষ যাওয়াতেই বাহাদুরী। (প্রকাশে) তা নয়'লো, বলি আজ এ এক নতুন বেশ দেখছি তাই বল্লুম যে তোরে বেশ মানিয়েচে, ঠিক যেন ফিরিস্তিনী।—দূর হ কি বলে আরমানী বিবীর মত (সকলের হাস্য)

শ্রামা। (হেসে) কি দিগেশ্বরী হতে বল না কি?—

গোঃ। দেখদি ভাই বিধেতার কি উল্ট বিচের, আমি কালান্দী আমার নাম গোঁরী, তুই গোঁরী তোর নাম কি না শ্রামা! তা গোঁরী ত দিগেশ্বরী নয়, শ্রামাই দিগেশ্বরী, তুই যদি এ ঘের যাগরা না পোরে নামের গুণ ধরিস, তবে লোকের চক্ষুও জুড়োয় আর অমর্তের অমর্তকুণ্ডের এক এক গণ্ডু নে সব তরেওয়ায়, কেমন?

(সকলের হাস্য)—

(কাদম্বিনীর প্রতি)—শুনলি কাছ? তোরা সব মিছিনসাড়ী পরিস তাই “দিগেশ্বরী” বোলে শ্রামা ঠাট্টা কচ্ছে।

শ্রা। তা নয় গো দিদি, অল্প দিন ভোরে ভোরে বেড়িয়ে যাই কেউ দেখতে পায় না আজ একটু বেলা হয়েছে তাই তোদের নজরে পোড়ে গেছি। তা ভাই অকস্মৎ দুকস্মৎ নয় খাওয়া পরা, তা স্বামীর মতে মত দিতে দোষ কি?—

কাদঃ। তা বলে আর উপরোধে ঢেকি গুেলা যায় না। ঘরে যা কর, পথে পথে হাতধরে বেড়ান, গৌন পরা আবার কেন। হুঁদুর মেয়ের কি সর্বদা জুতপায়ে পোষায়?

শ্রামা। (কদমকে নিমরাজী বুঝে) তোরা ভাই সেই সব করিস, তবু মাংটামটুকু ছাড়িস নি।

গোঁরী। (শ্রামার দোষের প্রশংসা ছলে) আমি ভাই প্রথমেই বলেছি যে শ্রামা সকলের চেয়ে ভাল,—স্বামীআজ্ঞা শিরোধার্য্য, ইহকাল পরকাল দুকাল ঠিক কচ্ছে। কদম তুই যদিও বিনোর চেয়ে ভাল তবু যেন ঠিক চিনির বলল—ছুঁবি শুঁকবি দেখবি কেবল চাকবি নে, (হাস্য)—হিঃ হিঃ হিঃ।—

কাদ। (শ্রামার কানে কানে) আজ চাকা যাবে এখন, কেমন?

গোঁরী। আমি এখন আসি ভাই বাবার পূজর আয়োজন কর্ত্তে হবে (বোলে) প্রস্থান।—

শ্রামা । (কদমের দিকে চেয়ে আঃ কণ্টকটা গেল বাঁচলুম, না কদম ?)
 মুকুজের জামাইটা বেস মিলেছে, আজ রাত্রে আমার বাড়ী
 আসবি ?—। আসিস আজ এক নতুন কেতাবের পুঁতা কাট্বে,
 দেখবি । সাড়েতিনটাকা দে সে এনেচে ।

কাদঃ । (সঙ্কেত করে) ও বেলা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠায়ো ।

শ্রামা । (করে কর মিলায়ে) ভাল (বোলে) প্রস্থান ।

ইতি তৃতীয়াভিনয় ।

যবনিকা পতন ।

চতুর্থাভিনয় ।

প্রস্তাবনা ।

শ্রামার স্বামী অমৃত বাবু ছোট কলেঙ্করী পদে নিযুক্ত, পীড়িত
 ছিলেন, আরোগ্য হয়েছেন, রোগের ধাক্কা শামলাইবার জন্তে
 অবসর পাইয়া গৃহে আছেন, প্রত্যহ পত্নী সঙ্গে প্রাতঃকালে পদ-
 ভ্রজে পবন সেবনার্থ পদচালী করেন । সন্ধ্যার পূর্বেও ভ্রমণার্থ
 গ্রামের বহির্ভাগে, চতুষ্পাটীর সম্মুখে সদর রাস্তায় পত্নী, দাসী,
 দাস, শিশু সন্তান সমভিব্যাহারে গমন করেন ; সীস দেন এবং
 মুখে মুখে ব্যাঙ বাজনা বাজাইতে বাজাইতে পদে পদে তালও
 দিয়া থাকেন ; বলেন এদেশের লোক দৃষ্টান্ত না দেখলে শিখতে
 পারে না, দেখলে একটা রকম অনুকরণ কর্তে পারে অতএব
 আমাদের (নব্য সভ্য বিদ্বান লোকের) উচিত আগে সকল
 বিষয়ের পথ দেখাইয়া সমাজকে সংস্কৃত করিয়া লই ! । ঘরে
 মা বাপ নাই-রমণীই গিন্নী । একজন পশ্চিমে পাচক দুইজনা
 খেজুরমংগার, একজন আয়োগোর্টের দাসী শিশুকে খেলায় । অমৃত
 বাবু যেমন কৃতবিদ্যের হতে হয়, সর্বমতে সম্পূর্ণ । একেস্থরে
 বিশ্বাস, একপত্নীরত, একগুয়ে মেজাজটা প্রকৃত হাকিমী, কিন্তু

শ্রামার গৃহ ।

গৃহটী নূতন, পাকা দোতারা অধিক বড় নয়, দুই মহল । সম্মুখে বারাণ্ডাদার বৈঠকখানা বেশ সুসজ্জিত, সব বিলাতী ।—বিছানা, মেজ, চৌকি, কোচ ল্যাম্প ছবি সব বিলাতী রকমের, দেশীর মধ্যে কেবল আপনারা ! । পাছকা সকলস্থানেই অব্যাহত । ধুতি সাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে হইলেই বার হয় নচেৎ নয় । অমৃতবাবু (শ্রামার বিলভ হজব্যাণ্ড) চৌকিতে বসিয়া বৈ দেখেচেন, মুখে চুরুট । ছকা দুটি বৈটকখানার এক কোনে রাখা আছে । শ্রামা একপাশে কারপেট বুনচেন, আর বাবুকে বলচেন,—

শ্রা । দ্যাক্ অমৃত ! আজ মুখুজের বিষদাঁত ভাঙতে হবে । তার জামায়ের দুঃখত জানিস্, তা আমিত ডায়র ! আর তারে স্তোত্র দিয়ে রাখতে পারিনে, তাই আজ ও পাড়ায় গিয়েছিলেম,—একপ্রকার বলে কয়ে এসেছি একখানা ইন্টিটেনশনলেটরের অপেক্ষা, কি বলিস্ ?—

অমৃত । দেখ চাঁদ ! ওরা সব পাড়ারগেয়ে মেয়ে, তায়ভাল এডুকেশন পায়নি একেবারেই কি পোষ মানবে । ওদের সেই “শনৈঃ শনৈঃ পস্থা”— বুঝলে কি না ?—

শ্রা । হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু বিপিনের যে তর সয় না । হাজার হউক তবু ডবগা বয়স কি না, একটু টীপসি গোচ হযে ঘরে যায়, গিয়ে কিছুই পায় না, সে নাক টিপে মুখ ফিরায়ে জবাব দেয়, তা এক দিন নয় দুদিন নয় রোজ কেমন করে সহ্য করে,—এক এক দিন সেই রাত্রে এসে আমার বিরক্ত করে, শুতে দেয় না ! তা গাঁটা শুদ্ধ করা উচিত হয়েছে ।

অমৃত । কবে ? কৈ আমি কিছু টের পাইনি রাত্রে কখন আসে ?

শ্রা । তোর চৈতন্য থাকলেত টের পাবি, একবার চক্ষুবুজলে আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না ! (হাস্য)—

অমৃত । হাঃ হাঃ হাঃ (হেসে)—ও ডায়র ডায়র !—তবে আর কেউ, কি একলা বিনোদ ?—

শ্রা । আর কাদি, প্রসন্নের গিন্নী । সে বিনোর মত তত মাংস্টাম জানে না,

হাফ নিভিলাইজ্‌ড গোচ,—পূর্ণ নয় ।—তারে পূর্ণ কর্তে প্রসন্নের
মহা আগ্রহ ।

অমৃত । ভাল, যায় ভাল হয় কর,—পরউপকার অপেক্ষা পুণ্য নাই ! ।
(বোলে পুস্তকে নিমগ্ন)—

শ্রামা । তা আমার বলতে হবে না (মনে মনে) ঐ ব্রতেই শরীর দিয়ে
রেখেছি ।

বিপিনের শয়ন গৃহ । বিনোদিনী উপবিষ্টা ।

একখানি পত্র হাতে । সাদা কাগজ খানি বোধ হচ্ছে যেন স্বর্ণ
ত্রিপত্রের উপর রজত পত্র রঞ্জিত ।—

বিনোদ । (পত্র পাঠ)—

“সুন্দর বিনোদ ! আছে বহুদিন হতে,

সাধ মম মনে তব সঙ্গে ভোজনেতে ।

কদম প্রসন্ন মনে হয়েছে সম্মতা ।

তার সঙ্গে সন্ধ্যাকালে আসিবে সর্ব্বথা ।

তোমার শ্রামা ।

পাঠান্তে (চিন্তা) কি করি—বাই কি না যাই, না গেলে অহঙ্কার মনে
করবে গেলে না জানি কি বিপদ ঘটে,—দিনের বেলা নয় সন্ধ্যার
পর ! । কিছু আছে—এর ভিতরে আর কার অভিসন্ধি আছে,—
নইলে আজ এত নেমস্ত্রনের ধুম কেন । কদমও জানে বোধহয়,—
তা যাইউক সব হবে সেটা হবে না প্রাণ গেলেও হবে না ! । দেখি
আমার পণ থাকে কি তাঁর । শ্রামার সঙ্গে মিলে এই ষড়যন্ত্র
হয়েছে,—তা দেখব ; (এমন সময়)

কাদম্বিনীর প্রবেশ ।

কাদঃ । কি ভাবচিস বিহু ?—একি, শ্রামার পত্র বুঝি ? আমাকেও ডেকেছে
তা জেতে হবে ভাই !

বিনঃ । আমি যেতে পারি না পারি । ভুই যাস্ ।

কাদ । ওমাঃ তা কি হতে পারে, ভুই না গেলে আমি কি একলা যাব ?
আপনার সামলাব কি তোর লা ?—

বিনঃ । আমার নকল একটা সাজিয়ে নিস !। আমার ভাই রাত্রে ঘরের বার হতে ভয় করে ।—

কাদ । যার ভয় সেই যদি সঙ্গে করে নে যায় ?—

বিন । * (তখন ভিতরের কথা বুঝে) ক্ষণেক অধোমুখে ভেবে—তা মাকে জিজ্ঞেস করি, মা বলেনত যাব ।

কাদ । তোর ভাই কথার ঠিক নেই, কতরকম কথা কচ্চিস । আচ্ছা আমি মামীকে বলচি, তাহলে ত যাবি ? ও কেমন কথা বিহু ! লেখা পড়া শিখেচিস, ভদ্রতা জানিস নে ? নিমন্ত্রণ না রাখলে ভদ্র-লোকের অপমান করা হয়, তাও কি শুনিস নে !।

বিন । (নিমরাজী হোয়ে) ভাল সন্ধ্যাই হউক, তখন দেখা যাবে । তুইত দেখচি “অঁচারি কোথা” ?—কেন ঘরে কি খেতে পাস্নে ।

কাদ । ঐ দোষেই ত দুঃখ পাস, নইলে এমন রূপ তবু ভাতারে পৌঁছেও না ! !। ছি ! ওসব ছেলেমানসি বুদ্ধি ছেড়ে দে, দেখ কাবু হয় কি না হয় !।—“যে যায় রত কবে তার মত”—তায় ক্ষতি কি ।

বিন । ক্ষতি বিলক্ষণ আছে । অখাদি আবার কদিন অখাদি থাকে না, একবার খেলে আর বাকী কি রৈল ?।—আর পান ভোজন দোষে ক্রমে স্বভাব ও মন্দ পথে পরিবর্তন হতে পারে !।

কাদ । সে সব আপনার হাত,—

বিন । যদি আপ্নি আপ্নাতে থাকিসু তবে ত ?

কাদ । তা থাকি কি না থাকি দেখতে পাবি, চলত !—

বিনো । (অগত্যা সম্মত হোয়ে) ভাল দেখব এখন, কিন্তু আমিও বলচি,—
আমি সকলের দেখব, কিন্তু আমার কেউ দেখতে পাবে না ।

কাদ । ভাল (বোলে) হিঃ হিঃ হান্ত—বা গাটা পো,—আমিও যাই থোকাকে সাজাইগে ।

বিনো । কোন্ থোকা বো ?—

কাদ । তা দেখতে পাবি এখন ; থোকা, থোকার বাপ সকলেই যাবে—

বিনো । থোকারও কি আজ হাতে খড়ী দিবি নাকি ? (হেসে উভয়ের প্রশ্নান ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

সন্ধ্যা । যমের বাপ পশ্চিম সাগরে ডুবলেন—দেখে নিশাচর দল
আহ্লাদে আটখান হয়ে রসনার জলে হৃদয়ের বাসনা বসন আদ্র
করিয়া যেন শীতল হইতে লাগিল । অনাবস্থার রাত্রি, শ্রামার
বাড়িতে প্রকৃত শ্রামাপূজার আয়োজন । অমৃত বাবু সভ্যতব্য
সেজে বৈঠকখানার বোকা পাঁটার মত যেন কামারের অপেক্ষা
করিয়া আছেন, শ্রামা ঠীক বিলাতি খেলনার মত দ্বারে দণ্ডায়-
মানা । বেল, বুট, ফিতা, বাবুন ও মেজেন্টার বাজার গরম করে
যেন এই জাহাজ থেকে নেবেচেন ! । বৈঠকে মেজের উপর
আলো জ্বলচে,—

বিপিন ও প্রসন্নের প্রবেশ ।

বিপিন । অমৃত বাবু ! শুভ সন্ধ্যা !

অমৃত । ওয়েল কেও শুভসন্ধ্যা—এটলীষ্ট আই উইন “ইউ” এ শুভসন্ধ্যা-
বিপিন ! ।

বিপিন । থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর গুড উইসেস অমৃত । আই নো ইউ আর
এ পরফেক্ট জেন্টিলম্যান, অ্যাজ ইওর শীম (শ্রামা) এ পর-
ফেক্ট লেডি ! ।

অমৃত । মচ ওব্রাইজড্ ফর দিস গারল্যাণ্ড অব কমপ্লিমেন্টস বীপ ! বট
এবোট দি বিজিনেস !

বিপিন । ওয়েল, মাই অ্যাকফ্যাংশ আর ষ্টিল হোপলেস মিফ্রেণ্ড ; আই
অলওয়েস এক্সপেক্ট এ ফেলিওর সো অনলকি অ্যাম আই,
অমৃত ! । কেবল ঘণ্টা গুনে রাত্রি জাগরণ করি, থেকেও কথাতী
কবার লোক নেই ভাই আর বলব কি ! ।

অমৃত । ওএল ডোণ্ট—গিভ অপদি চেন,—বি পেসেন্ট । ইউস নট
টুলেট ইউ নো । (প্রসন্নকে)—হাঁ! তোমার খবর কি পেসন ?

প্রসন্ন । আমার কাহুর কোন ওজর নেই, বোধ করি সেই বিনোদের
জন্তেই বিলম্ব হয়েছে । কাহুর একদোঁরাত্য যে সঙ্গে জয়েন হয়
না, আর সেই জন্যেই আমি স্যাড ! । ও ম্যাড !

অমৃত । সেটাওত সামান্য রোগ নয়, ভারি অসুখের বিষয় !

বিপিন । আমার বে “ততোধিক” সাম্না সাম্নি কথা কহিতেও পরমিসন নেই !

অমৃত । তাইত, অন্তবিষয় দূরে থাক মুখের কথাটার জন্যেও নালাইত !
ভারি অত্যাচার—আমি হলে ত ডাইভোর্শ করি ভাই !

বিপিন । আমাকেও বা স্ত্র-শাইড কত্তে হয় ! !

বিপিন প্রসন্ন উভয়ে । ও নোঃ—শিম ত বাপের ঠাকুর, মাথার মনি বংশের
বাতি,—আহা ! যেন দ্বার আলো করে দাঁড়িয়ে আছে ।

অমৃত । (আহ্লাদে ফুলে) আদর কোরে কিস নিসলি ?

বিপিন । (হেসে) তা না নিলে কি চুকতে পেতুম !

প্রসন্ন । ভাই, শীম তোমার ভয়ানক ইয়ার,—উপরে উঠতেই দেয় না,
বলে বিনোদ না এলে এখনি আবার নাবতে হবে এই খানে দাঁড়া ।

অমৃত । ও ত দরজায় দেখেছ আবার যখন ডিনর কম্পেনিতে দেখবে
তখন আর ভুলতে পারবে না ।। আই অ্যাম প্রৌড অব সচ
ওয়াইফ পেনসন ?

বিপিন । বেস যেমন হতে হয়, বেস লিবরটি এন্জয় কচ্চে !—লিবেরল
হবেত এতই হবে, নচেৎ “হাফ দিস হাফ দ্যাট”—সে ভাই
ভাল লাগে না ; বরং পাপ !

অমৃত । ওয়াট্‌স দি টাইম,—(বড়ি দেখে) ওঃ উই মষ্ট নট ভিলে, বেটর
এনকোএর—ওয়াট্‌স দি ম্যাটর উইথ দেম্ ! ইজ গৌরী ইনদি
পার্টি । বিপিন ?

বিপিন । ও নো, সর্টেনলি নট,—“দ্যাট ব্র্যাক শিপ ডিসট্রাক্‌স দি ক্লক” ।
ও ফ্যামলিটেই ঐ রূপ ভণ্ড । মথুরকে জানই ত, গৌরি তারি
ভগ্নী !—

অমৃত । বেস চকচকে চেহারাটা কিন্তু,—যদি আবার বে করে তবে ভাল
পাকা ওয়াইফ হয় ।

প্রসন্ন । অমর্তের প্রফিসাই গুলি প্রায় ঠিক, শ্রামার পরীক্ষে ও বেস করে
ছিল ! কেমন বিপিন ?

বিপিন । আমাদের সিলেকসনটা যদি অমর্ত করে দিত তবে আর এখন
কাঁদতে হতনা ।

অমৃত । ওহে দেখনা হে, কদর ।

বিপিন । (ব্যস্ত উট বস করিতে করিতে) হ্যাঁ দেখত প্রসন্ন !

প্রসন্ন । (দৌড়ে দ্বারদেশে গিয়ে) কৈ হে গিন্নীকেও দেখিচি নে যে দেবি দেখে স্বয়ং গিয়েছেন নাকি ?—

অমৃত । দেখলে, কত সেন্দিবিলা! কোন কাষটী বলতে হয় না । আহা নীমরে ! তুই না থাকলে যে আমার কি দুর্দশা হত তা বলতে পারিনে—কেউ জিজ্ঞেসাও কর্তনা, এই সব সোনারটাদকে কি দেখতে পেতুম !—(বোলে) সকলেই আপনাপন মনস্থ বিষয় চিন্তায় নিমগ্ন- ঘড়িতে ঠন্ ঠন্ করে শাতটা বাজলো । সব নিস্তব্ধ । (নেপথ্যে) । ধত্স, ধত্স পরোপকারী ! শব্দ ।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

শ্রামা কাছ এবং বিনোদের প্রবেশ ।

শ্রামা ও কাদম্বিনী বিনোদের হাত ধরে বৈঠকে আনচে ।

বিনো । (দ্বার হইতে বাবুদের দেখে মুহূষ্মরে) না ভাই ছেড়েদে ওখানে কেন, পুরুষদের মধ্যে কেন ? ভাল মদ্য মেয়ে যা হউক ! ।

শ্রামা । ও মা ! পুরুষমাত্ত্ব না হলে “হেল্ল” করবে কে,—গুডহেল্প কার করবি ?

বিনো । না ভাই আমি তোমাদের ও সব বুঝতে পারি নি আমার মাপ কর, আমি ঘরে বাই, দেখেই আমার পেট ভরেছে আর খেতে হবে না (নাকে হাত দিয়ে,) খোঁড়া পাখানায় পড়ে, যা চাইনি তাই ! । ছাড় ভাই ।

শ্রামা । না ভাই তা হবে না, কি আমার এই এত আয়োজন সব নষ্ট করবি ?—

বিনো । তা কৈ, স্থান কোথা হয়েছে, চল ?—

শ্রামা ও কদম উভয়ে । (বৈঠক দেখয়ে) ঐ যে লো স্থান, ঐ দেখনা কর্তারা সব অপেক্ষা করে বসে আছে ! সব ঘরের পুরুষ, লজ্জা কার কচ্চিস । (বিপিন হেঁট মুখে হাপু গোপচৈ প্রসন্ন পথ পরিষ্কার কচ্ছে)

অমৃত । (“আই মষ্ট টেক দি লীড”—বোলে আগবাড়িয়ে) এস বিনোদ,— এস, ছিঃ ও সব অনর্থক লজ্জায় আর আপন্যার ইগ্নরেন্স প্রকাশ কর না । আহা ! এমন রূপ যৌবন যদি ভাল সোসাইটিতে না

পল তবে কোন কাজে লাগবে । দেখ কাদম্বিনী ত কোন আপত্য
কছে না । এস, রাত্র হল, ডিনর টাইম, উত্তীর্ণ হয়, ক্ষুধাও
পেয়েছে ।

বিপিন ।* (অমৃতের অমৃত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হোয়ে দৌড়ে গিয়ে
বিনোর কোমল কর ধারণপূর্বক)—তুমি কবে মানুষ হবে
চাঁদ, এ দেহে বিপিনের প্রাণটা থাকতে কি হবে না ? (বোলে)
এস, নচেৎ—

বিনো । (স্বামীর বিভৎস ব্যবহার দেখে কদমের প্রতি—) “নচেৎ” কি ?
কদম !—

কাহ্ন :। তা ভাই কি জানি কি—ভালবাসা জিনিসের জন্তে মানুষ কি না
কর্ত্তে পারে বল ! ।

বিনো । (কিছু ভয় পেয়ে) ভাল চল (বোলে—ধীরে ধীরে গিয়ে
বিপিনের বাঁমে চৌকিতে বসিয়া—কদমকে,—মুখাবরণের ভিতর
হইতে,—) কদম ! ভাল করো না, এ অত্যাচারের মূল তুমি এখন
টের পেলুম ।—(শ্রামার প্রতি)—শ্রামাদিদি ! এই ধর্ম্মনষ্ট কন্তে
কি নিমজ্ঞণ করে এনেচ, ছি ভাই ভাল কর নি,—আপনারা মজ্জেচ
আমায় ও মজাবে ?—

শ্রামা । বেশ । ধর্ম্ম নষ্ট কিলো—ধর্ম্ম কি নষ্ট হয়, যে ধর্ম্ম নষ্ট হয় সে ধর্ম্ম কি
ধর্ম্ম । আমাদের এ সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হবার নয় । আপনার
স্বামীর সঙ্গে খাবি দাবি হাসবি খেলবি ভালকরে কথা কবি বিদ্যের
চর্চা করবি সংবিষয় আলাপ করকি, নাচবি গাবি আর যা শ্রমে
শুনবি তায় কি ধর্ম্ম নষ্ট হয় ; সকল সভ্যদেশেই এ ব্যাভার
প্রচলিত আমরাই তাতে বঞ্চিত থাকব ? । আমাদের কি কিছুই
কর্ত্তে নেই, কৈ স্বভাব ত তা বলে না ?—তা মনে মনে মনরস্তা
খাওয়ার চেয়ে মনের সাদ মেটান ভাল কি না ?—

বিনো । দিদি ! মানুষের স্বভাব শুনেচি চঞ্চল কখন এক বিষয়ে চিরকাল
স্থির হয় না, তবে সে স্বভাবের প্রতি এত বিশ্বাস করাকি আমা-
দের উচিত, বাঁধা গরু একবার খোটা ছাড়া হুলে কি আর কথা
শোনে, তখন সামলান ভার হয়, তা পূর্বে সাবধান হলেই ত
ভাল ! ।—শ্রামাদিদি এই কি তোরা নতুন কেতাব ?

শ্রামা । তা আমরা কি তোরে অসাবধান হতে বল্চি । আপনারা

সাবধান হয়ে আহাৰ ব্যবহার করিতে ক্ষতি কি ? আজ কালের নতুন পাট আর কি লো ? ।

অমৃত । শীম্ ! কথায় কথায় রাজী যায়, নেও ডিষ্ট্রীবুট কর ?—(সকলের সাবধান)

শ্রামা । অল রাইট । (সকলের পাত্র পূর্ণ কোরে) গুড হেল্‌থ বিনো !
(বোলে) আঃ কি অমৃত অমৃত ?

বিপিন । (পাত্র হাতে) দেব বিম্ব, আজ কথা না রাখলে বস্ এই শেষ, আর তোমার পেচনে জীবন শেষ করব না । যদি শ্রামার মত স্নাইটহার্ট না পেলুম তবে গৃহের অপেক্ষা শ্রামানই ভাল ; (বোলে অশ্রুপাত)—

বিনো । (স্বামীর মুখে শ্রামার সঙ্গে আপনার তুলনা শুনিয়া রমণী স্বভাব সিদ্ধ অভিমান ভরে) আজ জানলেম যে এই ঘাঠেই মাথা মুড়য়ে আমার মাথা খেতে শিখেছেন !

বিপিন । প্রিয়ে ! এ মাথা খাওয়া নয়, শীক্ষে দেওয়া ।

বিনো । (রাগত) ছাই ভয় খাওয়াই কি তোমাদের স্নশীক্ষে নাথ ! ।

বিপিন । (প্রিয়ার মুখে নাথ সম্বোধন শুনে একটু গুমরে হেসে) তা এখন কি মুখের গ্রাশ হাতের গ্লাস ত্যাগ কর্তে বলচ চাঁদ !

বিনো । (পতির মনটা একটু নরম পেয়ে) অভাগা অবলা মজানই কি তোমাদের স্নশীক্ষার ফল নাথ ! । আর্য্যকুলবালারা যে মেটে হাঁড়ীর তুল্য অপরের অস্পৃশ্য বস্তু, আপনাদের নূতন শীক্ষালয়ে কি সে পাঠ কেউ পড়ে না ?

বিপিন । ও সব “হমবগ” প্রিয়ে ! স্নশীক্ষার সমক্ষে স্থান পায় না ।

স্ত্রী পুরুষ স্বভাবতঃ সমান স্বাধীন, পান ভোজনে আমোদ প্রমোদে ও সুখ সেবনে উভয়ের তুল্য অধিকার । তোমরা পাড়াগায়ে কুসংস্কার বশে আপনার সম্ব বৃদ্ধিতে পার না তাই “রীফরমে” ভয় পাও । চিঃ ওসব ত্যাগ কর, এবং পুরুষের সমকক্ষ সাপক্ষ হয়ে সংসার সুশোভিত কর ! । (করঘোড়ে) এই নেও, আমার গুড হেল্‌থ কর ! !

বিনো । স্বামিন্ ! আমার এমন অকলঙ্ক স্বভাব চরিত্র ও নির্মল কুলশীলে কলঙ্কারোপ করিতেই কি আপনার পৌরুষ ? বিশুদ্ধ স্বজাতীয় ভাবই ধর্ম্ম ভাব, সেই ধর্ম্ম ভাব নষ্ট করিতেই কি কোমর বেঁধেছ ? । পীযুষপম গব্য হৃৎকে গোমুত্র মিশালে কি ভালথাকে, না নষ্ট হয় ?

বিপিন । ঐ দেখো চাঁদ ! কাছ আগে গাছে উঠলো,—নেও, তোমার পায়ে পড়ি, আর সাদাচক্ষে রেখোওনা, দেখোও না !। (চরণ ধারণ)—

বিনো । (পতির অল্পনয় বাক্যে অবনত হোয়ে) ছি নাথ ! অমন উতলা হইও না, ধর্য্যধর—ওরা সব অন্ধ বা পশুর মত থাক দাক, এস আমরা বসে তামাসা দেখি । শূকরপেটে খেলেই কি বাহাদুরী ?

বিপিন । (উঠে) প্রিয়ে উপস্থিত পরিত্যাগ করা নিষেধ, “হাজিরে হুজ্জত নেই” একটা কথাও আছে । আহা! ব্যবহারে লজ্জাভয় মুখ অসভ্য জাতিই করে থাকে !

বিনো । (স্বামীকে নিতান্ত নিষিদ্ধ পান-ভোজন-নিষিদ্ধ লোভের বশীভূত দেখে করুণাবিষ্ট চিত্তে) নাথ ! শুনেছি যে “কাম ক্রোধ আর লোভ” এই তিনটি রিপুকে যে দমন করে সেই যথার্থ মনুষ্য আর যারা তাদের বশ হয়, তারা দ্বিপদ পশু, নরাকার বানর, এবং সূদৃশ্য পিশাচ !। তাই বলি, আজ লোভ সামলে ক্ষুধামেরে, এসো আমরা কিছু কাষ করি ?

বিপিন । কি কাষ চাঁদ ! পান ভোজনের পূর্বে কাষ সারবে ?

বিনো । (লজ্জাবিনম্রমুখে) “চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী—(বোলে) একটু হাস্ত !।

বিপিন । “চোরের মন সেই আদাড়ে” তাত জানই প্রিয়ে !। আর]
কি কাষ ?

বিনো । কাষ শ্যামাপুজো,—নাথ ! আজ সন্ধ্যাবেশ্যের রাত, তাই বলি এস আমরা জীপুরুষে কালীর নামে নিশি পালন করি, যে দুকাল বজায় থাকবে !

বিপিন । ওঃ, কি “ডীপকটেড সুপারস্ট্রীসন !”—এখন দূর হল না ? একটু নিয়েই তামাসা দেখ না চাঁদ ?—সববিষয়েই ঢালা উপবাস,—ধন্ত কঠিন প্রাণ তোমার, প্রাণ !।

কদম । (শ্যামাদি ! ও—ওদের বকতে দে, আয় আমায় আর একটু দে দি ? (বোলে) আহা ! কি চমৎকার রং ! যেন সোনা গলান আগুণ মাখান !।

বিপিন । দেখ বিহু ! দেখ, কাছ কেমন প্রসন্নকে সুপ্রসন্ন কচে ?

(কথায় কথায় রাত্র অবসানার্থ)।

বিনো । (স্বামীকে আপন আয়ত্ন দেখে পুলকে) প্রাণনাথ ! অমর্তের ঘরে আর কি দেখতে পাচ্চ বল দি ?

বিপিন । (বিনোদের তৎকাল জনিত বিজয়চিহ্ন পূর্ণ নেত্রদ্বয়ে হুঁরা স্বধা বিষ মিশ্রিত পঞ্চামৃত দর্শনে বিনাপানে উন্মত্ত, পান 'ভোজন বিম্বৃত প্রায়) প্রিয়ে ! যেন শ্মশান ভূমি দেখছি । সকলেই যেন মৃতপ্রায় পড়ে আছে, কেউবা যেন বিকারী-রোগীর মত আরো দে আরো দে,—কেহ বমন,—কেহ স্থলিত পদে গমন কচ্ছে—আবার দেখিতে দেখিতে ছিন্ন পাদপের মত পতিত হচ্ছে ।

বিনো । (মুহূর্ত্তে একটি কটাক্ষ পাত পূর্ব্বক) তবে এখন টের পেয়েছ যে অমৃতের ঘরে বিবের খনি, কেমন নাথ ?

বিপিন । এখন টের পেলেম চাঁদ, তোমার প্রসাদে আজ টের পেলেম ; ফলে ওদের সঙ্গে অচৈতন্য হলে আমিও এই প্রকার একটা তামাসা কর্ত্তেম, সাক্ষীরূপে দেখতে পেতেম না, কেমন ?

বিনো । দেখছি নাথ ! দেবাদেশে কত দোষ কাটে । তবে চলো, এই সময় আমরা ঘরে যাই ?

বিপিন । এখন তবে আমার একটি প্রার্থনা রাখ ?

বিনো । (পতির মন বুঝে) আমার প্রার্থনা কি তুমি রেখেচ যে প্রার্থনা করবে ?—

বিপিন । তোমার কথায় আজ ছাঁকা উপবাসটা কল্পেম, প্রিয়ে ! আর কি কর্ত্তে বল । বিহু ! অভ্যস্ত দোষ গুণ যাহউক একেবারে অত্যাভ্য হয় ; প্রাণান্ত কষ্টে তবে কেউ ত্যাগ কর্ত্তে পারে, আমি আজ তোমার সন্তোষার্থ তাই করেছি । আর কি কর্ত্তে বল ? ।

বিনো । (বুঝে স্বামীর সন্তোষার্থ মুহূর্ত্তের) নাথ ! আজ তুমি যথার্থ সুরবীরের মত সেই হুরায়া লোভকে দমন করিয়া বিনোদের চিত্ত বিনোদন করেছ সন্দেহ নেই, তথাপি আর একবার পরীক্ষে দেওদি ?

বিপিন । (প্রেরণীর ভাব বুঝিয়া) আহা ! এমন মধুর ভাব আর কে প্রকাশ করবে । পরীক্ষে, কি না “মুখের সৌরভ” নেবে ?— তা এই নেও (বোলে) বিনোর অবগুষ্ঠনাবৃত প্রবালী অধরে আপন অধর স্থাপন ।

বিনো । প্রাণেশ্বর ! (বোলে ভ্রাণ নিয়ে হর্ষে) এখন জানলেম তুমি আমার পুরুষ সিংহ, আপনার প্রতিজ্ঞা পালনার্থ স্বভাব তুল্য অভ্যাসকে

- সহসা পরিবর্তন করে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে ! কিন্তু দেখো নাথ
আবার যেন সেই কেতকী কণ্টকে শল্লকীর প্লাষ্টাঙ্কাবিত হইও না !
বিপিন । (পত্নীর অসামান্য ধৈর্য্যাদি গুণ শ্রবণ পূর্বক বিনীতভাবে)
হে বিপিনের হরিণি । হে হরিণ-নেত্রে ! নিজজন বলিয়া ক্ষমা কর,
আমি তোমার নিকট অপরাধী —। তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা
পাশে আবদ্ধ । তুমি ইহ পরলোকের তরণী স্বরূপে আমায়
এই অশেষ বৈদেশিক কুসংস্কার জনিত অঘ সাগর হইতে নিস্তার
করিলে একারণ আশীর্বাদ করি, তুমি আর্ধ্যভগ্নী গণের আদরের
আদর্শ হও ! । আমি ঠেকে এবং দেখে শিখিলাম, আর ভুলিব না ! ।
বিনো । নাথ ! পতি অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আমাদের আর নাই, পতিব্রতা
সতীর পতিই পরমেশ্বর ! । কিন্তু আক্ষেপ ! পতিরা সতীপত্নী
চিন্তে না পেরে, কুলকামিনীর কুলধর্ম্ম না মেনে, ভালকেও মন্দ
করে তোলেন । সমান সাধীনতা দিয়ে কুলধর্ম্মের মূলচ্ছেদন ও
হতভাগিনীগণকে যথেষ্টাচরণ শিখাইয়ে শেষে বখন তারা প্রবলা
হয় তখন সামলাতে গিয়ে সামলাতে না পেরে গুণগোলে পড়েন ।
বিপিন । গুণগোল কি রূপ প্রিয় ?
বিনো । মন্দকরে পরে ভালোকর্ভে গেলেই গুণগোল হয় । কলহ, অপ্রণয়,
ব্যভিচার, আত্মহত্যা আর কি ! ।
বিপিন । তখন উপায় ?
বিনো । (ক্ষণেক ভেবে) উপায় সহজ, কিন্তু সে সহজ কায় তখন ছুঁহ
হয়েপড়ে । যদি পতিরা স্বদোষ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনীদেরও
দোষগুলিন কৌশল ক্রমে তাদের বুঝিয়ে দেন, তবে ক্রমে ক্রমে সব
পরিবর্তন হতেপারে ! । দেখ নাথ ! আজ কেমন অসৎকর্মে আমায়
নামাচ্ছিলে, যে পরে এই তোমার—দীক্ষিত দোষের জন্তে আমায়
হয়ত আজন্ম কাস্তে হত নয়ত কোন প্রকারে কলহে হউক অপ্রণয়ে
হউক অথবা মরণেই হউক এককালে তোমাহইতে পৃথকহতে হত !
বিপিন ! (স্তম্ভময়বুঝে পরিহাস ছলে) আর একবার কি আমার পরীক্ষে
নেবে চাঁদ ?
বিনো । (পুলক পূর্ণিত মনে পতির করধারণ পূর্বক)—এস তবে, গৃহে চল
(বোলে) উভয়ের প্রস্থান । ইতি চতুর্থান্ধ ।

যবনিকা পতন ।

পঞ্চমাস্ক ।

প্রস্তাবনা ।

তীর্থরাজ ত্রিরেণীর বাট । সেই যুদ্ধ বেণী, সেই মনোদর সন্নীলনের
 "আদর্শ স্থল । যথা শুভ্রা সুরতরঙ্গিনীর স্রুত স্ফটিক নিম্নল ধবল জল প্রবাহ
 তবভয়ভেক প্রভঙ্গিনী ভুজঙ্গিনীর ত্রায় হেলিতে চলিতে পশ্চিম বাহিনী
 চলে কলকল কোলাহলে কালিন্দী গর্ভিতা স্বর্ঘ্যসুতার নীলেন্দ্রবর নির্দিত
 শ্যামলাঙ্গ আলিঙ্গন পূর্বক একাকারে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে ।
 যথা বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকর জ্যোৎস্নায় সুদৃশ্য নীল নভস্পর্শী নানা
 বর্ণের ধবজা পতাকা সকল পশ্চিম পবনে প্রকম্পিত গাত্র পক্ষিপুঞ্জের ত্রায়
 ফর্ফর শব্দে তীর্থ বাশি প্রাতস্মরী তপস্বীবৃন্দের কণ্ঠপ্রকম্পিত করিতেছে ।
 যথা "রা-আম না-রা-য়-ণ, জয় বে-এণী-মাধবকী" প্রাতস্মরণীয় নাম স্বরণে
 নিমগ্ন মানস সত্য সত্যই সত্যযুগাগম অনুভব করিতেছে ; তথা একটা
 নির্জন বালুকাময় ঘাটে, অশ্রু লোচনা বিষন্নবদনা জনেক বৃদ্ধাকুল-ললনা,
 একখানি জীর্ণ মলিন বসনে আবৃত হইয়া যেন মাধবের মাধবী-মাধুরী
 আমননে অভিভূতা প্রায় উপবিষ্টা । তাঁহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একজন যুবা
 পুরুষ অবগাহন স্নানান্তে স্তব পাঠ কছেন,—

প্রথমোভিনয় ।

যুবা । "মাধবঃ কেশবোন্মত্তো গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ
 "মাধবী শিবদা গঙ্গা শিবা ব্রহ্মস্বরূপিনী ।
 "বিষ্ণুনারায়ণঃ কৃষ্ণঃ শ্রীধরো মধুসূদনঃ
 "বৈষ্ণবী শঙ্করী ব্রাহ্মী সর্বদেব স্বরূপিনী ।
 "কালাত্মা পুণ্ডরীকাক্ষো বিশ্বরূপো প্রতাপবান,
 "কালশক্তিঃ পরাশক্তিঃ স্থষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ।
 "জগন্নাথো জগদ্বন্দ্যো ব্রহ্মণ্য সর্বজিৎ প্রভুঃ ।
 "জগৎপরা জগদ্বন্দ্যা ক্রীড়া কল্লোলকারিণী ।
 "চরমাচল সংবৃদ্ধ্যা ব্রহ্মকার্য্যরূতোদ্যমা
 "আদিবেণী মধ্যবেণীহস্তবেণী ত্রিবেণিকা" ।

বৃদ্ধা। (স্তবশ্রবণে নতুও, স্নেহভরে) আহা! তুমি কে বাপু! অভাগিনীর গুরু আশ্রয়তা মূলে আশ্রাস সলিল সিঞ্জন করে?

যু। হঠাৎ অপরিচিতা বর্ষীয়সীর সন্মুখে সন্মোদন শ্রবণে সবিস্ময়ে) মা! একাকিনী বেণীতীরে চিন্তানীরে ভাসছ, তুমি কে গা? আমা হতে কি আশ্রাস পেলে মা?

বৃ। বাপু! এই পূর্ণ উনবিংশতী শতাব্দীতে প্রকৃতিপুরুষ সন্মিলনসূচক জৈদৃশ স্তবের আবৃত্তি কি সমধিক আশ্রাসের বিষয় নয়? হে যুবক! এই স্তবটী শুনে, তুমি তীর্থরাজের প্রকৃত মাহাত্ম্য জান তা কেনা স্বীকার করবে? বাপু! যেমন “মাধব ও বেণী” উভয়ের সন্মিলনে প্রয়াগ “তীর্থরাজ” তেমন স্নেহ ও ভক্তি অথবা জ্ঞান ও বিদ্যার সন্মিলনে ভারতে আশ্রাসমাজ বিখ্যাত!।

যু। তাতে তুমি কি আশ্রাস পেলে মা?

বৃ। বাপু! এই স্তবটির মন্ত্র বুঝে আর্ধ্যেরা যদি পরস্পর বিরোধী স্নেহ ভক্তিকে আমার করে সমর্পণ করে, তবেই আর্ধ্যসমাজে স্নেহপ্রবাহ প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু আমার কপাল তেমন নয় বাপু!।

যু। তুমি কে মা?

বৃ। (অনেক ক্ষণ ভেবে) আমি সেই বিসর্জিতা আর্ধ্যকন্যা!

যু। (স্মরণ করত) আর্ধ্যকন্যা! ও হো! সেই যাঁর অভাবে আর্ধ্য সমাজের ভগ্ন দশা? কি তুমি সেই সামঞ্জস্য দেবী?

বৃ। হ্যাঁ বাপু! সেই বিসর্জিতা!

যু। মা! তুমি জীবিত নাই আমরা এই জ্ঞান্তেম, তাই চিন্তে পারিনি!। ক্ষমা কর, প্রণাম করি।

বৃ। হ্যাঁ বাপু! সেই তোমাদের রাম কৃত্রিম রাবণ বেশে আমায় হরণ করে জলসই করেছিল। মরণ নেই তাই মরিনি বটে, কিন্তু বাপু! (রোদন করত) আমার বৃদ্ধ আর্ধ্যস্বরের বিচ্ছেদে জীবন্ত হয়ে-
আছি!।

যু। মা! আমি গঙ্গাসাগরে হঠাৎ এক দিন একটা গুপ্ত কথা শুনেছিলাম, তাই স্মরণ হয়ে এখন টের পাচ্ছি যে একা রাম নয় মা!, তার পেছনে আরো কুটিল লোক আছে, তাদের কুহকে পড়ে রাম রাবণ হয়ে-
ছিল। কিন্তু সয়নি মা! তোমার অভিসম্পাতে সাগর সই হয়েছে।

- ব। হাঁ বাপ্! আমি জানি, সেই সামুদ্রিক কুবাংশোখিত জঘন্য মেঘ
ঙলাই এই বিষবৃষ্টি করেছে! ।
- যু। তুমি এ সকল সম্বাদ কোথায় পেলে মা ?
- ব। পথিকের মুখে, তীর্থযাত্রীর মুখে এবং অন্তরাশ্রয় মনের মুখে, আর
অবশেষে এই তোমার মুখে! ।
- যু। (বুদ্ধাকে ভাল করে দেখে) ঠিক, তুমিই তিনি বটে, নচেৎ এ
স্তবের মর্ম্ম আজ কাল অন্যের গ্রাহ্য নয়! । (বোলে) চরণবন্দন ।
- ব। (আশীর্বাদ করে) চিরজীবী ও সিদ্ধ মনোরথ হও । বাপ্! তুমি কে
তা বল ? আত্মজ বলে জানছি, কিন্তু শোক তাপে অন্ধ তাই ভালো
করে তোমার মুখ দেখতে পাচ্চিনে বাবা! ।
- যু। (নিম্নস্বরে) আমিও আর্য্যসন্তান মা! কেবল গৃহশত্রুর ভয়ে ছদ্মবেশে
বেড়াচ্ছি!
- ব। আর্য্যদেশে ভয় ? এত নতুন কথা গো ?
- যু। ও মা! এখন সমাজে আর্য্য বলেই সর্ব্বনাশ । বড় ভয়! ।
- ব। সে কি রে বাপ্! কেন ?
- যু। মা, তার হত্যায় পাপ নেই, দণ্ড নেই!
- ব। (চমৎকৃত) কেন গো ?
- যু। আর্য্য নামটাই যত্ন ও প্রস্তুত ও পশুর মত নিরোধ ও দুর্ব্বল, সব ।
- ব। হাঁ ভগবান! তবে সমাজে কি এখন আর আত্ম মানুষ কেউ নেই ?
- যু। আছে। (হাস্য)
- ব। তারা কে ?
- যু। যারা বেদকে “ভেড়া” এবং আর্য্যকে “এরীয়া” বলে!
- ব। এঁড়ীয়া কি, দাগা ?
- যু। হ্যাঁ মা, অক্ষর দাগা। কেউ ছোটো কেউ চাট্টে কেউ ছটা অক্ষর
দাগা।
- ব। তবে ঘোর কলি P
- যু। মাগো হুঃখের কথা বলব কি তোমার সেই আর্য্য সমাজের নাম এখন
“এঁড়ীয়া সমাজ” হয়েছে! ।
- ব। বাপ্! এই এতগুলো দাগা এঁড়ে থাকতে ও বুদ্ধের রথ চলে
না কি লজ্জা! ।

- যু। (হেসে) তোমার বৃদ্ধ এখন কোথা মা !
- বু। (অশ্রুশ্লোচনে) বাপু! সে আখ্যা পুত্র আখ্যা রাজ্য তরে, পড়েছেন মহাকষ্টে বৃদ্ধের সাগরে ।
- যু। (হঃখে) আহা ! মানীর কষ্ট ? শুনে পাই তাপ ।
- বু। তুমি কি অদ্যপি তাহা শোনো নাই বাপু ! ।
- যু। যেখানে আমার নামে থড়াহস্ত সবে
হৃদ্যন্ত স্বার্থের বড়ষস্ত্রের প্রভাব
সেখানে আমার গতি কি প্রকারে হবে
জননীগো ! তথা সদা আমার অভাব ! ।
- বু। (বুঝে) “আখ্যা” তুমি তাই ঘেব, অথবা শক্রতা ?
- যু। (বিনীত ভাবে) নাম শুণে ন্যায় পক্ষে আমার মিত্রতা !
- বু। ওমা ! তবে কি তুমি স্মৃতির পতি স্মৃতিচর ?
- যু। (নিঃস্বরে) মা ! চূপ কর কেউ শুনতে পাবে । এখন বৃদ্ধের
সুসমাচার বল কি কষ্ট তাঁর মা ?
- বু। সমাজের বিশৃঙ্খলা রোগ আর সম্ভানদের আত্ম বিচ্ছেদ-শোক অসহ
হয়েছে বাপ !
- যু। আহা ! এসময় তুমি নিকটে নেই সান্ত্বনা বা করে কে ? তা বঙ্গসাগরে
কেনই বা গেলেন মা ?
- বু। ও বাপু ! ঐ রোগেইত এত কষ্ট হচ্ছে । আমার কথা না শুনে বঙ্গ-
সম্ভানগণের বাগ্মীতার পক্ষপাতী হলেন, স্নেহের মুখচেয়ে ভক্তিকে হত
শ্রদ্ধা কল্লেন, তারা স্বেযোগ পেয়ে “আমরা তোমার রাজা করব”
বোলে হাতধল্লে আর টেনে নে গেল । ও দিগে সদাশিব, মার প্যাচ
বোঝেন না, এখন ভস্মশ্লোচনেরহাতে পঙ্ক অরণ্যে রোঁদন কচ্ছেন !
- যু। এখন তারা কি বলে মা ?
- বু। এখন । এখন তারা জ্ঞান মদে জ্ঞানহারী হয়েছে,
মূল ধরে টান দিয়ে স্থূলে ভুল করেছে ।
বিদ্যাবুদ্ধি পদ্বীক্ষার্থ “সমাজেরে” পেড়েছে,
লজ্জা ভয় কুল মান একেবারে ছেড়েছে ।
জড়বাদ পথে স্বার্থ-মনোরথে চড়েছে,
পুরাতন পথে “অবিশ্বাস” কাঁটা ছেড়েছে ।
স্নেহ ভক্তি ভেদ করি দল বদ্ধ হয়েছে,

কিন্তু এক “সামঞ্জস্য” হীন হয়ে রয়েছে ! ।
 বেদ-বল পরি হরি “বাইবেল” ধরেছে,
 স্বকীয় সম্পদ ফেলে পর ধন হরেছে ।
 শিখা স্বত্র ফেলে মুখে দাড়ি গোঁপ ধরেছে,
 কার্পাস-বসন ছাড়ি উর্গাতন্ত পোরেছে ।
 কত্থাকাল ছাড়ি কত্থাদান কার্য্যে মেতেছে,
 উচ্ছিষ্ট ভোজন জন্তে লম্বা পাত পেতেছে ! ।
 পরযাত্রা ভঙ্গ জন্ত নাসা কর্ণ কেটেছে,
 রাসভের রক্ষা হেতু কল তরু ছেঁটেছে ! ।
 শিক্ষা শিক্ষা করে মুখে গুরুদীক্ষা ভুলেছে,
 ডাম্ ওল্ড ফ্লিস কষ্টমের “ধুয়া” তুলেছে ।

- যু । বৃদ্ধ আপ্তপূরপক্ষ চিন্তে পাল্লেন না, আশ্চর্য্য !
 রু । ও বাবা ! এখন আপ্তপূর চেনা ভার !
 যু । কেন মা ?
 রু । (নিঃস্বরে) এখন মহুষ্য-মুখে এক, পেটে আর,
 জ্ঞান বিদ্যা অধিকারে এমনি ব্যাভার ! ।
 যু । এক্ষণে উপায় মা ?
 রু । (মৃদুস্বরে) এক্ষণে সহায় বল সম্পদ বল সব ভূমি বাপ্, আমাদের
 আর কেউ নেই, ভূমি স্থিতির হও তবেই সব হবে !
 যু । আমি কি করব মা, একাকী স্থিতির হতে পারি কৈ ?
 রু । (যুবীর মনের ভাব বুঝে) আহা ! কি দৈববিড়ম্বনা ! ! স্মৃতে,
 বাছা স্মৃতে ! এদিন কাছে থেকে এমন স্মৃসময়ে অন্তর হলি (বোলে)
 অশ্রমোচন ।
 যু । হা ! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) মা ! কৈদ না, উতলায় কার্য্য হয় না তা
 আমি বেস জানি । মা ! ধৈর্য্য ধরে তবে তোমার দর্শন পেয়েছি,
 ধৈর্য্য গুণে আবার প্রিয়কেও পাব তাতে ভাবনা কি ?
 যু । আহা ! বাছা না হলে এ সময় অসম্মন জ্ঞানের কথা বলে কে ! ।
 বাপ্ ! তবে সন্মিলনের চেষ্টা কর । কোন বিশিষ্ট আর্য্যগ্রামে প্রচ্ছন্ন
 থেকে কোন রূপে মহাবীরের মত বিচার-খণ্ডে সেই “সংক্রামক অবি-
 শ্বাস” মহিরাবণটার মাথা কাট যে, ঐ “বায়োরজপুতের তেরোটা
 হাঁড়ি” ভগ্ন হয়ে আর্য্যক্ষেত্রের লব্ধত্রেই “রামরাজ্য ও জগন্নাথক্ষেত্র”

হয় ! । আনন্দবাজার বসে ! । আহা, সে চতুস্তল পুষ্পক রথের কথা বলব কি বাপ ! কিছুই অভাব ছিল না ! । বাপরে সেই থানির মেরামত কর ।

যু । শুনছি সেই মেরামত নিয়ে দেশ বিদেশ সব ব্যস্ত, কত কল কৌশলের সৃষ্টি, কত রাজমিস্ত্রীর শুভদৃষ্টি হচ্ছে !

ব । (ক্ষণেক ভেবে) স্নেহ ভক্তি কোথা জান বাপু ?

যু । তারা রথে নেই, বোধ করি অল পথেই আছে । তাদের সম্মিলনে কারুর মত নেই ।

ব । তবে কার সাধ্য রথ মেরামত করে । কেবল তুমি পারবে ।

যু । (বিনীতভাবে) অসাধ্যসাধন, কেমনে আমি

উপেক্ষিত দেশে, সাধিব,

স্নেহভক্তি অধো উপরগামী

স্বমতি বিহনে সাধিব ।

বিতণ্ডা চণ্ডাল স্বাধীন হয়ে

ঢালি পাক, খেলিছে মুখে,

জননি ! এ কাষ তাদের লয়ে

সাধিতে পড়িব গো হুঃখে !

ব । ভেবনা স্বপ্ন ! হবে সহায় তোমার,

মগধে এ স্বনন্দ যে করে প্রচার * ।

যু । (প্রণাম করে) তবে এখন চল মা ! প্রিয়ে স্বমতির অন্বেষণে একবার সয়েদপুরে যাই ?

ব । বটে, বাপু ! বটে ; সেই দিকেতেই যেন স্বমতির সৌগন্ধ পাচ্ছি ! চল, (বোলে) উভয়ের প্রস্থান ।

ইতি প্রথমভিনয় ।

দ্বিতীয়াভিনয় ।

নৌকাদ্বয় । বুদ্ধ পূর্ববৎ দণ্ডায়মান ।

স্নেহ নৌকায় অনেক লোক । কেহ লম্বোদর কেহ বৃহৎ মস্তক ক্ষুদ্র কলেবর, কেহ রক্তাস্য কেহ কৃষ্ণাস্য, কেহ চঞ্চল কেহ দুর্বল, কেহ চক্ষু-সম্মে অন্ধ কেহ কর্ণ সম্মে বধির, কেহ করচরণহীন, কেহ গীননাসা, কেহ নাসাহীন, কেহ দীর্ঘকর্ণ কেহ বা ছই কান কাটা, সকলেই নিম্নদৃষ্টি, সকলেই লোলরসনা ! ।

ভক্তি নৌকায় কেহ বিকলাঙ্গ নয়, সকলেই শান্তমুষ্টি কিন্তু জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ, সকলেই উর্দ্ধদৃষ্টি, সকলেই সন্তোষী । “বাপ্রে মারে, এ আবার কে” শব্দ,—

মস্তরাম বাবাজীর প্রবেশ ।

কৃষ্ণবর্ণ স্থলকায়, কোপীনবস্ত্র, হাতে শোঁটা ।

মঃ বা । (ছ নৌকায় ছই পা, বুদ্ধের সম্মুখে দণ্ডায়মান) তু কোন্ রে !
ঝুট মুট বকুবকু করতা হ্যায়, অরে সচ্চা ডগর ছোড় কেঁও ঝুট পর
মরতা । ভলা চাহে নো হমসে বিচার কর, আওর হার মানকে
ও পুরাণা রাগ গানা ছোড় দে ?

স্নেহপক্ষীয় কেহ কেহ । বাহবা ! এ বাবাজীত আছি বাত কহতে হেঁ,
আও হামলোক উনকো মদত করে ।

মঃ বা । অরে ময় একেলা বহত হঁ, ময় কিসীকা মদত নহি লেতা । তুম
মূর্থ ! ক্যা হামারা মদত করেরা ? বেদ বেদাঙ্গ কুছ পড়কর তব
হামসে বোল্ না !

অপর কেহ । হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) এত ফাষ্ট'রেট পণ্ডিত দেখতে পাই
“ভেডা” কে “বেদ” বল্চে ! !

অন্য জন । না না, এ বাবাজী মত্ত পণ্ডিত, এমন কি এর তুল্য কেউ নেই
বলেই হয়, ইনি দ্বিবিজয়ী, সকলের মুখবন্দ করে দিয়েছেন ।

স্বয়ং বেদ বেদান্ত রচনে সমর্থ !। যে সব প্রমাণ প্রয়োগ আর অর্থবাদ প্রকাশ করেছেন তাতে উনি যে যথার্থ “এঁড়ীয়া আচারীয়া” তা প্রমাণ হয়েছে ।

কেহ কেহ । “এঁড়ীয়া” ! সেকি ?

অপর । তুমি ত ভারি অসভ্য হে “এঁড়ীয়া” জান না ? অ্যাদিন পোরে শুনে গরের মাঠে বেরয়ে, এঁড়ীয়া জান না ? গোরার গোরে পরনি তা জ্ঞান হবে কোথেকে ?

কেহ কেহ । তুমি বুঝি সেই দেড়ের কাছে দাড়িয়ে ঘণ্টা নাড়া পড়ে এঁড়ে চিনেছ ?

অপর । চিনিচি কি রে ? হয়েচি ! আমি এখন আর কি তোদের সেই পুরাতন কান্ডুন্দি “ত্রিসন্ধ্যা” মানি, না মরা গরুর ঘাস ছুলি !

অন্ত কেহ । হাঁ হাঁ, ইনি আমাদের সেই বাবাজী ; যিনি তিনটের একটা সন্ধ্যা কে তিনটা ধ্যান আচমনকে, ও শ্রাদ্ধ তর্পণকে ধরে টানা-টানি কচ্ছেন ।

অপর । হ্যাঁ হ্যাঁ ইনি তিনিই । ভাই একি সামান্ত বিদ্যার কন্ম ; বেদ-গুলো লণ্ডভণ্ড না করে আর অ্যাত ক্ষমতা হত না !

কেহ । তাঁর সন্দেহ কি । আমাদের শুভাদৃষ্ট, সমাজের সৌভাগ্য যে এমন সময় এর শুভাপমন হয়েছে !

মঃ বা । (চুপ চুপ বোলে বৃদ্ধের প্রতি) দেখ বুঢ়ো ! তু মেয়া কহনা মান, ও সব বালকৌকে দেশী বিদেশী বোলি স্নোমে মুৎ ভুল । ময় তুজ্জকো সাম্‌হাল লেঙ্গে, তেরা রেণী হমে বুৱা লগতা হায় !

বৃদ্ধ । (প্রিয় জন বোধে) তুমি কোন পক্ষের “পালক” বাপু !

মঃ বা । হম আসল পুরাণা এৱীয়া পক্ষীয় ব্যবস্থাপক ।

বৃ । আহা বেশ বাপু ! আমায় পুরাণ শুনাতে এসেচ, বস, পড় ?

মঃ বা । (রাগত) ক্যা-কহতা হ্যায়, হামারে সামনে পুরাণ কা নাম লেতা, তেরা মামৎ * আয়া হ্যায় ক্যা ? আৱে ময় সরস্বতী হঁ সব বেদন কো কণ্ঠাপ্রকরকে বাবাজী বনাহঁ, ময় পুরাণ উরাণকো ক্যা সম্বত্তা । পুরাণ হামারা (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখন্তে) ইস পর হ্যায় । হম বেদবেত্তা আচার্য্য, হমকো তু পুরাণ বাঁচণে (পড়নে) * কহতা

হায় । অরে ! ময় সব দেখা পর তেরে মাফিক মুরখ বুঢ়া কহি
নহি দেখা । তু মরণে কো চলা তওভি আপনা গঁওয়ারী রাগ
ন ছোড়া ?

বু । (স্বগত) “সো পাপিষ্ঠ স্ততোধিক” ইনি রাম রতনের গুরুদেবেরও
গুরু দেখতে পাই, (প্রকাশে) বাপু তুমি কি চাও ?

মঃ বা । ক্যা হম কুছ মাংতেহে, যো তু “চাও চাও কর্তা হ্যায় ? হম
ভিক্ষুক নহি হ্যায় । তু হমকো পৌরাণিক কহতা হ্যায়, পথণ্ডি !
ওহি হামারা চিড় হ্যায় !

বু । (আরো কৌতুক করতঃ) বলি বাপু ! তোমার ইচ্ছে কি ?

মঃ বা । তেরি বুঢ়ে কি এসি তেসী, হমে ছি ছি কর্তা হ্যায় ? তু ছি
তেরে সব ছি !

বু । (মৃদুহাস্যাস্ত্রে স্বগত) বাবাজীর তর্কশক্তি বিলক্ষণ, (প্রকাশে)
তোমার মানস কি বাপু !

মঃ বা । ধন্তেরে কি, রাক্ষস ! মেরা মাংস মাংতা হ্যায় ?

বু । (অবাক হয়ে) তুমি আমার প্রাণ প্রতিমা, তোমার মাংস কি আমি
ইচ্ছে কর্তে পারি, তুমি কি অজ্ঞা ?

মঃ বা । ক্যা কহা ফেরত কহ, মেরে সামনে প্রতিমাকা বাং ?

বু । কেন বাপু ! প্রতিমার কথায় কি জ্ঞাত যায় ?

মঃ বাঃ । (চক্ষু রাঙ্গা কোরে) ফের জ্ঞাত কা নাম লেতা ? ডাণ্ডা খায়গা,
কৈও ?

বু । (কিঞ্চিৎরাগত) ক্যা কহতে হো পণ্ডিত মূর্খ ! জ্ঞাত পাত কোন
নেহি মানতা, যবন স্নেহ-ভিমানতেহে ॥ জাত্যভিমান কিসকা
নেহি হ্যায় ? প্রতিমা কো নহি পূজতা হ্যায় ?

মঃ বা । হাঁ ময় জানতা হঁ ।

বু । ক্যা জানতা হ্যায় ?

মঃ বা । তেরা চার কে চারো জাত আয়েবদার হ্যায় । পহলা যে কা তু
বড়া গো সমজতা, ও আসল ঠকাওঁর জালসাজ, দুসরা জিসকো
তু বড়া মরদ ওঁর সমাজকা রাখয়ার জানতা ও বিলকুল দাগাবাজ,
হুর্দলকা জল্লাদ ওঁরসবলকা গুলাম হ্যায় । তীসরা প্রসীদ্ধ চোর
ওঁর চৌধা পাক্কা ঝুঠাখোঁর, তিস্মে কুছ সন্দেহই নেহি হ্যায় ।

ব। (কৌতুক ছলে) তুমি এ চাটোর কোনটা বাপু? কি চাটোই?
(বোলে) হাঙ্গ।

মঃ বা। (ক্রোধে) পথও! মূজোর! জবান চালাতা হ্যায়? ও লাল-
আখিবালা ক্রোধসিংকো দেখতা নহি, ও তুজকো অতি ছরস্ত
কর দেগা! ঔর তেরা জাত পাঁতকে বাস্তে এ লঘোদর লোভ-
সিং বহত হ্যায়!। প্রতিমা ইরতিমাকো ত হম কূছ সমঝতেই
নেহি, উসকা জিকর কেঁও করতা?

ব। বাপু! প্রতিমা ত সকলেই পূজা করে, তুমি কি তা কর না?

মঃ বা। অরে ময় বেদাচার্য্য, প্রতিমা পুজেন্ধে? হাঁ, যো বেদমে কহি
লিখা হোতা ত মানতে! তু জানতাছো ত বতা?

ব। তুম কুতকী তুম্‌সে অব মগজ খালি কো করে, পর ময়জানতা
হ কি “মেরে তেরে রহতে জ্যাসে” “তেরে মেরে প্রতিমা সত্য
ঔর পূজা হ্যায়, ঐসেহি দেও—তৌকে রহতে দেবনকা প্রতিমা
ভি সত্য ঔর পূজা হ্যায়!

বা। (চমৎকৃত হয়ে) তেরে মেরে প্রতিমা! মেরে প্রতিমা কো
পূজতা হ্যায়?

ব। কাহে, তেরে এ দেহ প্রতিমা যো দেখাই পড়তা হ্যায়, ইসকো
পান ভোজন বসন আচ্ছাদন যান, বাহন, আসন ও দক্ষিণা দেকে
তেরে চেলা লোক পূজা নহি করতা হ্যায়? কহ হাঁ?

মঃ বা। এসেই তু ইঁট পথর কো পূজতা হ্যায়? তু বড়া মূর্থ ময় সজীব
আচার্য্য, লোগৌকে উপদেষ্টা, শতরা নিজজীব মুরত (মুরদা)
হামারা বরাবর? হম নালীস করেঙ্গে তেরে নাম পর ঔর জেহল
খানা করকে তব ছোড়েঙ্গে!

(পরিহাসছলে) এ অবস্থা হতে সে বরং ভাল বাপু! (সাবধান
হোয়ে)

ব। কেও নেহি। তোমহারে ময়ণে পর এ চেলা লোগ যো তোমারা
প্রতিমা বানাকে গুরুভাও করে তো উন্‌হে তোম কা পথও
নাস্তিক কহো গে, কি ভক্ত কহো গে?

মঃ বা। (নিঃস্তব্ধ হয়ে) তেরে বুঢ়ে কি, মেরা মৌত মানাতা হ্যায়?

ব। বাপু! তোমার জীবনে যা মরশেও তাই, আমার তাতে ত কোন

উপকার নাই, বরং মন্দকে আরো নিকৃষ্ট কচ্চ। খণ্ড বিখণ্ড সমাজকে আরো ছিন্ন ভিন্ন কচ্চ। হা, যদি প্রাচীন দেব, গুরু দ্বিজ, কৰ্ম্মকাণ্ড মেনে ভূমি জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা প্রিয়ে সমঞ্জ-সীর সম্মিলন চেষ্টা কন্তে, তবে আমিও তোমার ভরসা ও সন্মান কর্ত্তম !।

মঃ বা । ক্যা খিচড়ী পাকানে কহতা হ্যায় ? (বোলে) নৌকা দোলান ।

ব । (সাবধান হয়ে) তুমি আর কি কচ্চ বাপু ? বেদের শব্দ আর কোরাণ বাইবেলের অর্থ লয়ে কি তোমার ভাষ্য রচনা নয় ? রামা আর কি কর্ত্ত ?।

মঃ বা । (ক্রোধে অধর ওষ্ঠ কাঁপাইয়ে) মূখ, ভণ্ড ! আজ এক ডাঙাসে তেরা খোপড়ী ফোড় দেঙ্গে ! (ডাঙা ওঠান)---হাঁ হাঁ : শব্দে -

স্নেহের প্রবেশ ।

স্নেহ । (করুণাপূর্ণ রোদনোন্মুখ, করেরজু অধোবদনে বৃদ্ধের প্রতি) বৃদ্ধরাজ ! ব্যাগোতা করি, বাবাজীকে এখন বসতে দিন ; আপা-তক আমার বাত্যের কথা শুনুন, সে আপনার মন্দকারী নয় !

ব । ও স্নেহ ! তুই আর মিছে আশুপ্লাব্য করিস্ নে, আমি তোদের সকলকেই জানি ।

স্নেহ । ভালো আর একবার আমার কথায় বাত্যের মান রাখুন, তার, কথায় অপর লোকেও মুগ্ধ হ য়েছে আপনি হবেন না ?

ব । আমাকে মুগ্ধ রাখাই কি তোদের পুরুষার্থ রে ?

স্নেহ । শুনে যা ভালো বোঝেন করুন ।

(বোলে) বাত্যেবাত্যে আহ্বান ।

ব । কি আর শুনব, স্রুবিচার নেই, কার কথা শুনব ?

স্নেহ । (কাঁপতে) স্রুবিচার আবারকে ? আমাদের স্বার্থের শাসনে স্রুবিচার ? সেই ভণ্ড তপস্বীটে, সেত আমাদের বিবেচক বিতণ্ডার কাছেহার মেনে রূপোস্ ?

ব । (হেসে) সে আমারি দোষে । কিন্তু যে হটক মূল তোরা আর কেউ নয় !

স্নেহ । আমরা কে কে ?

বু। যখন যে প্রবল হস ; কখনোতুই কখন বা ভক্তি !

স্নেহ। আমি আর নয় বরঞ্চ ভক্তি বটে। আমি রাজার হালেই রেখেছি,
কৌপীন সার কর্ত্তে ভক্তিই করেচি !। যখন আমার ভুলে ভক্তি
ভক্তি করেছ তখন এই দশা হয়েছে !

বু। কেবল তোমায় নিয়েওত অধঃ পাতে গিয়েছি ? আমি প্রাণ দিয়েছি
কিন্তু তুমি গলাই কেটেছ !।

স্নেহ। (সুচকে হেসে) এখন এই শোভাপায় ?।

বু। পূর্বেই বলেছি বাপু ! যে খানে সুবিচার নেই, সেখানে কথা
কৈতেই নাই !।

স্নেহ। আমি আর কিছু বলব না (বাতো ২ আহ্বান ও প্রস্থান

ইতি দ্বিতীয়াভিনয় ।

তৃতীয়াভিনয় ।

বাত্যের প্রবেশ ।

নাকে চশমা হাতে বৈ ।

বাত্যে। (এ দিক ওদিক দেখে) হুঁঃ হুঁঃ হুঁঃ (হুঁকার)

করিয়ে দেশ ও বিদেশ ভ্রমণ

স্নেহের পক্ষ করেছি গ্রহণ

স্নেহের গোলামী করে ছিভুবন

সাদাকালো সব বানর নরে,

স্ত্রী পুরুষ সব স্নেহের বঁস

স্বর নরে গায় স্নেহের যশ

স্নেহ শুনে পরিপূর্ণ দিক দশ

স্নেহ শিশু জীব পালন করে ।

স্নেহ মনোমল ফালন কারণ

স্নেহ বিনা কোথা প্রেমের বাসা
 স্নেহ গুণে পর হয়রে আপন
 স্নেহই সবার পুরায় আশা ।
 স্নেহ যদি কেহ নয় এ হাটে,
 এত আবর্জনা কে তবে কাটে ? ।
 ক্ষুধা তৃষা আশা অভাব সহ,
 স্নেহের নিকটে নিয়ত লহ ।
 স্নেহ হতে ক্রোধ মমতা মদ,
 পেয়েছে জগতে প্রধান পদ ।
 স্নেহ আশে লোভ মূলুক জাদা,
 স্নেহ বাসে ভোগ সতত বাঁধা ।
 প্রণয় প্রণতি প্রয়োগ বিধি,
 স্নেহের অধীন করেছে বিধি ।
 ছল বল কল কৌশল যত,
 স্নেহের সাধনে সবাই রত ।
 স্নেহহীন কেহ সংসারে নাই,
 এক মাত্র সেই বৈমাত্র ভাই ! ।”*
 তাই বলি সবে এস এ নায়,
 পাইবে সম্ভোগ প্রতি পায় পায় ! ॥ ২ ।
 স্নেহ গুণ কত করিব বাখান,
 “আপন” কথাটির স্নেহই প্রাণ ! ।
 আর্য্যের-সমাজ ! স্নেহের বশে,
 যদি করে থাকি অকাষ আমি,
 দেখহ সে দোষ স্নেহের রসে,
 স্নেহই সকলের অন্তরজামী !

বুদ্ধ । (বাত্যের নম্রতায় প্রসন্ন হয়ে) স্নেহ অধিকারে দোষের ভয়—আছে
 জেনে কেন স্নেহের কাছে ?

বাত্য । আমি কি একা ? বুদ্ধ—আর্য্যরাজ !

স্নেহের সমাদর সবার কাছে ।

দোষে গুণে যদি স্নেহের জালি,

ভক্তি ত আবার জ্ঞান-ভিত্তারী ! ।

বুদ্ধ । (বাত্যের কথা শেষ হতে একটু হেসে)

ওরে স্নেহদাস বকুলি অ্যাঁত,

বুঝি জানাইলি ঠকলি যত ?

স্নেহের করস্থ রজ্জু ডোরে, বাঁধা তোরা কত স্বাধীন নয়,

কি আর অধিক বলিব তোরে, জানে তোর সেই “পিতার তনয় ।”

স্নেহ করে দিয়ে মানস * তার, হল স্নাতা রাজ বনিভা বটে,

কিন্তু কি হবে জনমদাতার, দেখ তোর ঐ বৈয়ে কি রটে ।

বাত্যো । (বিরক্ত হয়ে) ধান ভানতে ভানতে শিবের গীত, একটা কথা
ঠিক রাখুন ? গুণগোল কেন ? । সাংসারিক স্নেহের জন্যে যদি
একটা ভুল হয়ে গেছে তার জন্যে কি আজন্ম বাস সৈতে হবে ।

বু । “হুর্ভিক্ষ মল্লং স্রবণং চিরায়” জান না ?

বাত্যো । সংসার “স্নেহ স্ত্রে গ্রথিত” কে না জানে ?

বু । ঐ কথা শুনেই ত আমার “এ—দশা !”

বাত্যো । মশয় ! স্ত্রী, পুত্র, ধন, বিদ্যা, মান, পদ, অহঙ্কার ও অভিমান
লয়ে আশ্রম স্থখ ; শঠতা, কপটতা, ছল, বল, চাতুরী, অবিচার
ও বিতণ্ডা লয়ে রাজ্য স্থখ এবং স্নেহ আশক্তি ও যথাশক্তি নিয়ম
রক্ষায় পারত্রিক স্থখ স্থায়ী হয়, এ কথা কে না জানে ? । আপনি
পক্ষপাতী তাই, কেবল ছল ধর্মে উদ্যত ! (বৈ ওলটান) ।

বু । এখন যা বল বাপু ! সব এই মাটির গঠন ।

বাত্যো । জন্মদাতার মান কদিন ? যদিইন মানুষ জন্মদাতা না হয় । স্নেহ
রাজ্য বিস্তার হলে আর কে কোথা, কোন সভ্য সমাজ জনক
জননীর পূজা করে । জ্ঞান হলে আর গুরু দরকার ? । আপ-
নার যেমন পচা বুদ্ধি তেমনি পচা দশায় পোড়েছেন ! । ভক্তি
ভক্তি করে পরকাল খাচ্ছেন । মরণ নেই অথও প্রমাই, তবু পিণ্ড
খাবার জন্যেই পাগল* ?

বৃ। ওরে ! তোদের কন্ঠের ফল আমায় ভুগতে হয় তাই বলি, যে, কলহ
ছেড়ে মীলন কর !। ওরে “গৃহ বিচ্ছেদে কুল নাশ” মিথ্যে
কথা নয় !। অশ্রলোচনধ

ইতি তৃতীয়াভিনয় ।

চতুর্থ অভিনয় ।

দাসী বেশে ভক্তির প্রবেশ ।

ভক্তি । (গলবস্ত্র কয়ষোড়ে, উর্দ্ধদৃষ্টে বৃদ্ধের প্রতি)

ঠাকুর ! আপনি ও বাতোর কথায় আর কর্ণপাত করিবেন না ।
যে স্নেহের পোঁড়া সে কি আর আমাদের ধর্ম্মের কাহিনী শুনবে ।
ও “বিশ্বাসের মাথা” খেয়েচে । ঠাকুর ! একটা স্নসম্বাদ
শুনছেন !

বৃ। (হর্ষে) কি স্নসম্বাদ মা ? আহা ! তোর এই গুণেই শেষটা আমি
সর্ব্বস্ব খোয়ালেম । মা তোর বদন বারিদ নির্গত বাগবিন্দু পানে
যেন কর্ণচাতক পরিভূপ্ত হয় !। আমি অশীত পর আমিই শ্মশান-
বাশী পঞ্চবর্ষীয় বালক এবং বনবাসী হবে আশ্চর্য্য কি !

ভ। ঠাকুর ! প্রত্যাগত তীর্থযাত্রীর মুখে শুনলেম আমাদের আবার
নাকি মিলন হবে ?

বৃ। (আহ্লাদে আটখান) বল কি মা, কে বল্লে, কেই বা মিলন করবে ?

ভ। হ্যা গো ! তোমার নিত্যচিন্তার ধন রমণীরতন সেই সামঞ্জস্য
দেবী ত্রিবেণী হতে নাকি মগধে আসচেন !

বৃ। মগধে ? সেখানে ক্যান ?

ভ। সেখানে কেউ তাঁর স্বহায় হয়েছে ।

বৃ। ও মা ! চুপ কর, যারে তারে একথা বলিস নি । আশীর্বাদ করি,
যে হউক, মির্ষিয়ে কৃতকার্য্য হউক !।

ভ। তা'আম্নন, ঠাকুরাণী স্বস্থানে আম্নন, আপনার নৌকা রথ পথ ঘাট

আসন বসন সব পূর্ববৎ করুন, (বোলে) বিমর্ষ । (স্বগত)
সর্বনেশে থাকতে আর আমার সুখ নেই ! ।

স্নেহের প্রবেশ ।

স্নেহ । (ভক্তির ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত হোয়ে) লক্ষ্মিছাড়ীর কথা নয়, যেন
বিষ ; ছুঁতেই সর্কশরীর জ্বালা করে ! যেন কর্ণে বজ্রাঘাত হয় !

ভক্তি । (স্নেহের দুর্ভাক্যে কোপে) নীচগামি !

কেনা জানে তোরে অধোমুখ ! দুরাশয় !

আমার সম্মুখে নিন্দে, মনে নাই ভয় ?

এ সমাজে তুই যে করিস্ অভিমান,

কি গুণে অধম ! যথা আমি বিদ্যমাণ ?

প্রতিপত্তি আমার নাহিক যেই দেশে,

সেই দেশে পূজ্য তুই ছদ্ম-সাধু বেশে ! ।

যথা তোর গন্ধ মোহ অবশ্য সেখানে,

জলদ বাহন যথা পবন, বিমানে* ।

গৃহভেদ কলহ ও বান্ধব বিচ্ছেদ,

তোর মনতায় এই সব ভেদাভেদ ।

এক ঘরে শাত বর তোর দোষে হয়,

আশ্চর্য্য, নিলজ্জ ! তোর নাই লজ্জা ভয় ! ।

স্নেহ । (দর্পে) কিসের লজ্জা কিসের ভয় আহার ব্যভায়ে,

জীজাতি সতত তুই আমার অধীন ;

ক্ষীণজীবী ভিক্ লোক ভজে বটে তোরে,

পুরুষার্থ সাধিবার আমিই প্রবীণ ।

ভক্তি । (হেসে) জানিরে পৌরুষ তোর একের কারণ,

তারি জন্তে কর পাপ জীবন ধারণ ।

পাঁচ চক্ষু পাঁচ জনে দেখ দুরাশয়,

জাননা কর্ত্তার তাতে হয় পুণ্য ক্ষয় ? ।

উত্তম উত্তম চেথে চেথে প্রিয়জনে,

মন্দ মন্দ দেখে দেখে দেবতা ব্রাহ্মণে ! ।

পাঁচ জনে ভোজনে বসিল এক ঘরে,
 বাচা বাচা খাদ্য এল একজনা তরে ? ।
 ঘণাবৃত হুকবাটী এ জনার পাতে,
 সে জনা অঞ্চল কি না চাথে হাতে হাতে ! ।
 এক মুখে এলাগন্ধ টকটকে লাল,
 চুণে পুড়ে হয় হয় করে অগ্নিগাল ! ।
 এক জনে গুপ্ত ধন কর বিতরণ,
 চুপি চুপি আনাচে কানাচে সন্মীলন ! ।
 বিনা প্রার্থনায় কেহ কৃতকৃত্য হয়,
 কেহ চেয়ে মরে তবু চাওনা নির্দয় ! ।
 কাণা মেঘা ! সেই ভাব সে ছুদের বাটী
 আমার বিহনে দেখ সবতোর মাটি ! ! ।
 আত্মপ্লাঘ্য হয়, কিন্তু তোরে জ্ঞান দিতে,
 স্বমুখে স্বগুণ তাই হইল কহিতে ।
 আমার স্বভাবে দেখ এ কুদোষ নাই,
 আর্থ্যমাত্রে দেখি আমি সহোদর ভাই ।
 নীচ উচ্চ লঘু গুরু ধনি দীন জ্ঞানী,
 আমার প্রভাবে কেহ নয় অভিমানী ।
 ধর্ম কর্ম শাস্ত্র মর্ম বক্তৃতা বিচার,
 আমার সম্মতে হয় সম্মতি সবার ।
 রাম শ্রাম কানাই বলাই ভোলানাথ,
 গউর নিতাই গৌরী সব মোর সাথ ! ।
 আমাহীন অমীয় অপেরা, বিষ ছদ,
 সূধা সম মম দত্ত “বিহুরের খুদ” ! ।
 তুমি যত মায়া কর আমি তত হাসি,
 আমার সম্পর্ক বিনা সব ভস্মরাশী ! ।
 নীচগামী ! তুই চাস নীচে লইবারে,
 আমি দেখ্ ! সেই নীচে উঠাই উপরে ! ।
 স্নেহ সখ্য দাস্ত আর বাৎসল্য প্রভৃতি,
 যত গুলি আছে, ভার, এ আর্থ্যসমাজে,

আমার চরণে সকলের তুল্য রতি
 শ্রেষ্ঠ বলে পূজ্য আমি সকলের মাঝে !
 স্নেহ । *ওরে ছুঁড়ি ! আপনার অঙ্গ কে না বড় দেখে ?
 ভক্তি । ওরে অসিদ্ধ ! তোর আমার কত তারতম্য তা শোন ?

মম অঙ্গ দয়া দৈর্য্য হিংসা ঘেব তোর,
 মম চক্ষু জ্ঞান দিবা তোর নিশা-ঘোর !
 *ওরে মম প্রিয় বৈরাগ্য সন্তোষ কোষ যার !
 তোর প্রিয়ে তুফার ভাগুর হাহাকার !
 তোর প্রাণ নিখ্যা বস্তু মোর সত্বাদন,
 তোর মন “মূল্য” মোর অমূল্য রতন *
 আমার হৃদয় ক্ষমা তোর প্রতিকার,
 আমার নম্রতা ভাব তোর বলাৎকার ।
 তোর আত্মা মহামোহ বিয়োগ আলয়,
 আমার বিবেক “নিজানন্দের আশ্রয়” !
 তোর দোষে কত রাজ্য গেছে ছারখার,
 আমি হীনহুষ্ঠ ! তোর “দূর-পরিহার” !
 কত সভা কত দল কত পরিবার,
 তোর দোষে রসাতল করিল গুলজার !
 তুই অন্ধ করেছিস অন্ধিকা কুঁয়রে,
 তুই হুংব দিয়েছিস নৃপতি লীয়ারে !
 তুই পাপি ! বধেছিস রাজা দশরথে,
 তুই কাঁদায়েছিস শ্রীরামে পথে পথে !
 কি করি ছিল না ইচ্ছে দেখি তোর মুখ,
 বৃদ্ধের কারণ সব সহিতেছি হুংব !
 কেবল বৃদ্ধের মুখ চাহিয়া সয়েছি,
 যেমন দন্তের মাঝে “রসনা” রয়েছে !
 পর্বত সমান ধীর সাগর গম্ভীর,
 করে কর মোলে রয় যত মহা বীর !

*অমূল্যরতন, যুক্তি । ভক্তির অন্তরাঙ্গা (মন) যুক্তি ।

স্নেহ । নিছে দর্প, তোর মোর কন্দর্পের কাছে,
তোদের জীবন যষ্টি বাণ হাতে আছে ?
কামের কটাক্ষ মাত্রে তোর সর্বনাশ ।

কতবার হল তবু তাতে অবিশ্বাস ?
তুই ছুটা ! অনর্থক করিস গর্জন,
হিরণ্য কণ্ঠে কিস্ত রাখিস্ স্মরণ!—
তোর দোষে প্রহ্লাদ সহিল যত দুঃখ ।

তোরে ভজে কে কোথা পেয়েছে বল সুখ !

ভক্তি । (হাস্ত করত) রে পাপিষ্ঠ ! ত্রিষ্ঠ তর্জ সম্পদ সময়,
প্রলোভিয়া প্রহ্লাদ সমান মম জনে.

নরসিংহ বিপদের হইলে উদয়,
বিদারিণে বহু তোর বজ্র পঞ্চাননে,*

স্নেহ । (বিক্রপ করত) ছোট মুখে বড় কথা শুনে হাসি পায়,
বি-পদ পাইয়ে পদ মারিবে আগায় ! ।

কত শত করি খড়্গী উঠু গেল তল,
শশকী সাগরে পসি বলে কত জল !! (হাস্ত)

পারেনি নাড়িতে মোরে গুণগনাতন,
নেড়েচেড়ে শিলা হল নর নারায়ণ,

বেদব্যাস বশিষ্ঠবাক্যিক হল লয়,
অমধ্য সাধিতে চাস তুই হ্রাশয় ?

ভক্তি । (রোষে) কিসের গরিমা তোর এক চকো পাপ ! ।

বথা তুই তথা রোগ শোক অনুতাপ ।

তোরে মেরে হত্যা নাই বরং পুণ্য হয়,

সাক্ষি তার সুবিখ্যাত কর্ণ মহাশয় ।

যে না চায় তোর মুখ সেই নর ধন,

আর্য্যসমাজের মধ্যে সেই অগ্রগণ্য ।

তোর বলে উচ্চ পদ কে পেয়েছে বল,

মোর বলে পরিপূর্ণ দেখ নভস্থল ! ।

আমার অনন্ত ভাবে বাঁধা ভগবান,
 রাধার অধিক তাঁর কাছে মোর মান ! ।
 . তোর জ্বলে পশু পক্ষ জীব জ্বলে মরে,
 যেমন প্রদীপ পোড়ে প্রতি ঘরে ঘরে ! ।
 তবে তোর সার ধন তিন কাঠা ধাম,
 ধন ধাতু ধনি, যার আমরা নিস্কাম ! ।

স্নেহ । (ব্যস্ত করে) দেখা আছে তোর সব বড় বড় জনে,
 মরিতে মরিতে বায়ু পর্যাশনে বনে ।
 একবার চাখিরা চাটিয়া মমামৃত,
 ভুলিতে পারিলনাক, জনগের মত ।
 যোগাশক্ত যোগ ছাড়ি ভোগের পশ্চাতে,
 চৌরাশী করিল পূর্ণ গুরু বাতায়তে ! ।
 ব্রহ্মলোক ভ্রষ্টা গঙ্গা আইল ধরায়,
 নহব শান্তনু মুক্ত আমার ছারায় !
 সম সখী তৃষা মনমোহনী সুন্দরী,
 শঙ্করে মোহিল যেই জনম-ভিকারী ! ।
 পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ ভণ্ড তপস্বিনী,
 আমার জানিত তোর বিতৃষ্ণা কামিনী ।
 কে তারে জিজ্ঞাসা করে সহজে অগুণা,
 দেখিলে সেটার মুখ মৃত্যু জানা শুভা ! ।
 অমঙ্গল অযাত্রা-তোদের গোষ্ঠী ভোর,
 সর্বনাশি ! কোন গুণে তোর এত জোর ! ।
 অর্থ্য সমাজের দেখী করিলি কি দশা,
 তোর দোষে দেশ অতি হইয়াছে কষা ! ।
 (বোলে ভক্তিকে আকর্ষণার্থ করস্থ রজ্জু নিক্ষেপ ।)
 ভক্তি । (রজ্জু ধারণ পূর্বক টানাটানি করত)
 আয় আয় মোর নাথ আয় রে দুর্বল,
 হেথা সেথা তোর সব স্থানে ঘাস জল ! ।
 নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন অন্ন তোর ভাগ্যে নাই,
 স্বার্থ বিনা তোর মুখে কেবা দিবে ছাই ! ।

তাই বলি সেবা কর পাইকি প্রগাদ,
যদ্যপি মিটাতে চাম্‌ সংসারের সাদ !
আমাদের কর্ত্তা জগন্নাথ দেহ-রথে,
দশ অশ্ব যোগে ভ্রমিছেন মোর পথে ।
ঘোটকের ঘাশ জল চাই বটে তার,
অতএব ঘাড়ে কর সেই কার্য্য ভার ।
ঘাশ ছুলে আটি বাঁধ এই রজ্জু দিয়ে,
থ্যওয়া গিয়ে অশ্বগণ অশ্বশালে নিয়ে !
ঘেষেড়া ! ছুলগে ঘাশ নিয়তীর মাঠে,
বহিস্‌ ভূতের বোঝা কেন ভব হাটে ?
স্নেহ । (ক্রোধ) যত বড় মুখ নয় তত বড় বাত !
সর্ব্বনাশি ! একটানে করিব নিপাত !
পুনঃ পুনঃ বাক্য বানে করিলি জজ্ঞর ।
জানিস্নেহে ফুৎকারে হয় প্রবল ফুৎকার ?
(স্নেহ পক্ষীয় সকলে রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈশ্বরে)
দে টান দে টান ওরে দে টান দে টান,
সাগরে ফেলিয়ে আজ বধিব পরাণ !
কৃতঘ্নি ! অকথ্য কথা কর নাই সয়,
থের দেয়ে নিন্দে নাই নরকের ভয় ?

চেতনার প্রবেশ ।

চে । হাঁ হাঁ হাঁ (চিংকার করিয়া) কি অবিচার ! এ যে দল বলে
ধরেছে, যে ভক্তিকে ওমা কর্ত্তার দশা করে ! ও আপদ ! ও কষ্ট
ও শোক ! ও বৈরাগ্য ! ও শাস্তনা ! ও ভাই তোরা সব কোথায়,
দেখচিস্‌কি, সকলে মাকে ধর ; চণ্ডাল স্নেহ পক্ষীয় ভূবা, আশা,
ভয়, ভাবনা, আশক্তি, অহঙ্কার, অভিমান, কাম ক্রোধ, লোভ,
মোহ, হিংস, দ্বেষ প্রভৃতি সব অহুরেরা যে মাকে ফেলে দেয়,
একেবারে সারে !! ওরে মা ভক্তির গায়ে কি আর সে রকম শক্তি
আছে যে আপনী সামলাবে ? ও যে ক্ষত বিক্ষত, ধর ধর !!

সম্পদের প্রবেশ।

স। (চেতনার চিৎকারে বিরক্ত হোয়ে)

তুই ছুঁড়ি আবার কি টাটা কচ্চিস্?

চে। হাঁ নিম্নজ্ঞ! আমার বালিকা বলে তুই তুকারী কচ্চিস্! ভদ্র সমাজে কখন বসিছিলি? ওরে! আমি একলা নয় যে ধমকে জীতবি, ঐ দেখ, তোর শিক্ষক “বিপদ” আমার রক্ষক এখানে আছে। বিপদের চাঁদমুখ দেখলেই তোর মুখে চুণ কালি পড়বে দাঁড়া?

স। (মস্ত পেট, ছোট মাথায় বড় কাণ) হুঁ: খেঁদা পুতোর নাম পদ্ম-লোচন! সেই ছুকাণ কাটা বিপদটার আবার চাঁদ মুখ! বিপদ ছেড়ে বিপদের বাপ “ছুরাদুষ্ঠ” এলেও আজ ছাড়ব না, সব এক গাড় করব।। জান না যে আমি স্নেহ কংস দূত সম্পদ-অঘাতুর, ওরে আর সকলে আঘাত আমি কখনই আঘাইনে!

বিপদের প্রবেশ।

বি। (চিন্তায়ুক্ত বিরস বদন (ওরে সম্পদ! জানিসনি যে আমি এখনি তোর গলাটিপে বারকরব?)

স। কি বলি জাটা? আমার গলা টিপবি? তুই?

বি। আর কে? মনে নেই?—তোর মনে নেই, কিন্তু ইতিহাসের মনে আছে!। যেখানে তুই মাথা বাড়িয়েছিস্ সেইখান থেকেই আমি তোরে গলাটিপে বার করেছি।।

স। কবে কোথায় রে?

বি। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিচার যুগে। হরিশ্চন্দ্রের ঘরে, নলের ঘরে, রাবণের ঘরে,—হস্তিনায়, গ্রীশে, রোমে, অলরবে, অবধে, অবশেষে ফ্রান্সে! যেখানে তুই ভক্তির অপমান করেছিন্ সেইখান থেকেই আমি তোরে বার করেছি! বল হাঁ!

স। বেহারা! আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে আবার গরু? তাইতো তোর পৌরুষ?

বি। মুর্থ, মদাক! তবে শোন? ঐ বেহারাই তোর গতি করে। ওরে!

স। ওবে তোর মকু কত দরিদ্র আমার গ্রিয়সখা লোভের দ্বারস্থ, তুই
একরত্তি ছোঁড়া, আমার গতি করবি ?

বি। তুই অহঙ্কারে অন্ধ আমার অতি হৃষ্ট গুণ দেখতে পাসনি। ওরে
যার দর্শন স্পর্শনে অপর লোক অন্ধ হয়, ভাল মন্দ, আপ্ত
পর দেখতে পায় না, সে স্বয়ং অন্ধ হবে না ত কে হবে ?। লোকে
খেয়ে উন্মত্ত হয়, তুই না খেয়েই উন্মত্ত থাকিস। আমি তোর মত
“দৃশ্য সুন্দর” মাকাল ফল নয় বটে, কিন্তু আমার কুদৃশ্য হরিতকীর
মত অমৃত গুণে পণ্ডিতেরা, পণ্ডিতেরা কি মুগি ঋষিরাও মুগ্ধ !।
তুই অধম জেনেও মানবি নে, তাই ধর্ম জননীর বদন সরসী
নির্গত একটু মকরন্দ বিন্দু তোর কর্ণপুটে ঢালচি। হে কর্ণেক্ষণ*
পান কর আর চেতনার চরণে ধর; তবে আমি তোরে ক্ষমা
করব !। শোন ?—(বোলে)—

(গদগদ স্বরে) চাইনে সম্পদ কুণ্ড ! মদগন্ধতায়,

মানাক হইয়ে পাছে হারাই তোমায় ।

বরদ বরদাকান্ত ! যদি হয়ে থাক,

ছঃখিনী কুন্তিরে ছঃখ নীরে কেনে রাখ ।

ছঃখে অশ্রুনারে বাপ ! গতই ভাসিব,

ততই ক্ষদ্র হুদে তোমায় পাইব !।

বিপদে বিপন্ন গথা ! গভেল্প পাইল,

বিপদে তোমার যশ প্রহ্লাদ গাইল !।

তাই বলি গোবিন্দ ! সম্পদে কাষ নাই,

বিপদে বৈষ্ণবী ভক্তি পাইব সদাই ।

যতই পাইব কষ্ট যতই কাঁদিব,

দীন দয়াময় বলে ততই ডাকিব ।

যতই ডাকিব তোরে পড়িয়ে বিপদে

ততই বাড়িবে ভক্তি হরি ! তোর পদে !।

সম্পদে কে কোথা তোরে সুরে সুরতাত, !

ছঃখেতে “সম্পদ বর” দিওনাক নাথ !।

* কর্ণেক্ষণ যে কর্ণে দেখে ; রাজা, ধনী, বিচারক । যারা গুনে দেখে ।

পিতামহের পিতা ! কুন্তি তোর পিতৃশ্রমা,
 চায় না সম্পদ যায় ভক্তির দুর্দশা ! ।
 (নেপথ্যে আহা ! বেঁচে থাক বেঁচে থাক, শব্দ)
 যবনিকা পতন ।
 ব্যাধ্যধ্বনি ।

ইতি পঞ্চম অঙ্ক ।

ষষ্ঠাঙ্ক ।

উপবনে বিপদের পাহারা ।

বিপদ । (ছিন্ন ভিন্ন উদ্যান মধ্যে ভগ্নরথের চতুর্দিক ভ্রমণ করিতে করিতে—) স্বগত,—আমি অপর পশু পক্ষীরও অপ্রিয় সত্য কিন্তু আর্ঘ্য বনের পশু পক্ষীর কি মহুয়ের ও আদিরের ধন সন্দেহ নাই ; তবে অশ্পেয়েরা আবার অত্র বন্দোবস্ত কচ্ছে কেন ?—প্রকাশ্যে—

“কোই জাগতা হ্যায় শোনেবালে !” (চিৎকার)

যমজ-যুগলের প্রবেশ ।

যঃ যু । (মুখ ব্যাদান পূর্বক) কেবল আমরা, ঠাকুদা ! কেবল আমরা (উদর দেখাতে দেখাতে) পেটের জ্বালায় নিদ্রে নেই !

বি । তোরা কে রে ? আহা ! কি আশ্চর্য্য সম্মিলন ! যেন অশ্বিনী-কুমার,—লব কুশ, অথবা নকুল সহদেব !—

যঃ যু । আমরা দুর্ভিক্ষের বংশধর ক্ষুধা পিপাসা ! ! আহা! অন্বেষণ কচ্ছি বলি এমন সুযোগে আর্ঘ্য বনের “জাতি কুল” পেলেও পেট ভরে ।

বি । (বুঝে) স্বগত—ওঃ এরা আমার প্রথম প্রহারের ফল, দেখুক যদি কিছু কর্তে পারে । প্রকাশ্যে,—কিছু পেলি ?

যঃ যু । কিছুই দেখতে পাচ্চিনে !

বি । (সবিস্ময়ে) সেকি, আর্ঘ্যভূমে জাতি কুল নাই ? যেখানে কাশকুলের মত জাত কুল বনে হাঁতির পাতা থাকে না সেখানে কিছুই নেই ?

- য যু। যদি “পত্র আড়ালে” থাকে, খুজেত পাইনে !
 বি। তবে সব খেয়েছিস বল ?
 যঃ যু। আমাদের দোহাই দিয়ে আর কেউ খায় হবে ।
 বি। ও ভাই, চুপ কর সে কথা আর বলিসনে । বাছা ছুঁর্তিষ্ক আমার
 দাঁড়াতে পাচ্ছে না, নচেৎ তোদের আবার খাবার ভাবনা!
 ক্ষু। কেন বাবা দাঁড়াতে পাচ্ছেন না কেন ?
 বি। বাছার পড়ে পড়ে “খাল” পড়চে, দাঁড়াবে কোথা !
 পিপাশা । ওঃ সে সব বালি পড়ে আবার পূরে যাবে ।
 ক্ষু। যা চাই তা কই রে ?
 বি। রস্, আমি আর একবার হাঁক দি (বোলে) জাগো জাগো—
 (চিংকার) ।

সদাত্তরীর প্রবেশ ।

স ব্র। (হাতে খাদ্য খানসামার বেশ ক্ষুধার প্রতি)—

আও বাপজান ! ক্যান্দি দিবা জান,
 অনাহার্যা বুটা “এরীয়া” রৈয়া,
 অ্যা বিপদ্যা আর কর না বিচার
 গাকা রুটী কাও সুপুত হৈয়া ।
 কাওয়া পরা গর পাবা নিরন্তর
 প্রভুরে ডাকিয়া ছ-দিন পর্যা,
 জাতি খুল ভয় হ্যাথা নাই রয়,
 প্রভুর নামের গুণেতে মরে !

ক্ষু। ওহো, এই জন্তে কারয় দেখা পাচ্চিনে, সব প্রভুই সেবেছেন !

স, ব্র। (পিপাশার প্রতি)

তুই কি বলিস পেয়ারা ছাবাল !
 অকালে পকালে* পিবিনে পানি ?

ক্ষু। ও বিপদা ! মতাই কি আর্য্যকুল মদে জল নাই !

স । (বাগত) তবে যা আহম্মনে । তোদের প্রতি দয়া করতে নেই ।

(বোল) প্রস্থান ।

* পকাল—চন্দ্রনির্মিত জলপাত্র বিগেব—

স্বার্থের প্রবেশ ।

স্বা। (ক্রোধে বিপদের প্রতি) ব্যাটা নেমখারাম! তোরই এসব জালসাজি?

বি। (ব্যস্ত সমস্ত) কারে বলচ খুড়ো!

স্বা। জবাবদিহি যার তারে।

বি। গোলামের অপরাধ!

স্বা। যদুর হবার। এমন দুঃসময় যখন প্রসাদ পাচ্ছে না গোবর ছড়া! ভোলেনি তখন আবার অপরাধের কথা জিজ্ঞেসা করিস। কিছুই করিসনি। নেকা কান্নার সঙ্গে পরিণাম ভেবে কিছু কত্তে পারিসনে? কিছুই হয়নি। অবশ্য কোন কুচক্রের লোক তোর পাহারার রথে ঢুকেছে। তোর জানত কি অজানত তা আমি বলতে পারিচিনি, কিন্তু আছে। আর, তারি কুমত্তে, কুচক্রে, কুপরামর্শে কুমন্ত্রণায় বা কুহকে আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হচ্ছে।

বি। (নরম হয়ে) খুড়ো! আমিও যেন অলক্ষণ অলক্ষণ ভেবে চিন্তে তোমার স্মরণ কল্লেম, বলি খুড়োই সকলের মূলকাটা, তাঁরে ডাকি।

স্বা। (প্রশংসা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে) মূলকাটা আমি কি তাঁরা রে?

বি। (আরো তোষামোদ কোরে) সে তাঁরাই ইউন আর খাঁরাই ইউন, অগ্নি তুমি। হোতা উদাতা অগরে বটে; কিন্তু স্বাহামন্ত্রের দেবতা তুমি নৈ আর কে খুড়ো!

স্বা। (হেসে) কি অলক্ষণ গুলো কি বলবি?। মৃগ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে, মংস্ত্র আধার উগরেছে কি কপোত জাল ছিন্ন করে উড়েছে?

বি। (চক্ষু মুছে) খুড়ো! একবার অচক্ষে উপবনের অবস্থা দেখে যদি ভৎসনা কর্তে ত আমার দুঃখ হত না। দেখ, শিবা গুলো গানের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে, কুকুর গুলো এক পদ উর্দ্ধ করে মুখে লঘু শঙ্কা কচি তবু কেউ নড়চে না!। যাঁর এক প্রহারে এত হল খুড়ো! সে কি না নেমোখারাম? শত্রুর সমাদর কি সহ্য হয়? আর্য্য

ভূমিতে সম্পদ আসবে, এর চেয়ে অমঙ্গল আমার পক্ষে আর কি হতে পারে খুড়ো ?

স্বা। (হেসে) সত্য, কিন্তু এখনো অনেক মাথা দেখছি।

বি। ওসব ভূয়ো মাথা খুড়ো ! ওতে মস্তিষ্ক নাই।—তা থাকলে আর পশু গুলো আচড় কামড় করে মরে ? মানুষ গুলো উজ্জ্বলিত অ-লম্বন করে ? শু গোবরের ব্যবসা করে ?

স্বা। তুই হয় ত এখনো রথের সকল দিক দেখিস্নে, ?

বি। সেই দোবেই কি আমার বদলি খুড়ো ?

স্বা। আর কে আসবে ?

বি। কেন, যে পক্ষে তোমার লক্ষ্য !

স্বা। লক্ষ্য ত পাঠশালে রে। তবে আমার লক্ষ্য কোথা নেই বল ? !

বি। বিশেষ কোরে সম্পদের দিকে, আর তারি সম্পর্কীয়দের দিকে।

স্বা। দেখ বিপদ ! গুরু, তাঁদের পত্নীরা, “কুমৎ” বাহাহুর কুমার প্রভৃ-তিরা আমার যত সমাদর করে তত কি আর কেউ করবে ? আহা ! তাদের ধর্ম্ম কৰ্ম্ম, মান সম্ভ্রম, ত্রায় বিচার দান পুণ্য, বিদ্যা, জ্ঞান সব এক দিকে আর আমি এক দিকে ; সব ছেড়ে আগায় দেখে, এমন কি আমার বিহনে পাটা ও বাড়ায় না। বুদ্ধ কি তা করে ?

বি। তা তোমাদের যা ইচ্ছে কর, কিন্তু আমি আর এ অস্থিত গন্ধকে থাক্ত পারিনে, একটা “ হেস্থ-নেস্থ ” কর যে আমিও অল্প স্থান দেখি।

স্বা। (হেসে) কোথা যাবি রে ?

বি। দেখি, মধ্য-বিষ্ণু-ক্রান্তে হউক আর অংশুমানকেই হউক, শেবটায় পড়তে হবে !

স্বা। ছর পাগল ! ভারত ছেড়ে তুই কোথা যাবি। হ্যাঁ বিপদ ! তোর সঙ্গীরে সব কোথা ?

বি। তারা বুদ্ধের সঙ্গে জলপথ রক্ষে কর্চে ! এখন জলপথেই যত ভয়। এ দিকে শত্রু না আস্তে পায় তার বন্দোবস্ত “হীনতার” হাতে। হীনতা সাহসকে স্থলে নাবতে দিচ্ছে না ; আর “অধীনতা” বুদ্ধের উপর পাহারা দিচ্ছে !

স্বা। হাঃ হাঃ হাঃ (হেসে) সে ভালই হয়েছে ;—তবে, আবার এনেকা ভাবনা কেন ? ভারতকে কি তুই অগ্নে ছাড়বি ?

বি। নী খুড়ো ও বদলী টদলীর কথা শুনলে আমার বড় হুঃখ হয়, বলি এত করে মরি তবু মানবের মন পাইনে কেন ?

স্বা। বদলীর কথা কে বললে তোরে, সেত আমারি হাতে !

বি। কেন পাঠশাল দে ত ঐ শব্দই শুন্তে পাই !

স্বা। কি ?

বি। “উপবনে সম্পদকে “পরমেনেন্ট” করবার চেষ্টা হচ্ছে” ।

স্বা। (হেসে) পাগল ! ওরে সে সব সমাচার আমার কাছে শোন ।
পাঠশালের কুলুপকুঞ্জি সব আমার হাতে !

বি। কেন তাদের কি পেটে মুখে ভাব নেই ?

স্বা। সাধে বলি মুর্থ ! সেটা কি দোষ রে ? সেত জ্ঞান বিদ্যার ফল—
উনবিংশতী শতাব্দীর আদরের-ধন, সভ্যতার উত্তমাজ, আৰ্য্য-
সমাজ সংস্কারণের প্রধান অবলম্বন ! এরি নাম “দ্বৈতবাদ” * তা
জানিস নে ?

বি। সত্তি খুড়ো ! এই দ্বৈতবাদ উপলক্ষেই কি আমার এখানে
আমলদারী ?

স্বা। আর কি। এরে আমরা সুসম্বাদ বলি, কিন্তু বুদ্ধর পক্ষীরেরা
এরেই যত বিষমাদের মূল বোলে উপেক্ষা করে !

বি। ওঃ এখন জানলেন; তবে আমার আর ভয় নেই ? দ্বৈতবাদ
সাপেক্ষ আছে ?

স্বা। হাঁ, তুই নির্ভয়ে থাক। যার ভয় করিস, সে সম্পদ কি তোর মত
আৰ্য্য সমাজের কৃতদাস ? সে রাজপুল, হাওয়া খেয়ে বেড়ায়,
বৈরাগ্যের বংশে একটু থাকতে এ অংশে আসবে না !

বি। (পূর্বদিক্ দেখে) উঃ যে অন্ধকার, পবনের গতি রোধ, আলো
আসবে কেমনে ।

স্বা। (দেখে) বিপদ ! তবে নাকি অন্ধকার তোর অজ্ঞেকারী ? ঐক
একটা আলো জ্বলে ।

বি। তুমি আলোর থেকে থেকে আলোই দেখ, না খুড়ো ?

- স্বা। কেন, ঐ রথের উপরে বুদ্ধের আসনে দেখ দেখি ?
- বি। (দেখে প্রতিবাদে অসমর্থ) ঐ কালো মিটমিটে আলোটা ও জোনাকি হবে খুড়ো। আলো নয়।
- স্বা। (পুনরবার বেজার হয়ে) তোর ঐ নেকামতেই ত আমার রাগ হয়, বেটা জেনে শুনে বোকা। অতবড় জোনাকি ?
- বি। (সিউরে) অতবড় ? আমার পাহারায় বড় জীব ! আক্কেলদীর † এক প্রহারেই ছুঃভিক্ষের করে সব অস্থি চন্দ্র অবশিষ্ট, বড় হল কেননে। কে বিপক্ষ পক্ষীয় “শুভাদৃষ্ট” নাকি ?
- স্বা। হ্যাঁ, সে ভেড়ের ভেড়েও এমনি অল্লে অল্লে নারিকেল ফলে জলের মত নিঃশব্দে আসে বটে !
- বা। কি আশ্চর্যান, খুড়ো ?
- স্বা। সে অল্লেয়ে ও নীল জ্যোতি মন্দ গতি ; কিন্তু সে তোর বন্ধু বৈরাগ্যের সঙ্গী।
- বি। তবে কে, অপূর্ণ বোবা ?
- স্বা। সে বেলিক্টে ভক্তির কোলপোঁচা শালক, সে নয় !
- বি। (রোদন করতঃ) তবে আর কেউ নয় খুড়ো ! ও সেই আমার চিরশত্রু সম্পদ-সর্প, সর্পের তায় তারও পাঁচটা তৈজসাদ্দ আছে, তাই জলচে গো ! সর্বনাশ হয়েছে। (খুড়ো তোমার মনে এই ছিল) বোলে স্বার্থের কোলে পতন।
- স্বা। ওঠ ওঠ বিপদ ওঠ (ধরে তুলে) এত বোঝালেম তবু পাগলামী,—সম্পদ কি এখানে “তুই থাকতে” আসবে ?
- বি। খুড়ো ! পাঠশালের শব্দ শুনে অবধি আমার কেমন ভয় জন্মেছে যে তারে মনে কল্পেও মুছ যায় !
- স্বা। আবার সেই কথা, পাগল ! আমি থাকতে সে সব কথার কি কেউ থা পায়। ওরে সেখানে কেবল দাসত্ব। মাইনের ভরসায় “মাইনর দলের” তাই বৈ আর কি, সম্পদ কোথায়। তুই তারেই সম্পদ ভ্রমে মুছা গেলি নাকি (বোলে) হা হা হাস্য। হ্যাঁ সম্পদের তুই কটা অঙ্গ বলি, পাঁচটা ?

বি। (সাবধান হয়ে) হ্যাঁ খুড়ো ! মান, সন্ত্রম, অর্থ, গর্ব আর অহংকার এই পাঁচ অঙ্গ সম্পদের আর হুঁভিক্ষ, মহামারী ও ভয়, আশঙ্কা, রোগ, শোক, সবলের অত্যাচার আর মরণ এই অষ্টাঙ্গ আমার ।

স্বা। তা তোর ভয় নেই, সে পাঁচটার একটাও দেখচিনে । বরং তোর অঙ্গই যেখানে সেখানে দেখা যায় ।

বি। খুড়ো বৈরাগ্যের বংশে আর কে আছে ?

স্বা। ভালো করে দেখে বলচিস্ না ?

বি। (সাহসে ভর করে) দেখাদেখি কি খুড়ো, সে সব সেই আমার প্রথম প্রহারে হুঁভিক্ষের করেই শেষ হয়েছে । ক্ষুধা পিপাসার হৃদ্বন্দ্বী দেখেও কি বিশ্বাস হয় না ?

স্বা। না, আমার বিশ্বাস হয় না, আর এক ঘা দিয়ে তবে বল । আলো-টা নিব্বয়ে দেখ সব ঐ থানেনই আছে !

বি। (স্বগত) সর্বনাশ ! স্বপালিত শিশুকে কি সহস্তুে হত্যা করব । (প্রকাশ্যে) ও “ মড়ার উপর খাঁড়ার ” বা আর কেন খুড়ো !

স্বা। (সবিস্ময়ে) মড়ার উপর ?—কেন কেও আদমরা আছে নাকি ? ঐ দোষেই ত তোর নেমোখারাম বলি !

বি। (লজ্জিত ও হুঃখিত) এই নেও (বোলে) দ্বিতীয় লাঠী *
(নেপথ্যে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ)

স্বা। এইবার মরেছে, দেখছি ?

রথ মধ্যে পরকাল চিন্তার প্রবেশ ।

প চি। (জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ, বাণবেশ উজ্জল আরক্ত নয়ন, করে একটী মিট মিটে আলো, উর্দ্ধ দৃষ্ট মুহূর্ত্তে “ রাম রাম ” স্মরণ করত)—

হায় বিধি বাগ এ তাপিত প্রাণ

কেন এত চায় এ ক্ষীণ দেহ,

বিপদ প্রহারে হয় সাবধান

পুনঃ পুনঃ স্মরি জননী স্নেহ ।

পালক আমার ! কর হে প্রহার

বালক অমর পিতার বরে,
পাণ্ডব সদনে শিখণ্ডী* আকার
আছি সে “কু-মৎ” ভীষ্মের † তরে ।

বি। (স্বার্থের মন রাখতে) খুড়ো, এ কি আশ্চর্য্য কথা, আমার
প্রহারে মরা বাঁচে তা ত এদিন জানতুম না “আক্কেলদী” কি
আমার গুক্রাচার্য্য মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র জানে ?

স্বা। কৈ শেষ একটা বা জোরে দেদি ?

বি। ভাল (বোলে) প্রহারোদ্যত,—

পরকাল চিন্তা পুনর্বার,—

সখা হে তোমার লাঠীর গুণে
এ বনে সবার মূর্খদশা,
জাগিতে মায়ের “মাঠে” শুনে
কেবল আমারি কোমর কষা !
দীপ নয় বাহা দেখিছ হাতে
“চিন্তামণি ‡” জ্বলে আর্য্যের শিরে,
পরকাল চিন্তে থাকিতে রথে
কু-মৎ পাবে না “সু-মত-হিরে” । ॥
মণি ভেবে বার পড়েছ ভ্রমে
মণিময়-বেদি “শোচ আচার” ।
ফণি-জিহ্বা হেন্ন করে বিহার
“যম নেম” যথা সঙ্গতি ক্রমে ।
কালাকান্ধে কাটি বলীরত্যাচার
সহ সঙ্গীচার পোহাব রাতি,
মারো যত পার নাহি অস্বীকার
নিবিবেনা কিন্তু হাতের বাতী § ।

বি। (কাতরস্বরে) হা ! তুমি এখনো রথে আবদ্ধ বাপ !—পলতে
পারনি ?

* শিখণ্ডী, দ্রুপদ সূত ; বেদশির ; জ্ঞানান্দ্র ।

† কু-মৎ-ভীষ্ম, ভীষ্মের সংশ্লিষ্টা অঞ্জন সন্দেহ ।

‡ চিন্তামণি, ধর্ম্মভার । ॥ সু-মত হিরে, বিদ্যাস রত্ন । § বাতী, প্রাচীন, পরত্ন ।

প, চি। (হান্তমুখে) পলাতে পারিনে সত্য, — আর পলাবই বা কেন ?
তোমার প্রহার যেন শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডার প্রহার। খুড়ো ! যত
পৃষ্ঠে পড়ে, ততই যেন প্রিয় সহোদরার সঙ্গে জননীকে মনে পড়ে !
বি। আহা ! ভাইপো রে ! তোর ভগ্নী “ চেতনা ” আমার বড় নেওটো
ছিল — আর তোর প্রমুখী “ ভক্তি ” দেবীর আমার প্রতি বড়
বিপ্লব !

স্বা। (ক্রোধে) বিপদ ! তুই এই শত্রুর শেষ রক্ষা করে ভালো করিনে ।
রোস্ তবে আমি ডংকা দি (বোলে) আক্ষালন সিংহ
আহ্বান ।

ডংকা দিতে দিতে আক্ষালন সিংহের প্রবেশ ।

আ, সিং। “ খলক দারউইনকা* মলুক মুখ সর্বস্বকা, বন্দোবস্ত, স্বার্থ
জমাদারকা ” আজ গুরুজ্ঞানাভিমানঃ প্রিয়াজড় বাদিনী দেবীর
হৃদয় নন্দন মহাবল “ পজিটিভিজম ” অর্ঘ্যরথ মেরামত কস্তে
উপবনে আসবেন, যে তার হুকুম অমাগ্ন করে রথ খালি না
করবে সে অবশ্য আস্তিকের সাজা পাবে। হুকুম কুমৎ বাহা-
দরকা। কুড়ুম ধুমং !! খবরদার খবরদার। যারা স্থাবর জগম
মগন করে, বানর হতে নর, বরাহ হতে বানর করে শাত সমুদ্র
লজ্বন করে, সরার মত ধরা আর রণকরার মত নবগ্রহগণকে লসে
খেলা করে চরাচরে চরে, — পশুকে নাহুষ, মানুষকে পশু, জড়কে
সজীব ও সজীবকে জড় করে; যারা চতুর্ভূতকে বশীভূত করে
একাকার করিতে করিতে সাগর তীরস্থ অমৃত-চতুর্ভূতকেও পরাস্ত
করেছে; তাদের অমতে কোন কাজ করে কেহ আত্ম রক্ষার ভরসা
করিস্নে করিস্নে। ভালোয় ভালোয় রথ খালি কর খালি কর !!
শশকও কালে শশক হবে, শশক হবে !! জাতি কুল ধর্ম কর্ম সব
ক্ষুধা পিপাসার পূজা কুর, পূজা কর !

ডংকা রবে রথস্থ অচৈতন্য কেহ কেহ সচৈতন্য হয়ে ।

ধর্মভয়। উঃ! কে ঘুম ভাঙ্গালে হে ? সত্যবোধ !

সত্যবোধ। (হেসে) ভেব না হে ধর্মভয় ! তোমায় একবারে ঘুমপাড়া-

* দারউইন. কাষ্ট হৃদয় বা কাষ্ট প্রকৃতি ।

বার বন্দোবস্তই হচ্ছে !—ডংকা ওনেছ ? স্বার্থের বন্দোবস্ত ।

ধ । কে ঘুমপাড়াবে হে !

স । কুমৎ বাহাছরের শিষ্য পূজ্য “পজ্জিটিভিজম্” !

ধ । সে কে ? কৈ এদিন ত তার নাম শুনি নি ?

স । এখন বেস করে শোন্ ।

ধ । সে কি রথ মেরামত করবে ?

স । এইরূপ ঘোষণা ত দিচ্ছে ।

ধ । এখন উপায় ?—দাঁড়াই কোথা ? এমন নির্বিল্ল একান্ত আরামের স্থল কি আর পাব ? স্বার্থ কি আমার মুখ দেখবে না ?

স । দেখ কি করে । এদিন রথে আরাম করেছে, এখন পথে পথে আর কি ?

ধ । সে কি বলে ? সত্যবোধ ! সে কি বলে ? ভাই !

স । সে বলে, আর্য্য দেশে অত্যন্ত ঘরের ভয়, তাই মৃত্যুর পর “পুনর্জন্ম” মরণ মান্য কোরে আর্য্যেরা প্রকৃত সুখদায়ী যে ‘ইহকাল’ তা ভুলে আছে, এবং সেই দোষেই রথ ভগ্ন হয়ে পতিত হয়েছে । অতএব, সেই ‘পাজিবেটাজম্’ মরণ ভয়কে জব্দ কন্তে আমি ‘পজ্জিটিভিজম্’ এনেছি !

ধ । বল কি হে, ঘমকে ভয় করে না ? এস তবে আমরা (আবার মরি বোলো মৃত্যুবৎ) পতন ।

বাদ্যধ্বনি ।

স্বার্থের সহিত কুমৎ বাহাছরের প্রবেশ ।

কুঃ বাঃ । (চতুর্দিক দেখে) কৈ. জমাদার ! কৈ তোমার ঘোষণার ত কোন ফল দেখতে পাচ্চিনে । এত রাত্রি নগ্ন, এ যে ভাঙা দিন বোধ হচ্ছে ? নীল পঙ্ক * ক্ষীণাঙ্গ হয়ে যেন নীলাচলে লুকাচ্ছে ! । তমঃ কৈ ? কুআশা কৈ ?

স্বা । (হেসে) আমি ত ? তখনি বলেছিলেম, মহন্তজি !

কুঃ বাঃ । (সবিস্ময়ে) কি ?

স্বা। যে এ অনাহল * দেশে কুস্তিম রাত্র, রবার নয় !। মহন্তজি !
এখানে সহসান্ন † অদশের ‡ প্রভৃতি গ্রহ-নাসীর § বর্গ সর্ব সময়ে
ও সূর্য্যবস্থায় সর্ব কারণে দৃশ্য হয়ে থাকে, তাই দূরবীক্ষণাদিরও
প্রয়োজন হয় না ।

কুঃ বাঃ । (বেজার হয়ে নাক সিটকে) দূরবীক্ষণাদি কুস্তিম দর্শনের
প্রয়োজন হয় না কেন তা জানি ? অন্ধকার অভাবে । অন্ধকার না
হলে ত কিছুই হবে না । আমার মেঘনাদের যুদ্ধ আড়ালে আব-
ডালে তা কি তুমি জান না স্বার্থ ! কি বলন, বিপদ কিছুই করে নি-
স্বার্থ ! কিছুই করে নি !

স্বা। ওগন কথা বলবেন না মহন্তজি !—বা হয়েছে তারি লাঠীর গুণে
নচেৎ এখানে কি আস্তে পেতেন !।

কুঃ বাঃ । তবে আলো কেন ?

স্বা। আজ্ঞে, ও একটা অকাল কুম্ভাণ্ড গোচের মাকালফলের দোষে ।-
তা সে এমন মারাত্মক নয়, এখন তখন হয়ে মিট মিট কচ্ছে । যার
ভয় সে ধর্ম্মভয় আর ঘেঁচে নেই !

কুঃ বাঃ । কে সেটা ?

স্বা। সেই ভক্তির একটা চির রোগা ছেলে, খাবি খাচ্ছে !

কুঃ বাঃ । ওঃ—তাই এক একবার আলো হচ্ছে !! তবে কুমারকে ডাকি ?
কুমার, কুমার ! (আহ্বান)—

পজিটিভিজমের প্রবেশ ।

পজিঃ । (সংশয়াপন্ন চিন্তিত বদন, “সব অনিশ্চয়” শব্দ করিতে
করিতে) —উঃ এ রহু কেলে জীর্ণ রণ, এর মেরামত অনর্থক ;
এ সমুদায় ভেস্বে গড়াই ভাল । তবু একবার দেখা যাক (বোলে)
ওরে করে ? মহন্তজী ! রথে কেউ আছে নাকি ?—পলাতে বল
পলাতে বল—নচেৎ আমি সব টেনে বার করব !। উঃ হুঁ হেঁইয়া
হেঁইয়া (টানাটানির পর) পুনঃস্বার, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ
পূর্ব্বক কুমতের প্রতি—

* অনাহল, পবিত্র । † সহসান্ন, ক্ষমা । ‡ অদশের, অহিংসা ।

§ গ্রহনাসীর, অগ্নিগামী সেনা ; কিরণী ণ ।

এবড় কঠিন ঠাই গুরু শিষ্যে দেখা নাই,

তযু গুরু মন্ত্রের প্রভাবে'—

মৃত চক্ষু মেলেচায় মরা গরু ঘাস খায়

নিম্নেহ প্রদীপ জলিছে স্বভাবে ! ।

গুরু ! পিতৃগণ দিয়ে প্রসন্ন প্রথমে,

গুরুতর করেছেন লঘু এই কার্য্য,

বিতীয় পর্য্যায় উঠে বহু পরিশ্রমে

পতিত ভারতী রথে, বিবেকের রাজ্য ।

ত্রিতীয় পর্য্যায় যদি থাকে ভ্রমণে,

অথবা অদৃশ্য দেশ* হতে কোনক্ষণ

পূর্ণতা এ রথে আসে বুদ্ধির কৌশলে,—

রবি শশি† সত্তে কিন্তু দেখিনে লক্ষণ !

সব অনিশ্চয় সব অনিশ্চয়—গুরু ! আলগা পেয়ে আলোটা জমাট
হয়ে গেছে, কার্য্য ভাল হয়নি !

কুঃ বাঃ । কে আলগা দিলে ?

পঃ জিঃ । বাবা তোরাই দিয়েছেন,—তবে তাঁদেরও বড় দোষ নাই, পূর্বে
তাঁরাও জানতেন না যে আমি জন্মাব ! (সব অনিশ্চয় সব অনিশ্চয়)

স্বা । (দৌড়ে এসে) এমনি বিপদ ও জানত না যে ঐ ছেলেটা বাঁচবে !
দৈবের উপর কি বুদ্ধি খাটে মশায় ?

পঃ জিঃ । ছিঃ ছিঃ মর্ত্যলোকে দৈবের নাম কেন ? সব অনিশ্চয় ২ । গুরু !
আলোটা বন্ধমূল কুসংস্কারের মত অচল হয়ে জলচে, বলেন কি ! ।
দেখি একবার আমাদের বিশ্বকর্মা'কে ডাকি (বোলে) স্বৈচ্ছাচার
স্বৈচ্ছাচার (আহ্বান)—

একটী কুপের নিকট স্বৈচ্ছাচারের প্রবেশ ।

স্বৈ । কি কুমার ! কি অসুখ হই ?

পঃ জিঃ । ভাই স্বৈচ্ছাচার ! তোমার কৰ্ম্মকূপে “কাদাজল” ঢের না ?

স্বৈ । পরিপূর্ণ !

পঃ জিঃ । দূর অনৃতভাষী ! জগতে কি “সম্পূর্ণ” শব্দ আছে ?

* অদৃশ্য দেশ, অসুখমান কল্পনা† রবি শশি, জ্ঞান বিজ্ঞান, শ্রুতি স্মৃতি ।

স্বৈ। (দেখে) মশয়! সম্পূর্ণ শব্দ যদি কোথাও থাকে, তবে সে এই আমার কুপে!

পঞ্জিঃ। পাগল! আবার “নিশ্চয়” শব্দ উচ্চারণ কচ্ছে! মর্ত্য লোকে কি “নিশ্চয়” কিছু আছে? সব অনিশ্চয় আর অপরিপূর্ণ!

স্ব। বিলক্ষণ! আমার কুপ অপরিপূর্ণ? অপরিপূর্ণ হলে কি রথতলা তিজত?

পঞ্জিঃ। (দেখে) ও হো, তাই রথ উঠচে না, কাদায় ঢাকা বসে গেছে! স্ব (বেজার হয়ে) নয় “সদাচার” কে ডাকুন!

পঞ্জি। ছি-ছি! বেজার হলে হে, এ বিপদের পাহারায় বিপদের নাম কেন?

কুঃবাঃ। রথ বসে গেল তবু আলো নিবল না, তাই বলচেন হে?

স্বৈ। ইতিপূর্বে গুরুদেবের স্বপ্নায় আমি কয়েকবার জল ঢেলে গেছি।

পঞ্জিঃ। এস আমরা সকলে একবার হাত লাগাই আর তুমি কাদাজল ঢাল, কেমন হে স্বেচ্ছা?

স্বৈ। ভাল (বোলে) কাদাজল * ছড়ান।

পঞ্জি। দেখদি, সকল দিকে পড়ছে ত। শ্রুতি স্মৃতি দেখা যাচ্ছে কি?

স্বৈ। ঐ দেখ ভাই! ধর্মভয়, সত্যবোধ, সরলতা ও সহিচারের শব্দগুলি ভেসে উঠেছে, জাত্যাভিমান ডোব ডোব আর একতা ত দেখাই যাচ্ছে না অনেককাল ডুবে গেছে, আবার শ্রুতি স্মৃতি কি? যদি থাকে তবে সে নাম মাত্র!

কুঃবাঃ। তবু ভাল, কিন্তু আলোটা নিবলো না, তাই ভয় হচ্ছে!

পঞ্জি। (মনোহুঃখে) কি লজ্জা, কি আক্ষেপ! আমার এত বড় নাম আজ এই ক্ষুদ্র অধঃপতিত উপবনে লোপ হতে চলো। অসারে জল সার কল্লম তবু আলো নিবলো না? ষাই তবে জলবর্জনের কাছে (বোলে) স্বেচ্ছাচারের কুপে পতন (রূপ শব্দ)।

মাথায় হাত স্বার্থের মস্তে কুমৎ বাহাদুরের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)—শয়তান মরগরা মগর আওলাদ ছোড় গয়া

শব্দ। ইতি প্রথম অভিনয়।

দ্বিতীয়ভিনয় ।

বঙ্গ সাগর । নৌকাঘরে বৃদ্ধ ব্যতীত।

বৃদ্ধ । (হুই পদে হুই নৌকা একত্র করিতে করিতে) উ; কত দিনে এ কর্মভোগ শেষ হবে ?— কর্মভোগ বৈ আর কি, কর্মচক্র ভ্রমণ কহে কহে উর্দ্ধস্থিতকে অধস্থ এবং অধস্থকে উর্দ্ধস্থ করিতেছে ; কিন্তু সম্ভাবিত লোকের অসম্মান দুর্গতির কারণ মন্দেহ নাই !। হা প্রিয়ে সামঞ্জস্য ! এ সময় তুমি কোথা, আর্থ্য দেশে কি নাই ?। কাল ! তুই বড় অত্যাচারী, স্বার্থ ! তুই বড় অপকারী, স্নেহ ! তুই নিত নিচগামী, ভক্তি তুই অন্ধ, ও একগুঁয়ে । স্নেহ, তুই ভ্রমকে ছাড়, ভক্তি ! তুই ভাক্তভাব (গাঁড়ামীকে) ছাড়, স্বার্থ তুই ধর্মভ্রমকে রক্ষা কর । ওরে ধৈর্য ! তুই একবার এই সময় উপবনে যা দি ?—

ধৈর্য । বাবা ! উপবনে কোথা, কার কাছে যাব ?

বৃদ্ধ । (অশ্রুলোচন করুনস্বরে) বাপ ! উপবনে সেই আমার চির রক্ষক বিপদের কাছে — বিপদকে বল, যে তুই কারুর কথার ভুলে, দেখিস, বেন আমার প্রিয়ভ্রমেরে ছাড়িস নে ?

যে আশ্রয় (বোলে) ধৈর্যের প্রস্থান ।

ভক্তি । আহা ! বাবার স্নেহের বেগটা যদিও প্রবল, ত বু নিচগামী নয় আমার অপত্যের প্রতিই আছে (বোলে) বাবা এই “অপূর্ণ বোধ” নৌকায়, দেখ ।

বৃদ্ধ । মা ভক্তি ! তোর অপূর্ণ বোধটা অল্প বয়স্কদের প্রিয় দর্শন বটে ; কিন্তু আমি জানি ও বড় ছোচা ! যার তার ভোগায় ভুলে আশ্রয় পর চেনে না । মাগো ! আমার ভালবাসা ধন সেই রথে ।

ভক্তি । তবে চল রথেই চল বাবা ! আহা ! বাছা আমার বিপদের হাতে ফত বিপদেই পড়চে ! (বোলে) দীর্ঘ নিশ্বাস ! ।

বৃদ্ধ । রথে যাব কি না, রথে এখনি প্রকৃত রথো গোল ।

ভক্তি । সে কার দোষে বাবা ! আমার ?

বৃদ্ধ। তোর, মা তোর দৌধে। তুই মানসভূমি পরিত্যাগ করে বাহ্যাদ-
শ্বর রচনার মত্ত হয়ে এই “অপূর্ণ-বোধকে” এসব কল্লি তাই অযোগ্য
শোরে কোথেকে স্বেচ্ছাচার এসে কাদার টানাটানি করে রথ
ভেঙ্গে ফেললে। তুই যদি পত্রপুষ্প ফল জল লয়ে ব্যস্ত না থাকিস
তবে কি এমন হয় ?।

ভক্তি। তা কি তোমার সম্মতে করেছি বাবা, তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট হতেনা ?
ব। ও মা ! কবে কি বলেছি তাই বলে কি দেশ কাল পাত্র সময় অস-
ময়, যোগ্য অযোগ্য বুঝিবেন ? হা ! আমি ছায়ার জন্ত পথঃ
পাখে বৃক্ষ রোপণ করেছিলাম, সে বৃক্ষ যদি ছায়া দেয়, শোভা
দেয়, ফল কি ফল দেয় তাই যথেষ্ট। কিন্তু ছায়া শোভা ফল ফুল
দেওয়া দূরে থাক যখন সেট বৃক্ষ পথ রোধ করে, অরণ্যাকারে
কেবল হিংস্র জীবের বিহার স্থান হয়ে পল, তখন তার ডাল
কাঠিতে পালা ছাঁটতে কাতর হলে সে যে আরো দুর্গম হয়ে পড়বে
রে হাবি !

ভক্তি। বাবা ! এখন আর আমার লজ্জা দিলে কি হবে, তখন রেহবসে
কিছু বলনি বটে কিন্তু দুর্গম অগম করা ত তোমারি হাত ; এখন
কর না কেন ?

ব। (রেগে) সর্বনাশ ! স্বরোপিত বৃক্ষ কি স্বকরে ছেদন করা যায় ?

ভক্তি। (হেসে) তাই বুঝি দেশ বিদেশের “কর্তনকার” সব জমা করেছে !

(বোলে) “অপূর্ণ বোধের” মুখচূষন। (নেপথ্য) ও ল্যায় লকা !

ও তর্ক বাগী ! ও মিছির ! ও শাস্ত্রী ! ও ওঝা ! তা কি হতে

পারে, তা কি হতে পারে, শব্দ ।

বাত্যে, মস্তুরাম কুম্ভ ও গোবরা গোঁড়ার প্রবেশ ।

বা। কুম্ভ ! তুমি তখন যে বলে সকলি তোমার, আমার নিজের কিছু
নাট, এখন একবার দেখদি ? আমি দিশীমাটিতে যে সব বিভ্রান্তী
গড়ন গড়েছি, তা ত আর তোমার নয় ?

কুবা। (হেসে) হা হা হা : “পেরাদার আবার শস্তর বাড়ী !” — বাত্যার
আবার ভদ্রাসন ! (বোলে) টেক কোথা দেখাও দি ?

বা। (হাত উঠায়) এস পূর্ব কোণ দ্যাখ ?

দৃশ্য দর্শকের প্রস্থোত্তর ।

- প্র। তুই করে ।
 উত্তর। আজ্ঞে আমি উপাসমা ।
 প্রশ্ন। কার ?
 উত্তর। তা জানিনে । বলতে পারিনে !
 প্র। আশ্ব পরিচয় জানিসনে ? কোন্ দেশী লোক ?
 উ। কিছু দেখতে পাইনে তা জানুব কি ?
 প্র। কেউ দেখায় না ?
 উ। দেখতে মানা ?
 প্র। কেন ?
 উ। রূপ মাত্রই “প্রতিমা,” তাই দেখতে মানা ।
 প্রশ্ন। তবে কি করিস্ ?
 উ। অন্ধের মত চক্ষু বুঁজে বকি আর বলি কদিনে ইহকাল বাদে স্বাধীন দেশে নির্গেস ফেলে বাঁচব । হো হো (হাস্ত) এই কি তোমার “উপাসনা” শব্দ ।
 প্রশ্ন। তুই করে ।
 উ। আজ্ঞে আমি আহাৰ !
 প্র। (সবিস্ময়ে) এ নির্বিকার-রূপ তুই কোথা পেলি ?
 উ। কর্তার নির্মিত ।
 প্রশ্ন। কর্তার স্বহস্তের ?
 উ। (গাথা শুঁ করে) আজ্ঞে না “রামপ্রসাদী,” বিলেতের খরিদ ! হা হা, “বৈ.চ থাক সত্যবাদী !”
 প্রশ্ন। তারপর তুই করে ?
 উ। (মহা কষ্টে কঁেকে হুঁকে) আজ্ঞে আমি উদ্বাহ বন্ধন । উঃ হঃ ।
 প্রশ্ন। তুই চিচি কচ্চিস্ কেন ?
 উ। সংস্কার বিহনে আড়ষ্ট, প্রাণ বেরয় বেরয় ! যেন চোরের বন্ধন !
 প্রশ্ন। কেন ।
 উ। কর্তা যে সর্কার স্থানে বেঁধেচেন, নড়তে চড়তে পাইনে । যেখান-কার সেই খেনে, যেন “চৌনের মেয়ের পা” হয়ে পড়ে আছি !
 প্রশ্ন। হাত পা ছড়াস্নে কেন, কর্তা কি মানা করেন ?
 উ। ও মশায় ! ও কথা কবেন না, বরং এই খানে বসে সমাজের

সকলকে পাই, হাত পা ছড়াতে গেলেই সৰ্কানাশ। ওমনি চতুর্দিক থেকে গালাগালি চপেটাঘাৎ পদাঘাৎ পড়তে থাকে। কর্তার সম্বন্ধ কি নিবারণ করেন!

প্র। কেন?

উ। কর্তা আপনিই “তাই—তাই” কচেন!

প্র। (হেসে) তাই-তাই কি?

উ। মানারবাড়ীতে ও ভাত পাচ্ছেন না তাই পঞ্চানন-তলার *অলমাল হয়েছেন।

(নেপথ্যে) হো হো: হা হা: হি ছি: (হাস্য)

কুম:। বাত্বে! এ সব আমার সম্পত্তি, তাই তুমি হজম কর্তে পারনি।
“পরিপস্থির ধন পরিপাক হয় না।।

মরা:। সব তোমার নয় হে, কিছু কিছু আমার। অন্ধকারে তদ্দিন সাপ খেলা চলে, যদি কখন রোজার সামনা না হয়!

কু। তুমি কিছু নতুন মন্ত্র পড়বে না কি?

মরা। সজীব মন্ত্র!

কু। ছুট, রথ মেরাগত কর্তে আবার মন্ত্র কেন, সে ত বুদ্ধি বলে আর বাহুবলে হবে!

বা। আর দ্রব্য গুণে ছিদ্র কটা বন্ধ করে চাকা কটার তৈল দিয়ে ঘোরাতে হবে, আর একটু অঙ্গরাগ চাই!

গো। আর কিছু নয়? কেবল তৈল দেওয়াটী শিখেছ?

বা। আর কি?

গো। এ দেবংশে রথের ভেট পূজা চাই তা *জান না, মেরাগত কর্তে এসেছ।

বা। কেন আমার “উপাসনা” আছে, আবার “পূজা” কি?

গো। আহা! কি হৃদয় উপাসনা যেন এঁড়ের ঘাড়ের ঝুঁটিটী।

মরা:। (এঁড়োর-নামে বিরক্ত ভাবে) আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ?

গো। এঁড়ের নামে ব্যঙ্গ হল তবে ষণ্ড!

মবা। ষণ্ডই বা কেন বলবি?

গো। ছষ্ট পুষ্ট বোলে, আচ্ছা নয় বুঝ!

মন্নাঃ । উপাসনার দিগ্গে বুকের উপমা ?

গো । বুকের বাঁপাটা কি দৃশ্য সুন্দর নয় ?

মন্না । বাতোর উপাসনা কি ঠিক সেইরূপ ?

গো । বুকে দেখ—

(১) যার উপাসনা সে নেই ত তার প্রতিনিধি বা প্রতীক ও নেই ?

(২) শজা নেই ঘণ্টা নেই ত গালবাদ্যও নেই ?

(৩) ষোড়শোপচারের গন্ধপুষ্প ধূপ, দীপ আসন বগন অত-
রণ না থাক, প্রধান উপচার যে নৈবিদ্য তাও নেই ?

চাতুর্বিধ প্রসাদ উপস্থিত থাকতে যাদের মন উপাসনায়
নিবিষ্ট হয় না, তারা যে কেবল ঝাড় লঠন পাখা কার্পেট
দেখে আকৃষ্ট হবে অসম্ভব !

বা । তুমি পেটুক !

গো । আর্য্য স্বভাব কি বলে ?

বা । কি আহারের লোভে উপাসনা ?

গো । প্রসাদের লোভে ! । তোনরা কি উপবাস করে উপাসনা কর ?

কুম । ভাই ! ভোজনান্তে উপাসনাই প্রসস্ত । যদিচ আমি উপাসনা
করিনে, তথাপি বুঝতে পারি যে ক্ষুধা কাতরের মনস্থির হয় না ! ।

গো । যে উপাসনা করে না, মানে না, সে উপাসনা কি তা জানেও না ।

সুতরাং তার উপাসনার দোষ গুণ বিচার স্নেহের গো বধ বিচা-
রের মত অগ্রাহ্য । তথাপি “মানান্তে ভজন আর ভোজন নান্তে”
শয়নবিধি আর্য্য দেশে কে না জানে ? অতএব বাতোর “নৈবেদ্য
হীন” উপাসনাতে তাদৃশ গুণ কিছু নাই তা আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে
পারি ! ।

(ভক্তি নৌকায় হরিধ্বনি) ।

বা । কেন, আমার ভোজন ?

গো । আহা ! (মাথা নেড়ে) সর্ব্ব সুন্দরীর কেবল নাকটী নেই !

(হাস্য) নাকিহুয়ে । হাঁ হাঁ হাঁ ।

কুম । কেন ?

গো । সুগন্ধী দুর্গন্ধী বোধ নাই !! পেলেই হল !!।

(দ্বিতীয় হাস্য)

তাও বা হউক, কে রাঁধে কে বাড়ে কে দেয় তার নির্ণয় নাই, তার উপর আবার নিবেদন মস্ত্র নাই, কিছুই ঠিক নাই !

বা । (রাগত) কি বল্লে, আমার ঠিকানা নেই ?

হল-অব-অল-নেসনস দেখনি ?

গো । হো হো হো (হাস্য) সেই “খানার” তোমার নৈবিদ্ধি !—তাই কি প্রসাদ বলে পেয়ে থাক ? বল সত্য করে বল ?

বা । (মুখ বিকৃতি করে স্বগত) বাচাল ! । (প্রকাশ্যে) কুখার তৃপ্তি ছেতু আহার তার আবার প্রসাদ অপ্রসাদ কি ?

মঃ বা । না নাঃ বস্ত্র হীন আহারটা অর্ঘ্য জাতির নিসিদ্ধ বটে !

বা । আর আমার উদ্বাহ !

গো ! হ্যাঁ, সেটা এমনি সঙ্কোচিত ও আড়ষ্ট যে দমকেটে মরে । ভাল এই এত দেশ থাকতে পঞ্চাননতলার কেন অসামান্য হলে ? বাত্ম্য !

বা । ভাই, হাগার নেই বাবার ভয়, তা কি করি !

স্বার্থ ! (হটাৎ উপস্থিত হয়ে) তার সন্দেহ কি, মাহুষ কদিক সামলাবে, বরং আর সব সামলান যায়, লোভকে আর বহির্দেশের পীড়াকে সামলান সহজ কথা নয় ! । (বোলে) প্রস্থান ।

কুম । (হেন্দে) বা হউক, এর একটাও তোমার নিজের নয় বাত্ম্য ! কিন্তু এ খাস্তা করার চেয়ে তুমি যদি একটু “লিবরেল হও” ভাল হয় !

বা । কেমন ?

কুম । উদ্বাহের বন্ধন মৌচন করে মাট ঘাট ও পর্বতের হাওয়া খেলে দেও, দেখতে গুন্টে মিলে জ্বলতে দেও ! আর কি ।

বা । পোড়া সংস্কারের উৎস্রোধে তা পাচ্চিনে বলেই ত মনঃস্থে পুনর্শ্রুত হতে ইচ্ছে হয় । (বোলে) দীর্ঘ নিশ্বাস । তবে একটা শ্লাঘার বিষয় এই যে, একাদশীর ভয় নেই ! (মেহ নৌকার বিলাপ) হা ! কদিনে এ কপোল কল্পিত পদ্ধতির হাত এ ডাব

—কিন্তু সেই নিম্ন “কল্টে কে সিইস” প্রচলিত হবে—শব্দ !

মবা। “ওভশ শীজিং” হে ! চল একবার সকলে একত্র হয়ে সমবেত বল প্রকাশ করি ?

গো। বাবাজি ! তোমার মূখের রঙেই আকাশ ফাটে, বাহুবলে আর কাষ কি ?

মঃ। গৌবর্দ্ধন ! ভাল তুই বল, আমি তোদের সকলের গুরু কি না ?

গো। আমরা চাট্টেই গরু, বাবাজি ! তুমি একলা নও !

(হাস্ত)

অপর তিন জনে। না হে বিষয়কর্মে সংসার ধর্ম্মে হাসি ভাল নয়, দুঃ হও ?

গো। সংসার কি ? আগে তা ঠিক কর, তারপর সাংসারীক বিষয় ধার্য্য হবে।

কুম। সংসার হুণীয়া— প্রত্যক্ষ জগৎ। আর কি।

মো। তবে তোমরা “প্রত্যক্ষবাদ” হুণীয়াদার ?

কুম। জলস্থলীয় ভূগোলেয় নাম ওয়ারল্ড” তাতে সংসার মনুষ্য মাত্রেই man of the world. হুণীয়াদার এতে আর সন্দেহ কি ?

গো। তোমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও নয় আর ঈশা মূষা ও নয় যে তোমাদের মতে সকলের মত হবে, কিন্তু তোমাদের বড় বড় লোক সব আমার মতে মত দিয়েছে !

তিন জন। (ব্যস্ত হয়ে) কি মত দিয়েছে ?

গো। “সংসার নাম মাত্র, কেবল স্বার্থের হাটে বাতুলের মেলা, আর আমরা চার জনেই সেই হাটের নেড়া !”

(হাস্ত)

কুম। (গর্বে) কোন বড় লোকটা, বল ত ?

গো। শোন ?

“What is the world ? a term which men have got,

“To signify not one in ten knows what.

“A term which with no more precision passes.

“To point out herds of men than herds of asses !

“In common use no more it means—

“ Than many fools in same opinions joined.

মহাত্মা

“Churchill.”

অর্থ, ।”

সংসার কি ? এই প্রশ্নেব উত্তরে ।

যা বুঝায়, বোঝে তাহা দশে এক নরে ।।

প্রকৃতাধে এ সংসারে মানুষ খুঁজিলে,

নরাকৃতি “ রাসভের-দল ” মাত্র মিলে ।।

বাবহারে দেখা-যায় অন্ত কিছু নয় ।

“সংসার,” স্বভাবাপন্ন বাতুল আলয় ।।

কুম । বাতৈ্য ! এস আমরা একত্র হই, গোবরা ত পাগল হয়েছে । সকার
বকার বকুচে ।—

মবা । তার আমার বড় হারাতে পারবে না, আমার “বেদ ভাষ্যে” নেই
এমন সকার বকারিনেই !

কুম । এস তবে মানুষের কায় করা থাক্গে ?

গো । মানুষ কি ? তা জান ?

কুম । মনুষ্য শব্দে সৃষ্ট জীবাগ্রগ্য, উন্নতপ্রিয় সংসার সুখাস্বাদ বিজ্ঞান
ভুক স্বভাবাধীন একটি “অতৃপ্ত জীব” গ্রহণ করা যায় !

গো । (মাথানেড়ে) অন্তে অন্ত প্রকার বলেছে ।

কুম । কি বলেছে ?

গো । মনুষ্য একটি আশ্চর্য্য জন্তু,—অলোক ও অন্ধকারের মধ্যবর্তী
অপূর্ব্ব জন্তু !

কুম । (হেসে) অ্যামন কথা কে বলে হে ?

গো । (শোন)

“ What a chimera is man !

“ What a confused chaos !

“ What a subject of contradiction ! a professed judge of
all things and yet a feeble worm of the earth !

The great depository and guardian of truth and yet a mere
huddle of uncertainty ! •

The glory and the scandal of the universe !

অর্থ ।

হা ! কি অলিক অর্থ বাদের করনা

নিত্য অনবস্থাপন বিমিশ্রি ভাবনা !

হা ! কি সংশয়াচ্ছন্ন তর্কের বিষয়

শুভা শুভ বন্দ এ “মল্লব্য” শব্দ হয় !

সর্বজ্ঞ অথচ ক্ষুদ্র পার্থিব কীটাপু,

সত্যপাল, সত্যজ্যোতিরাকর-কুবাণু !

সামান্য প্রপঞ্চ-ভূত-কার্য্য * অনিশ্চর

অথচ বিশ্বের গ্লানি গৌরব, উভয় !!

(নেপথ্যে) O yes both) উভয় শব্দ ।

ইতি দ্বিতীয়াভিনয় ।

তৃতীয়াভিনয় ।

ব্রথতলায় বিপদের নৃত্য ।

বি। ধেই ধেই ধেই বিপদ নাচে

এই যে রথের কাছে কাছে !

হুর্ভিক্ষ অনাহারি মহানারি সহায় আছে !

স্বা। (হেসে) দূর বেটা বেতালা ! এমন নাচে তাল নেই ? (বোলে)

হাঁ পাক্ হাঁ পক্ (বগল-বাজান)

বি। কেও, খুড়ো ! আহা-হা ! অন্তর্যামী ! খুড়ো আমার অন্তর্যামী ।

স্বা। কি, মৌকনী পেয়ে উন্মত্ত হয়েছিস যে দেখছি !

বি। “একৈক সমনর্থায কিমতত্র চতুষ্টয়ং”—চাচ্চাটে মূরব্বি যার তার

আর আনন্দ রাখিবার কি ঠাই আছে । খুড়ো, হাঁ, পাক্ হাঁ পক্

কি ? কোন বাজনা ?

স্বা। এ বাজনায় কত লোক মোহিত তা জানিস্নে ?

(নেপথ্যে) হা হা হা (হাস্ত)

চারি জনের প্রবেশ ।

ধর ধর ধর শব্দ ।

কেহ। আমি চাটে। ছিদ্রে + কীল ঠুকচি (ঠক ঠক শব্দ) —,

অন্য। আমি দেয়াল ‡ চাটো ফেলে একটা সটান ঘর কচ্চি (বোলে)
তুমি ও টক ঠক কি কচ্চ ?

কেহ। হরি নাম কচ্চি ? ভেক নিয়ে মালা পেয়েছি তা জ্ঞানিসনে ?

এ গুট্কে ঘুরলে কি আর ও ছিদ্র টিদ্র বন্দ হতে থাকি থাকবে,
সব আপনিই হাব ! হতেই হবে !। তুই কি কচ্চিস রে ?

অন্য ; আমি চাটো ঘর এক কচ্চি, ।

অপর। আমি ঐ পুরাতন দীপটা নির্ঝাণ করে; একটা নতুন দীপ জ্বালি।

চতুর্থ। আমি কিন্তু নতুন পথটাই বানাই।

(নেপথ্য) গোড়া পথ ৭ নিয়েই অনর্থ দেখছি !।

(গগগোল)।—

(সকলে ও প্রত্যেকে) তা হবে না, পথ আমার ভাগে।

পথের জন্যে যন্ত্র মন্ত্র চাই। হুগ ! মন্ত্র কি ?

মন্ত্র বলে কি না হয়। চাইনে, তোমার দেবতা হীন মন্ত্র চাইনে।

আঃ তুই বড় ভয়তরাশে। আমার ভাই সেই প্রাচীন-মন্ত্রই
তাল, তাতে বেস জীবন্যাস ও পূজা হয়, প্রসাদ পাওয়া যায়,
অথচ ভুতটুত নাবে না !।

হাস্যধ্বনি।

(নেপথ্য) “বহবারস্তে লঘুকুয়া” হায় হায় হায় ! সমাজের এখন এমনি
দুরবস্থাই বটে ! হায় ! ঠিক অজা যুদ্ধ, কায কিছুই হবার নয় !
ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক ।

পাঠশালা। রঙ্গদ্বয়ের প্রবেশ ।

শিল্প রানী। (সজল নয়ন) ভগ্নি জড়বাদিনী ! আমি বলেছিলুম যে
“বাস্তুর কায শয়তানের” তুই তা না শুনে এই সর্বনাশটা
কল্পি ?

জড়বাদিনী । (হাস্যমুখে) কেন, হয়েছে কি ?

শিল্প । তোর কুমার নাকি অভিমানে কুরোয় পড়েছে ?

জড় । আ কপাল ! তাজ্জন্য আবার ভয় কেন । সে স্বেচ্ছাচারের কূপে
স্বেচ্ছা মতে কাদাজল খেয়ে আবার তাজা হয়ে আসবে যে ! ।

শিল্প । ও মা সন্তি, স্বেচ্ছাচারের কাদাজল কি তার “আদাজল” ?

জড় । তা না ত কি, অত বড় হল কোথেকে, আমার এ শুষ্ক স্তনে কি রস
আছে ?

শিল্প । তবেই রক্ষে !

জড় । বিলক্ষণ, আমার সে “সবরং মৌলা” কুমার কি হটবার দিদি !

শিল্প । তা আমি জানি । (ব্যঙ্গ) পাঠশাল ছেড়ে অবধি কেবল ট্রাএ-
“এঙ্গেল” ও “প্যারলেল” পুরণেই ব্যস্ত থাকে না ?

জড় । তুমি আর কি চাও ?

শিল্প । আমি যা চাই দেখবি ত আর ! (উভয়ের প্রস্থান)

(ক্ষণেক নিস্তব্ধ ।)

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দ্বার ।

গঙ্গা ও হরদাসীর প্রবেশ ।

গঙ্গা । দেখ হর ! হেম আমাদের এই সবে নয় পোড়েচে এর মধ্যে কত
পড়েচে ! এখন মেয়ে পড়াবার বড় সঙ্ক, না ?

হর । হেঁ, আমাদের স্বর্ণ ইর্নেম পর্য্যন্ত পেয়েছে । বে হয়ে আর পাঠ-
শালে যায় না, বর বলে “আমার ঘর চলে না”

গঙ্গা । ও কপাল ! এই দশ বছরের মেয়ে স্বপ্নের বাড়ি গেল ? আমাদের
হেম বলে মেন না হয়ে বে করবে না ! । তার কথা শুনি ?

হর ! ডাক না ।

গঙ্গা । হেম হেম (আহ্বান)

হেমলতার প্রবেশ ।

হেম । (নয়ে প্রবস্ত, উজ্জলখান্না ; চক্ষু, কর্ণ, নাশিকা, দন্ত, ওষ্ঠাধর সব
উত্তম, হৃষ্টপুষ্ট, বাড়ন্ত গঠন । গৌণ, মোজা, পাড়কা আঁটা,
ছই কর্ণে ছল ছলচে, মুহু হাস্যে আনন্দে হৃৎকম্প দেহাতে দেহাতে
দৌড়ে গঙ্গার নিকটে এসে) কি গঙ্গা দিদি (~~বের পাড়কা~~)

গঙ্গা। (আদরের মুখ মুচয়ে) এখন কি পার্শ্বাশ্রমে যাবে দিদি ?

হেম। হ্যাঁ, এই প্রস্তুত হয়ে বেড়াচ্ছি, খাড়ি এলেই যাব।

গঙ্গা। আহঁ! হেমের উচ্চারণ কেমন শুদ্ধ, আবার সাজুভাষা।

হেম। (হেসে) আ হা হা, গঙ্গা দিদি! উচ্চারণকে উচ্চারণ, শুদ্ধকে শুদ্ধ, গাধুকে সাজু, সব কথাই ত অশুদ্ধ বলি গো!

গঙ্গা। আমাদের কথাই অমনি লো, কত ভুল ধরবি। কৈ হরকে কিছু শোনা দি ?

হেম। জিজ্ঞাসা কর ?

গঙ্গা। আচ্ছা! তুমি কি পড় ?

হেম। বীর কোটা।

গঙ্গা। বীর কোটা কি ?

হেম। বী-বা !

গঙ্গা। দু-বার বী, কি বিবী, হবি নাকি ?

হেম। হ্যাঁ (হাস্য)

গঙ্গা। বিবী হয়ে থাকবি কোথা ?

হেম। বাংলায়।

গঙ্গা। খাবি কি !

হেম। ব্রেড বটর, ব্রাণ্ডি বিস্কিট! আর বলব না (জিব কাটন)।

(নেপথ্যে) “গুন্টিগ বন্” শব্দ।

গঙ্গা। আচ্ছা বিবী হয়ে বাংলায় থেকে ব্রেড বটর খেয়ে সুবি কোথা ?

হেম। বেড—বিছানায়।

গঙ্গা। কার সঙ্গে ?

হেম। ব্রাইড গ্রাম—বরের সঙ্গে।

গঙ্গা। শুয়ে কি হবে ?

হেম। বুয়-বালক।

(হাস্য)

হর। কেবল “বীর-কোটা,” আর কিছু পুড়িননি, হেম ?

হেম। হ্যাঁ আর “গৃহতরঙ্গিণী” কেতাবের “পঞ্চ তরঙ্গ,” পরে শোনাব।

কিন্তু হর না এমন গাঢ়িত্ত্ব আশ্রয় নি।

হেম । ঐ গাড়ি আনচে । তবে তাড়া তাড়িতে কিছু সংক্ষেপে বলি
শোন ?—

ইয়ং যুবা ওল্ড বুড়া

ফাদার পিতা গুরু পুরোহিত,

অফেল জ্যাঠা থুড়া মামা

ফেণ্ড বন্ধু সখা ও গীত !

মাদর মাতা গুরুজন পত্নী

ব্রাদর সহোদর কজিন্ ভাই,

শিষ্টর ভগ্নী শালী ভাউজ,

অণ্ট থুড়ী মামী জেঠাই !

হেসে গাড়িতে উঠে যেতে যেতে দীর্ঘ বয়ে।—

ফাদর মাহর সন ডটরে গ্রেট গ্র্যাণ্ড দিলে,

দাদা দিদী নানা নানী নাতি পুতি মিলে !

হা হা হা, (হাস্য সকলের প্রস্থান ।)

(নেপথ্যে) — দেখলি বনু আমি? এই চাই ! ।

উত্তর । ওঃ স্ত্রী-শিক্ষে ? তা বটে বটে । এটা আগে হলেই বুড়োর দফা
রফা হয় বটে ।

ইতি তৃতীয়াভিনয় ।

ষষ্ঠিকা পতন ।

চতুর্থাভিনয় ।

রথতলা স্বার্থের প্রবেশ ।

স্বার্থ । (স্বগত) আমি যেন ঠিক সেই ভান্ধা কুলো খানি হয়ে এ
সংগারে এসেছি । “মেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হিরের ধার, এ উপবনে
থেকে আমার তাই । ধর্ম্ভয়কে রাখ ধর্ম্ভয়কে রাখ ।

হ্যা, এদিন, ধর্ম্ভয় ধর্ম্ভয় করে কি হল তার ঠিক নেই, আবার
তাই ! । ঈমননব সোণারচাঁদ আশা ভরসা প্লাষা, দম্ভ আত্মস্তরিতা,
থাকতে সেই জড় অকর্ম্মন্য, ভয় তরাসে পাণ্ডুরোগা ছেলেটাকে রক্ষা
করে কি হবে ? বুড়োর মতিচ্ছন্ন হয়েছে তাই, এত অপমান করে

—

আমার কি ! যারা মান রাখে তাদের মান রাখবে কি যারা অপমান করে ? পুনঃ পুনঃ বল্লম বিনয় কল্লম, ভয় দেখালেম তবু হাবাতে বৈরাগ্যের সঙ্গ ছাড়লে না ?—আবার আমার ভয়সা করে ?—
(পশ্চাতে দেখে) ইয়া, এসেচিস আয়, ঐ রথ আর ঐ আলো, দেখ নিবুতে পারবি ?

ছুরাশা । (ঘোঁরাশা মলীন বেশ কদাকার দর্শন, পরুষ ভাষা, হাতে অঙ্গার ও বাষ্প পূর্ণ একটি অগ্নিপাত্র আর একটি মৃদঙ্গ, (স্বার্থের প্রতি) অমাদার মোর চিগে থাকুস, গু-পেতনীরা বলচেন !

স্বার্থ । (বিরক্ত ভাবে) গুরুপত্নীদের আর খেয়ে দেয়ে ত অন্য কাজ নেই, কেবল এই স্বার্থের গুহো লেগে আছেন, সাধে বলি ছাই ফেলতে আমি ! ! তা তোর সঙ্গে থাকব কেন ?

ছু আঃ । ব্যাস ! তোর ব্যাকলা * রেক্লে বগ্‌দে + যাবিনে ? পক্ষি-পাতী হৈবিনে ? তাই মুই পগ্যাল্যাম † !

স্বা । আমিভুলে পক্ষপাৎ না করি তাই গুরুপত্নীরে তোর আমার উপর প্রহরী পাঠিয়েছেন । আচ্ছা, আমিও তাই চাচ্ছিলেম, বলি এ পক্ষের কেউ সঙ্গে না থাকিলে শেষ ধর্ম্য ভয়কেই না সঙ্গে করি ! তা তুই কি রথ তলার আলো নিবাতে পারবি ?

ছু আঃ । নিবাতি না সাকি তউ ধুমাই র্যাথবু !

স্বা । আর ?

ছু আঃ । আর ইয়া মৃদঙ্গুরী বায় চাট্যা গুরা ॥ অ্যাক করি 'ম্যাক্ গাড়ি দিবু !

স্বা । কেমন করে ?

ছু আঃ । তা জান করিনি ! গু-গ্যানভান জান করে !

স্বা । তুই জানিসনে, গুরু জ্ঞান অভিমান জানেন ? ভাল । ঐ তিনিও আশ্চেন ! (বোলে) হাস্য ।

জ্ঞানভিমানের প্রবেশ ।

জ্ঞা । (ছুরাশাকে পশ্চাৎ করে) স্বার্থ ! ভাবচ কি ? এই দেখ সব কলে কলে সারব ।

* ব্যাকলা, একেলা + বগদে, ভুলে । † পগ্যাল্যাম, আইলাম ।

শ্রীমদ্রামায়ণম্ ।

- স্বা। (দেখে) তাই ত ঐ গুণস্থ গুলো সব চরকা কাটিচে, না ?—ঐ যে আসিজীবীরে সব কুবিজীবী হয়েছে। দেখচি!
- জ্ঞা। কুবিজীবী কি হে! সব মসিজীবী হয়েছে। পরে ক্রমে ভিক্ষা-জীবী হবে!।
- স্বা। আর সেই সেবাদাস গুলো?
- জ্ঞা। তারা হা হা হাঃ (হেসে) এখন উল্টে সেবা নিচ্ছে!
- স্বা। তবে উলট পালট বল?
- জ্ঞা। আর কি, তাই চাইও ত?
- স্বা। হ্যাঁ জলসারের পর আর কি; বেশ হয়েছে। এখন রথ আপনি চলবে। কিন্তু চলন্ত গরুর লাঙ্গুল ধরে টান দিচ্চনাকি?
- জ্ঞা। সে গরু গুলোর ভরসা কি হে! সে ত সব উদরস্থ হতে চলেছে; দেশী বিদেশীয় খরচে সে সব আর কদিন থাকবে!
- স্বা। আহা- হাঃ গুরু! যেমন নাম তোমার তেমনি গুণও বটে; সব সত্য সত্যই বলচ!।
- জ্ঞা। ওহে আমাদের গুণ জ্ঞান যা কিছু আছে সে সব তোমার মুখ চেয়েই আছে! স্বার্থ! যেমন রামের বানর কটক সব বিভী-ষণের মুখ চেয়ে থাকত, আমাদের ভূগোল থেকে ত্রিকোণমীতি পর্য্যন্ত যত বিদ্যা, আর ভূতত্ত্ব থেকে প্রাণীতত্ত্ব পর্য্যন্ত যত বিজ্ঞান সব তেমনি তোমার মুখাবলোকন করিয়া প্রবৃত্ত আছে, তুমি না থাকলে সব বৃথা, কিছুই কিছু নয়।
- স্বা। গুরু! এই ক্রনোই বৈরাগ্যের সঙ্গে আমার “আদা কাঁচকলা” দেখ সে বুদ্ধের সঙ্গে নির্ভেই আমি আর্য্য সমাজ ত্যাগ করে পাঠশালাে আড়্ড়া নিয়েছি, বলি তোমাদের শিক্ষা বলে যদি আবার আমার আদর সম্মান হয়! জ্ঞানের সম্মুখে নৈরাগ্য তুচ্ছ, বুদ্ধ এখন সেটা একেবারে ভুলে গেল না?
- জ্ঞা। (হেসে) হঁঃ সেটা কি সাধে, সে আমার গিন্নীর প্রসাদে!
- স্বা।/ আহা হাঃ তাঁর গুণের কথা আর বলব কি? গুরু! ওমন কল-কাটি নাড়তে চক্ষে ধূলো দিতে আর দ্বিতীয় নাই।
- হঃ স্বা। (হেলে ছলে রথে বাঙ্গীয় ধোঁয়া দিয়ে) মূই ও হুঙ্কে হুঙ্কে অচ্চি! (বোলে) খিল, খিল হাস্য আর প্রহসন।

আশক্তির প্রবেশ ।

আশক্তি। (বেগু। বেশ। লম্বোদরী কুটীল ভাষিণী রথের দিকে কটাক্ষ.

পাঠ পূর্বক (হেসে) আহা আবার বৃদ্ধ অনির্ব্বাচনে আলিঙ্গন
কল্লম তবু তৃপ্ত হলেম না কেন ?

পরকাল চিন্তা। রাক্ষসী ! আমার খাও তবেই তৃপ্ত হবি !— (স্বগত)
দেখি তুমি আমার খাও কি আমি তোমার ?

আঃ। (রথের উপর লক্ষ্য করে) কেরে পরকালচিন্তে ! আরে তোমার
জন্যে আজ জ্ঞান গুঁড়ো + গায়ে মেখে মেম সেজে এসেছি, বলি
রাক্ষা কোল দেখে বাঁপিয়ে পড়বি। আয় আয় (নিম্ন স্বরে) আজ
পেট ভরে পকাল ভাত, (উচ্চ স্বরে) তোমার চাঁদ মুখের চুম খেয়ে
প্রাণটা যুড়াই !। আহা ! আমার বিশ্বাস ক্ষেত্রে তোমার ভোগ
পেলে আর কি চাই রে ? সর্ব্বনেশে ! (ক্রোধে দস্ত কড়মড়)

পঃ চিঃ। আহা। মাসীর কি ভালবাসা ! ছেলেদের ফেলেও বন্যোপ
আশ্রিত !

আঃ। পোড়াকপাল আমার ! উপোস কর্তে—একাদশী কর্তে, তোমার
আশ্রিত হব ! বৃত্ত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? ওরে আমার
ভয়ে তোমার বাপ মা সব দেশ ছাড়া, তুই আবার সামনা করিস.
এক কটাক্ষপাড়ে তোমারে নিপাত কর্তে পারি (বোলে) পাঠশা-
লের দিকে প্রস্থান। ইতি যবনিকা পতন।

গৃহস্থের শয়ন গৃহ ।

দম্পতির প্রবেশ ।

পতি। (বয়শ চল্লিশের উপর চাকরী ব্যবসা। অল্প লিঙ্গিত উন্নতি প্রিয়।
দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী যুগে, দ্বিরাগমনের পর আর দর্শন স্পর্শন হয়
নি, কোন প্রকারে অবসরলয়ে গৃহে আসিয়া রাত্রে পর্য্যঙ্কে বসে
নবোড়ার মুখাবরণ খুলিতে উদ্যত হয়ে, এক হাতে পত্নীর একটী
হাত অন্যহাত যুস্ট পটে।)

আদরিণী ! এস, খোল শশাঙ্ক বয়ান, ।

ক্ষুধার্ত চকোরে কর (ক্ষণেক থেমে) হাস্য জুধা দান।

পত্নী । (বরেশ ত্রয়োদশ উজ্জীর্ণা কিশোরী, প্রথম পতি সংযোগে যদিচ
হর্ষোৎফুল্লা তথাপি মনঃক্ষিপ্তা সঙ্কোচিতা অপ্রসন্না ও রসাতাগ বির
তার ন্যায়, এক করে মুখাবরণ ধারণ পূর্বক অধো মুখে আন্তরিক
দুঃখ প্রকাশ করতঃ (স্বগত)—

বোধ না জন্মিতে, পতি না চিনিতে

করি কণ্ঠে পিতে কিঙ্কিনী গঁথে,

দেশাচার ডরে, বিবাহের পরে

হায় ! পাঠশালে দিলেন না বেতে ! ।

পতি । নবোঢ়ার শ্লেষোক্ত কাতরোক্তিতে দত্তহীন বৃদ্ধ ভুজঙ্গের মত
উত্তেজিত প্রায়,—

কি বল্ল ললনা ! দ্বিবার বল না

প্রবীন জানে না বাসিতে ভাগ ?

পত্নী । (বুঝে কিছু মুখ তুলে)

জান তাই নাথ ! বলি, যুড়ি হাত,

ভালবেনে কৈ জানাও ত ভাল ?

পতি । (ভরসা পেয়ে)

কি চাও বলনা ? ছলনা ছাড়ি !

পত্নী । (একটু মুখ খুলে মুচকে হেসে)

বল ? যে নে বাবে সায়েব বাড়ী !

পতি । (মর্মে মনে) উঃ কি “ইন্টেলিজেন্ট” শিফে পেলেন প্রকৃত মেম
হবে । (প্রকাশ্যে হর্ষে)

তা নয়, মের্মকে ডাকারে ঘরে

শেখ, গুণ জ্ঞান মনে যা ধরে !

পত্নী । (স্বামীতে বেস দোজবরের গুণ লক্ষ্য করে গলা ধরে)—

হ্যা নাথ ! আমার হইতে মেম

ছেলে বেলা থেকে মনের আশা !

ক্ষমি অপরাধ, পুরাও সে সাধ,

ভালবাসা ধনে রেখ না চামা !

পতি । [প্রাণে প্রাণ পেয়ে স্বগত] এমন মাগ মেম হবে আমার কি
অনিচ্ছে —

প্রকাশ্যে—

মেম যদি হবে বল প্রিয়ে তবে .

কোন ভাল গুণ মেমেরা ধরে,

*কেন বারে বারে, মেম হইবারে

প্রাণ সহ তব রসনা ধরে ?

পত্নী । (মুখ খুলে কোলে বসে)

লেখা পড়া শিখে মেমেরা স্বাধীন

শাশুড়ী ননদের ধারে না ধার,

এইত প্রধান গুণ, সমীচীন,

ক্রমে আরো গুন করি হে প্রচার ! ১২

ছড়াইাড়ী ঝাড়ু জাঁতা টেকী তাড়ু

চুলো ফোঁকা দায়ে পড়ে না তারা,

সিন্দুর মাখে না ধরে করে খাড়ু

সোহাগ রাখিতে হয় না সারা ! ।

নাক কাণ ছিদে পরে না ভূষণ,

যে ভূষণে নাই শোভার সু-বাস,

পরে না সে বাস, দেশের দূষণ,

পরা না পরা সমান যে বাস ! ১৩

পতি । (প্রদংশা করে মুখচুম্বন পূর্বক) আ মরি আ মরি বেস বেস ! ।

যথার্থ প্রিয়ে ! এগুলো নিরর্থকই বটে ! আর ?

পত্নী । আর —

মাখে না সর্ষপ ভব্ধপধপ

করে সাদা অঙ্গ শারদা হেন,

সর্বত্র ভ্রমণ করিয়ে চরণ

সদা অটিকন কমল গেন ! ১৪

সুন্দর পোষাক করে পরিধান

সুন্দর আলায়ে নিবাস করে,

সুন্দর নগরে সুন্দর উদ্যান

সুন্দরী স্বচ্ছন্দে একাকী চরে ! ১৫

অনিন্দ উৎসবে ভোজন ভজন,

রুবে রিউনিয়ন * মেমেরা করে,

সম সম্ব, পাত উপরে প্রভুত,
 পতি উপাজ্জনে তালুক ধরে ! । ৬
 পতি উপাজ্জিত ধনে অধিকার
 মেম বিনে অণ্ডে জানে না কেহ,
 তায় হাত দিতে পতি পতি পিতে,
 পারেন নাক চায় ত্যজেন দেহ ! । ৭
 রূপ যৌবনের গর্বে মনে মনে
 ভরা পরাজীত-পতি অনুরাগ ! ।
 হাসিতে খেলিতে পরকিয় সনে ।
 নাই পাপ ভয়, লজ্জা, বিতরাগ ! । ৮
 সন্তান প্রসবি নাহি দেয় স্তন
 তবু বাল-অঙ্গে বল না ধরে,
 তাই বারে বারে মেম হইবারে
 প্রাণ-পতি মোর রসনা ধরে ! ৯

(পতির উত্তর না পেয়ে নিম্ন স্বরে) রোস জ্বল কচ্চি ।

(বোলে) যদি প্রাপ্তেশ্বর ! ভালবাস বড়

মেম করে প্রেমে-সাহেব হও,

ডুলী পালকী-ছাড়ি গাড়ী ঘোড়া চড়,

নতুবা (চুপ) ১০

পতি । (নতুবা শুনে বিভ্রাট ভেবে) নতুবা ! কি প্রিয়ে ?

পত্নী । (সময় বুঝে) নতুবা—বুঝে নেও ?

পতি । (বুঝতে না পেরে হাত যুড়ে আদর করে,

(শেষ) পায়ে ধরে । আদরিণী বল, “নতুবা” কি,

আমায় কোন দও দেবে ?

পত্নী । (একান্ত করায়ত্ন দেখে)—চরণ পূরে দি ?

পতি । (ভাব না বুঝে আশঙ্কায়) কোথা ?—

পত্নী । (হেসে) কোথা কি, বলি অপূর্ণ পাদ পূর্ণ করি ?

পতি । (স্বগত) কি পা দিয়ে গল্প পূর্ণ করবে ?

পত্নী । (বিরক্ত হয়ে স্বগত এ সব গল্প, ভাল দেখব প্রকাশ্যে

না, বলি “নতুবা”—

পতি । (স্মরণ করত) ওঃ সেই শেষোক্ত পদটী, হেঁ, প্রিয়ে ! “নতুবা”
কি খুলে বল দি ?

পত্নী । খুলব না আরো ঢাকব (বোলে) পুনর্বার মুখ ঢাকিয়া বিমুখ,
বসিয়া ক্রোধ ভরে উচ্চৈশ্বরে নতুবা একাকি শুইয়ে রও !! ।—

পতি । (স্বগত) একি, অকস্মাৎ প্রথম প্রণয়েই গরল উত্থাপন ! । এ যে
প্রকৃত মেগের পন দেখচি । আমি সাহেব হই না হই গিন্নি হ
মেম না হরে ছাড়বেন না, এখন উপায় ? । (ক্ষণেক চিন্তা) —

(নিম্ন স্বরে) । যদি “না” করি তবে রাত ত সব সুখাশুর সহিত যাগ-
রণেই পোহাবে । আবার যদি “হাঁ” করি তবে চুল বিক্রয় হয়,
খণ্ড গ্রস্থ হতে হয় ! । এই জন্যই অধিক বয়েসে দ্বিতীয়বার
বিবাহ কর্ত্তে বিজ্ঞ লোকে নিষেধ করে ! । জা হউক, খেপালে
চগবে না, রাজি করে কাজ নিতে হবে (বোলে প্রিয় বচনে) তার
জনো ভাবনা কি প্রিয়ে ! আজ কাল সাহেব আর মেম হতে কি
বিলম্ব লাগে । কালি মেম সায়েবকে ডেকে তোমায় সুশিক্ষে দেব
কিছু ইংরিজী পড়ে শুনে তবে মেম হলে ভাল দেখাবে না ? তদ্দিন
আমার অবস্থাও উন্নত হতে পারবে, কারণ জীভাগ্যেই ধন, কেমন ?
পত্নী (অশ্রু নয়নে) তোমরা আজ কাল কেবল ধনটাই চেন, ধনের
ব্যবহার জান না । যদি ঘরে পত্নী কেঁদে মল তবে সে ধনে ধিক্
সে ঘরে ধিক্ এবং সে পুরুষকেও ধিক্ !—

জানি জানি হে নবীন আর্থ্য সভ্যতার জারি

বড় পেট ধনাসেঠ ঘরে কাঁদে নারী ! ।

কেবল রাখিতে চাও করে ছড়াহাঁড়ী ।

সুসিক্ষিতা নারী আমি তাকি হতে পারী ?

পতি । সে কি প্রিয়ে ! প্রিয়বাদিনী-পত্নীর অপেক্ষা ধন প্রিয় ?

পত্নী । তা ত কথায় বলে চলে না কাছে দেখাওত বটে ?

পতি । দেখাব প্রিয়ে দেখাব, একটু ধৈর্য্য ধর আমার তেমন সময় হলে
আর বলতে হবে না, আমিও সাহেব হব তোমাকেও মেম করব ।

পত্নী । (রোদন) হাঃ জীশ্বর ! কেন এমন পতির করে দিলে । হাঃ আমি
এ প্রাণ আর রাখবো না, কোন্ দিন কি করে বসবো, যাগো !
এত অনাদরে বেঁচে আছি, এত অশ্রুমানোও ঘরে আছি ?—

তারামণীর প্রবেশ ।

তারামণী । (তত রাত্রে সহদরের শয়ন ঘরে রোহন ধ্বনি শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে উপরে দেখে স্বগত) বৌয়ের গলা না ? কেন ?—যে চঞ্চলা তাই ভাই বুঝি ধমক ধামক দিয়েছে) । (নিম্ন স্বরে) আহা ! একরত্তি রক্তে ছানা সামলাতে পারেনি তাই ককিয়ে উঠেছে বুঝি । প্রকাশ্যে—

তাঃ ও রামহুলল বলি ও রামহুলল ?

রামহুলল । (তগির আহ্বান শুনে লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়ে) কেন দিদি তা বলি কে কঁাদে বো ?

রাম । হেঁ, ও আপনার বাপ মাকে মনে করে কঁাদচে ।

তা । আহা ! ও বড় নির্কোষ, তা দেখো গায়ে হাত টাট তুলো না, বনের পশু একবারেই কি পোষ মানে ভাই ?

রাম । না দিদি তুমি পাগল হয়েছ । (নিম্ন স্বরে) আমার আপনার গ্রাণ নে টানাটানি পড়েছে রাত পোয়ালে পুনর্জন্ম, গায়ে হাত তুলব ? ।

পত্নী । কেন তোমার আবার কি, মত্তে আমিই মরব !

পতি । যে ধনুক ভাঙা পোণ তোমার প্রিয়ে ? তাতে আমারি জীবন সংশয়, তোমার কি ? ভালবাসি বলে কি এত অপরাধ করেছে, যাতে লোক নিন্দে তাই কত্তে জোর কচ্চ ?

পত্নী । কেন যে সব কুপুৰ্ব্বি একত্র করে পুশ্চ ওরা কি আমার গার রক্ত খাচ্ছে না ?

পতি । (বুঝে) আহা ! অমন কথা বলেনা প্রিয়ে ? ওরা অনাথ উপা-রাস্তার রহিত, তোমার শরণাগত, কোথা ভাসিয়ে দেবে ?

পত্নী । (চক্ষু মুচিতে মুচিতে) তবে আমিই নয় ভাগি । নয়ন জলে ভেসেও যদি তোমার মন পেলাম না, তবে নয় জাহ্নবীর, নয় ! সেই জর্ডনের জলেই ভাসব ?

পতি । (স্বগত) সর্বনাশ ? এ কি এই বালিকার স্বকল্পিত কথা ? না এ সব সেখান বোধ হচ্ছে, অবশ্য এর মূলে কোন চতুর স্বার্থসাধক শিক্ষক আছে, নচেৎ আনুতে আনুতেই এত সাহস, এত স্বস্ত,

শাপিত বুদ্ধির ধার, (জানানা শিষ্টম) ক্ষুর হইতেও প্রাধর ? (প্রকাশ্যে)
ভাল শ্রমে ? মেম হয়ে তোমার এমন উজ্জল শ্যাম কাস্তিকে কেন
কুণ্ঠিত করবে ?

পত্নী । (বুকে পুনর্ব্বার রোদন) হায় ! আমি এত করে কত কি মাখি তবু
স্বামী বলেন শ্যামা ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা !

শৈশব শিক্ষার বীজ কেমনে উপাড়ি,

অক্ষুরিত হৃদে বাহা বর্দ্ধন উগ্ৰুথ !

পৌড়র মাখিলে কি মুখ কুণ্ঠিত হয় ?

কোন মেমের মুখ কি দেখনি ?

(ক্রোধে) চায় চুল বিকায় ও চায় প্রাণ যায়

পুরাব মনের সাধ সেধনা তাহাতে বাদ

অশিক্ষিত সঙ্কুচিত অন্তর প্রায় !

(নির্ভয়ে) মাখিয়ে সাবান ধোব অঙ্গমল

পাহুকা পরিয়া বেড়াব ঘরে,

ভুলিব না পন কর যত ছল

যত বা লাঞ্ছনা ননদী করে ! ।

মাটিতে বসিয়া খাবনা ভোজন,

তৈজস বাটীতে খাবনা ডাল,

দেও কপ্, গ্রাস দারিদ্র মোচন !

দিওনা সে বুদ্ধি বালাম চাল,

অঞ্চলেতে অঙ্গ ঢাকিয়া শীতে

হি হি কোরে কেঁপে মরিব কেন ?

কোট পরে টেড়ি কাটিব সিঁতে

নাচিয়ে বেড়াব ময়ুরী হেন ।

(হেসে) চেয়ারে বসিয়া কেতাব পড়িব

নড়িতে চড়িতে ষোঁটাব গোণ,

তব কর ধরে গাড়িতে চড়িব

কাঁদে ভর দিয়ে বেড়াব টোন ?

পতি । শ্রাবা শ্রাবা — আজ কাল এ বয়সে এমন অ্যাকমপ্লীট শনবীন
ওয়াইফ, শ্রাবার বিষয় সন্দেহ নাই, সকল ছেড়ে এর রক্ষনেই

সংসার সুখ নিশ্চয়, তথাপি (মাথায় হাত দিয়ে)

পত্নী । তথাপি আবার কি ?

পতি । কারে রাখি ! যে আয়, তায় চাকরী পেশা-কেরানীদের কেবল মান সম্মান রাখাই কঠিন, পাঁচ জন পরিজন প্রতিপালন মাত্র সম্ভব, যেম হইবার খরচ কোথা (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা আমি ধনে প্রাণে গেলেম ? ধন প্রাণ ত বাবেই মুখে কালি চুণ না পড়ে !—এখন করি কি ?

(নেপথ্যে) আহা ! আর্য্য-সমাজের এখন এই দশাই বটে !

যবনিকা পতন !

উন্নতি সভা ও ধর্ম্ম প্রচারকের প্রবেশ ।

উঃ সঃ । (কথা যোগ্য বেশ, দৌহর্দ প্রকাশ পূর্বক) ভাই ধর্ম্ম প্রচারক সেই বিম্বকুন্ত পয়োমুখী “জড়বাদিনীর” কথা কিছু শুনেছ ?

ধঃ প্রঃ । হাঁ! শ্রুত আছে, সে নাকি ছরাস্রা বিষয়ানুরাগকে আশক্তি ব্রাহ্মণীর সহিত সম্মিলনার্থ নানা কল কৌশলে আর্য্য নয়নে তেল্কি লাগাচ্ছে ?

উঃ সঃ । কেন তা জান, আনাদের একাবশিষ্ট অবলম্বন সেই পরকাল চিন্তাকে আক্রমণার্থ !

ধঃ প্রঃ । [একটু হেসে] সখে ! তুমি যে এতদিনে সেটা বুঝেচ অতীব আশ্চর্যের বিষয় !

উঃ সঃ । (নম্রতার সহিত) সখে ! ঊনবিংশতির উপরোধে কে কে না প্রব-
ঞ্চিত হয়েছে !—কিন্তু এখন, তেঁকে শিখলেম ।

ধঃ প্রঃ । সুখের বিষয় কিন্তু সে হুম্মতি “বিষয়ানুরাগ ” কি বলে ?

উঃ সঃ । তার মুখের কাছে দাঁড়ায় কে ? সৈ বলে—

“ True Science can be combined with positive religion ! ”

পদার্থ বিদ্যাকে সত্য ধর্ম্মের সহিত সংযোগ করা যায় ।

ধঃ প্রঃ । (হেসে) কিন্তু আমি জ্ঞেছি যে—

True Science and current science are two different things

never to live together, the one being as natural, pure and heavenborn, as the other of impure matter.

উঃ সঃ। জাহ্নু, এরা সব কত পারবে, কেমন লোক বঞ্চনা কচ্ছে ?

ধঃ প্রঃ। ভাই হে ! আমার সব ধন নীলমণি সেই “পরকাল চিন্তা” বৈ
অন্ত্র সায়েনস্ চিন্তা নাই তা ত তুমি জান ? আর সেই জন্তে স্বজন
মধ্যে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে আমার যত দ্বৈষ ঘৃণা পরিহাস ব্যঙ্গ
বিদ্রূপ সহ্য কর্তে হয় তাও ত তুমি জান ?

উঃ সঃ। জানি বলেই জানাতে এলেম ভাই, বলি প্রাণাধিক পরকালের
আমাদের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, কিছু উপায় করা চাই !

ধঃ প্রঃ। সে জনো ভয় কি, ভাবনা কর না ভাই !— সে “ব্রহ্মবীজ ;”
রাক্ষসীর উদরে জীর্ণ হবার নয় মূশলের মত নির্গত হবে !।

উঃ সঃ। হা হা হা : (হাস্ত)

ধঃ প্রঃ। সে দেখতে যেমন রোগী দুর্বল চলৎশক্তি হীন কার্যকালে
সেরূপ থাকিবে না তখন তড়িৎ বেগকেও পরাস্ত করে।

উঃ সঃ। সত্য, তথাপি আশক্তির রাক্ষসী আমার বড় আকর্ষণী শক্তি
ভাই ? ভাই ভয় হয় ?

ধঃ প্রঃ। হোস) তা জান না ভায়া ? আশক্তির স্বভাব ক্ষণিক তৃপ্তি,
পতিব্রতের ন্যায় এক পরায়নতা নাই, প্রভূত কুলটার মত—
বারাঙ্গণার মত একের পর অন্যের প্রতি তদন্তর অপরের প্রতি
ধাবিতা হয়; তার সাধ্য কি “পরকাল চিন্তার” অনিষ্ট করে ? পর-
কাল আমাদের স্থির ধীর গম্ভীর দৃঢ়প্রজ্ঞ ও চিরতৃপ্ত ! নিশ্চয় !।

উঃ সঃ। বার্থ। তথাপি তারে একাকী সহ্য হীন রাখাটা মুক্তি সম্ভব
হয়না। ভাই হে ! সপ্তরথী বিজয়ী মহারথী অভিমত্যা আমাদের
কেবল অসহায় হইয়া মারা পড়বে। মহারথী ভীষ্ম ও পৃষ্ঠরক্ষক
সেনা রাধিতেন, শত্রুভূতাশ্রয়ী সীতাপতি ও একাকী সমরে
যেতেন না সহজকে সঙ্গে রাধিতেন। সপ্ত লোক বিজয়ী শুভ্র

* সত্য ও প্রচলিত নামক দুটি (Science.) বিজ্ঞান শাস্ত্রের পৃথক বস্তু
কদাপি একত্র হইবার নয়। একটি যেমন সর্গীর, শুদ্ধ, স্বভাবসিদ্ধ
পদার্থ অন্তর্গত তেমনি অশুদ্ধ ও পার্থক্য।

একাকী সময় করে শেষে রমণী হস্তে ও নিধন হয়েছিল।

তাই বলি এস আমরা সকলে মিলে তারে রক্ষা করি ?

ধঃ প্রঃ । অহো ভ্রাত ! তোগার এই উপদেশটিকে আমি ব্রহ্মাঙ্গি বোধে হৃদয়
কোষে রক্ষা করিলাম, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় নিষ্ক্ষেপ করিব
সন্দেহ নাই !

উঃ সঃ । ভ্রাত ! আশক্তি সামাগা অবলা নয় প্রবলা প্রশ্রয় প্রাপ্তা অবলা,
স্ব কুহকে সমাজ শুদ্ধ, সমাজ কি ধরা শুদ্ধ শাস্ত্রাধ্যাকে আয়ত্ত্ব করে
ভ্রমণ কৈটকে কুমত কি বড় বড় বীরগণকেও পদানত করেছে। অত-
এব আমাদের নিশ্চিত থাকা এবং বালককে এ সময় রথতলার
একক রাখা উচিত নয়। এস আমরা দুজনে প্রেমালিঙ্গনে সংযুক্ত
ও এক মত হই ?

ধঃ প্রঃ । তথাস্ত ভ্রাত ! তথাস্ত । “ কিনানন্দ মতপরং ” (কোলা
কুলির পর) তবে আর একটা গুণকথা বলি, কি হু দেথ ভাই !
যেন ছয় শান না হয় ? ।

উঃ সঃ । (ব্যস্ত সমস্ত মুখে কান দিয়ে) আমি তোম'তেই আত্ম সমর্পণ
কল্লেন ভাই ! বল ?

ধঃ প্রঃ । আহা ! পরম পিতা আমাদের এ সম্বন্ধ চিরস্থায়ী করণ (বোলে)
ফুস ফুস ।

উঃ সঃ । (আনন্দে) কে, সেই "সামঞ্জস্যদেবী?"

ধঃ প্রঃ । হ্যাঁ, সেই সাধারণ সম্পত্তি ।

উঃ সঃ । (নিম্নস্বরে) কোথা ?

ধঃ প্রঃ । এই মগধ-বঙ্গের মধ্যে ?

উঃ সঃ । বল কি ?

ধঃ প্রঃ । হ্যাঁ, এইখেন দেই সাগর সঙ্গদে স্বাধীর উদ্ধার করবেন !

উঃ সঃ । (হাত তুলে) চুপকর ভাই চুপকর । (হসে)

এস তবে আমরা এই গানটী গাইতে- একবার নবদ্বীপে যাই । ।

গীত ।

ছায়া নট । আড়খেমটা ।

আয় রে কেশব বাদক মাধব, আমরা সবাই মিলে মাই ।

বিপদকালে মরাহালে মানো অপমানো নাই। ২

আয় রে হরি ত্বরা করি, ব্রজনাথে সঙ্গ করি,

মারিতে কুমৎ- করি * হই শত পঞ্চ ভাই। ৩

শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্ন হয়, বাবাজীরে বলে কয়ে,

রাখিলে মগধে লয়ে পান্‌তাভাত বাতাস্‌দে খাই। ৪

আয়রে ইত্যাদি। বাদ্যধ্বনি। যবনিকাপতন।

সাগর সঙ্কমে নৌকাদ্বয়।

বুদ্ধ। (কষ্টে নৌকাদ্বয় একত্র করত) ভক্তি! ও গো তোরা কে কে হেথা?
ভক্তি। ঠাকুর সকলেই আছি।

ব। কৈ, কি কর্তব্য কিছু স্থির হল মা!

ভ। তুমি আপনি স্থির কর্তে পাচ না ঠাকুর আমণা কি করব!

ব। (বিঃস্ত হয়ে) ওঃ স্নেহ! তোরা কে ২?

স্নে। নৌকায় লোক ধরে না, কত নাম করব।

ব। সব স্বার্থের ফৌজ না?

স্নে। আমরা কিন্তু আছি, ভাল বাবা! ইহকালচিন্তে বেস গুলজার

রেখেছে। 'স্বেচ্ছাচার' জলছত্র আর "ছটকির" সদাব্রত খুলে খুব

জ্ববিত করেছে, তুমি শুনবে না দেখবেনা তা কি করি।

ব। আমাকে কি ঐ সদাব্রতভুক্ত হতে বলছিস? তাতে কি

আমাতে আমি থাকব?

স্নে। প্রায় আপনাতে আপনি আছ! কেবল চক্রেটা দার হয়েছে

বে? বিষ কোথা

ব। (রোদন) হাররে স্নেহের বশে পরকাল গেল,

আচার বিচার গিয়ে স্বেচ্ছাবার এল!

ভক্তি। (অশ্রুফেলে) বালাই! আমার সব সেই প্রাচীন রথে আছে

যাবে কেন? শত্রুরা যাক্!

স্নেহ। (বিস্ময়) যায় নাই দটে কিন্তু যায় যায় গায়, *

কুমার ধরেছে টিপে গলা!

* ইহকাল পরত্ব বিষয় প্রমত্ত।

সম্পদে আনিতে আমাদের অভিপ্রায়,

পাঠশালে সাজ সজ্জা এই শলা ।।

বু। আমার এখানে আনলে কে রে ?

স্নে। আমরাই ।

বু। স্নেহ ! তোরা আমার সকলেই সমান, বলদি, আমার

“ পরকাল চিন্তে ” কি বেঁচে আছে ?

স্নে। (বিরক্তভাবে) এখনো সেই অনামুখোটীর নাম কচ্চ,

“ পরকাল ” পরলোকে গেছে তা কি শুন নি ?

ভক্তি। বালাই, শত্রু যাক, সর্ব্বন্যেসেরা সত্য কথাকি

জানিস নে !। (বুদ্ধকে) বাবা তোমার পরকাল

বিপদের পরিক্ষণতীর্ণ হয়ে নিরাপদে আছে !

স্নে। আর সব গেছে ।

বু। কেমন কোরে (বোলে) ক্রোধে অধৈর্য্য্য এবং

পদস্থলিত হয়ে সাগরে পতনোন্মুখ

ভক্তি নৌকা হতে “ ধর্ম্মভয় ” উঠিয়া । পদে ২ (বোলে) বৃদ্ধের

হুই বাহু ধারণ পূর্ব্বক—

একা স্নেহ কিম্বা ভক্তির যোগে

আর্য্যতরি এই ভারত—জলে,

ভাসিবে না, তাই যোগ ও ভোগে,

“ সামঞ্জস্য ” এস জল ও’হলে !

বু। (সাবধান হয়ে) সত্য কথা, এখন প্রিয়ে “সামঞ্জস্য ” না এলে

আর প্রাণ নাই !

স্নে। বাবা আমার ঐ ভক্তি সর্ব্বনাশীর কথায় আপ্তবিশ্মৃত

হচ্চ ? —ও আপনি ভিক্ষে করেথায়, তাই তোমাকে ও

ভিখারী কহে চায় ! ওর কি দয়া মায়া আছে, ও কোন্সে

শিলে থানি !—পাথর । —

ভক্তি। ইঁদুরে, তা জানি । আমি ভিক্ষে করেও আত্মরক্ষা করি কিন্তু

তোর পুটলীবাঁধা রোগ আরোগ্য হবার নয় । আমি সংসার

হুখ হুখে পাথর বটে, কিন্তু সামান্য পাথর নয়, তোর ওণাওণ

পরিষ্কর কষ্টি পাথর । —

বু । ওরে তোরা আবার কলহ আরম্ভ করি, যা কর্ত্তে হবে তা শোন ?

ছাড় ছাড় গৃহ কলহ বিবাদ

ভাই বোন তোরা মিলিয়ে সবে,

বিবাদে কারুর পুরেনি সাধ

ভাল ফল নাই বিবাদে ভবে ।

বিবাদে রাবণ অমর—বিজয়ী

সবংশে নিধন বা—নর করে,

শত সহোদর কুরুবীর বর

ভাই ভাই বাদ করিয়ে মরে !

যথা যথা ভাইবিরোধ বিষম

লেগেছে আগুণ ত্বের মত,

এই মতে সব হইবে বি-সম

স্বরে স্বরে যুঝে যাদব হত ।

কর রে মিলন তোরা দুই জন

আমার কায়ে কোমর বাঁধি,

পরস্পর কর কর রে গ্রহণ

বাঁচারে আমারে উঠেছে আঁধি ।

যাবত প্রেরণী না আসি মিলিছে,

করে করে ধরি ধরয়ে তরি,

কাল ক্রমে ভয় অধিক বাড়িছে,

আমিও পিতার চরণে ধরি ! ।

হিংসা । (স্নেহ নোকা হহতে বিকট বদন একট পূর্বক) আবার সেই

সর্ব গ্রাসীর নাম । আবার তারি করে বাছাদের সমর্পণ

করবে, তা হবেনা, সতীন ঘব আর করব না !

বু । (রাগ) সর্বগ্রাসী তুই কি সে ?

ক্রোধ । (ওমনি যমহুতের মত স্বরের রসনা কর্ণ পূর্বক দণ্ড উঠাইয়

(কৃচ্ছ্র স্বরে) চূপ ২ । বাহাতুরে চূপ ॥—

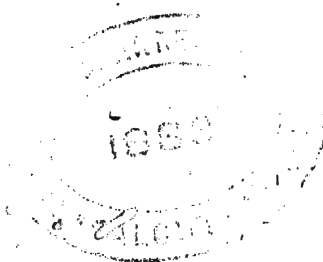
বু । বাক্রোধ । প্রিয়ে “সামঞ্জসি” ! (বোলে) দুই, নোকায় পতন ।

ইতি দৃষ্টান্ত ।

সম্পূর্ণ

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪ ...	১৭ ...	Solicity	Solidity
৯০ ...	১ ...	মনোদর	মনোদহ
৯৯ ...	২৯ ...	নির্বিষ্ম অম্ম	নির্বিষ্ম অম্ম
১০৪ ...	২১ ...	সেবেচেন	পেযেচেন
১১৪ ...	১৬ ...	তারাই	রাই
১১৫ ...	১৬ ...	প্ৰতিজত	ভিজত
১২০ ...	২১ ...	ভোজন--নাস্তে	ভোজনাস্তে
১২৩ ...	১৫ ...	উন্নতপ্রিয়	উন্নতিপ্রিয়
১২৩ ...	১২৮ ...	Ancertainty	Uncertainty
১২৫ ...	২১ ...	ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক	লোপ হইবেক



উপসংহার

—৩৪৫—

প্রিয় পাঠক,

বর্তমান সমাজের প্রভৃতি দেখিয়া “আর্য্যসমাজ” নটের বেশ ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তব সে নট নয়। তুমি বিচক্ষণ দূরবীক্ষণের সীমা উল্লংঘন করিয়া দেখ এই বেশধারী নট ভোমার পরমাত্মীর উপদেষ্টা ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ইহার গৌন্দর্য্য বাহ্য নর আন্তরিক, কদর্য্য হইলেও স্বপাক ভ্রমের মত অমৃতবৎ প্রায়। ফলে যেমন হরকণ্ঠে হলাহল, হরিবক্ষে ভৃগুলাতা বাসবাক্ষে সহশ্রাক্ষ ও শশাক্ষে মৃগাক্ষ তেমনি আর্য্যসমাজের অনৈক্যতা অজ্ঞতা বাহ্যভঙ্গর প্রভৃতি দোষ শোভার কারণ বরঞ্চ জীবনের কারণ হয়। আমরা যত বিশ্বাসহীন বিতর্কপ্রিয় জড়বাদী আড়ম্বরশক্ত হক্টি, পক্ষান্তরে সমাজও ততই দৃঢ় বিচারবান ভক্ত শাস্ত্রজ্ঞান লোভুপ পরকাল পরারণ হক্চেন কিনা তাহা দেখ! আর্য্য ধর্ম্মকে যত প্রণীড়িত ও যত বিপদগ্রস্ত হইতে দেখিবে ততই পরীক্ষোত্তীর্ণ ও ঘনিভূত বিবেচনা করিবে। সমাজ-কটাহে বিশ্বাসহৃৎ পাক করিতে ধৈর্য্যাদি বৈদান্তিক অগ্নি এবং বৈধ বিচার রূপ স্কন্ধন আবশ্যক ; দেখো! নিজলা খাঁচী হৃৎকে যেন বেনোজল মিশ্রিত না হয়।

Our remedies oft in ourselves do lie.

কবি সেকসপিয়রের এ কথায় কি আমাদের শ্রদ্ধা আছে? যদি থাকে তবে বুদ্ধ সমাজের পুস্করখান নামক দ্বিতীয় খণ্ড গির্জিতে কোন সংপূত্রের লেখনী নৃত্য করিবেই করিবে। তিনিই ধরাতেলেন ধন, হইবেন ইতি

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

